ফাঁকি

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

BanglaBook.org

আ ন ন্দ ন ভে লা

ফাঁকি

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আ ন ন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৩

প্রচ্ছদ তারকনাথ মুখোপাধ্যায়

© সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-5040-224-5

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

FANKI
[Novel]
by
Sangita Bandyopadhyay
Published by Ananda Publishers Private Limited
45 Beniatola Lane, Calcutta 700 009

১০০ ০০

বন্ধু অরুণাভ সিন্‌হা-কে

মুখ কত সুন্দর! সে নিজেই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখছে নিজেকে। উসকো খুসকো চুল পিঠের উপর ছড়ানো। সারাটা রাত চুলের গোছাগুলো তার সঙ্গে এপাশ-ওপাশ করতে করতে এই সকালে পরস্পর ছড়িয়ে গিয়ে এমন সব তরঙ্গ তৈরি করেছে যে, হাজার বছর ঘুমিয়ে যাওয়া কোনও মায়াবী কুহকিনীর মতো দেখাচ্ছে তাকে। যেন স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে হঠাৎ চিড় ধরার মতো সামান্য, সরু করে খোলা চোখ, ভুরুজোড়ায় আলোক-রশ্মি-বিপন্ন একটা টান, ঠোঁটের কোয়া দুটো কমনীয়ভাবে ঝুলে আছে একটু, সে সেই ঠোঁট একটু বেঁকাল আয়নার দিকে তাকিয়ে। তারপর টিপটিপ বৃষ্টি পড়ার মতো হাসল একটু। এবার সে এসিটা বন্ধ করবে। করে আরও-একটু সময় শুয়ে থাকবে বিছানায় নিজের টেডি বিয়ার চিম্পুকে জড়িয়ে।

অন্যদিন হলে চিম্পুকে জড়িয়ে ধরে সে হয়তো আরও আধঘণ্টা ঘুমিয়েও নিতে পারত, হয়তো ঠামি বা মা কেউ এসে ডাকত যখন, তখন জড়িমোড়া ভেঙে উঠে বসত। কিন্তু আজ সে ভিতরে ভিতরে ভীষণ উত্তেজিত। চিম্পুকে

BanglaBook.org

জড়িয়ে ধরে আর এক প্রস্ত ঘুম আজ আর হবে না। একবার শুয়েই উঠে বসল সে। দাঁড়াল আয়নার সামনে। সত্যি সত্যি কতটা সুন্দর দেখাচ্ছে নিজেকে, জরিপ করল। মাঝে মাঝে হয় কী? সকালে চোখটা কেমন একটু ফুলো ফুলো হয়ে থাকে। সেরকম হলে কী করতে হবে অবশ্য জানা আছে তার। দুধ তুলোয় ভিজিয়ে চোখে চেপে ধরতে হবে। নাহ্, আজ সদ্য ঘুমভাঙা নিজের মুখটার মধ্যে, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোথাওই কোনও ত্রুটি খুঁজে পেল না সে। মনে মনে নিজের পাশে আজকে কলেজের, তার ক্লাসের সমস্ত সেকশনের সব ক'টা মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দেখল এবং নিশ্চিন্ত হল। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারার মতো একটা মেয়েও নেই কলেজে! কলেজে আজ ফ্রেশারস্ ওয়েলকাম! সমস্ত স্ট্রিম মিলিয়ে-মিশিয়ে প্রায় তিনশোজন নতুন ছাত্রীর আজ নবীনবরণ, একই সঙ্গে কলেজে আজ বর্ষামঙ্গলও পালিত হবে। এই নিয়ে কলেজে গত এক মাস ধরে জোর প্রস্তুতি চলছে। তিনতলার ক্যান্টিনের পাশে যে বড় হলটা, সেখানে মোটামুটি থার্ড পিরিয়ড থেকেই রোজ জোরকদমে রিহার্সাল শুরু হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের ঋতুরঙ্গ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাটক, জীবনমুখী গান, বিভিন্ন কবির কবিতা আবৃত্তি। পূর্ণেন্দু পত্রীর লেখা শ্রুতিনাটক। এই রিহার্সালের ঠেলায় ইকোনমিক্সের নয়নতারা ম্যাম তো সেদিন ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস নিতেই পারলেন না।

BanglaBook.org

ডাস্টার দিয়ে বোর্ডের সব লেখা মুছে দিয়ে চকের গুঁড়ো উড়িয়ে রেগেমেগে চলে গেলেন। আগেই সেকেন্ড ইয়ারের ঋতুপর্ণাদিরা ফার্স্ট ইয়ারের সব ক'টা ক্লাসে ক্লাসে এসে বলে গিয়েছিল, 'ফ্রেশাররা যারা নাচ, গান, রিসাইটেশন কিছু করে দেখাতে চাও, সেকেন্ড ইয়ারের ফিলজ়ফির মধুছন্দার কাছে গিয়ে নাম লিখিয়ে আসবে। কিন্তু কাল আবার ঋতুপর্ণাদিরা ক্লাসে ক্লাসে এসে বলে গিয়েছে, 'কাল ফ্রেশারদের জন্য একটা বিউটি কনটেস্টও অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। যারা এই কনটেস্টে নাম দিতে চাও, কমনরুমে লাঞ্চ ব্রেকের সময় মৃদুলা মহান্তির কাছে নাম লিখিয়ে এসো। বিউটি কনটেস্টে যারা নাম দেবে তাদের সবাইকে কিন্তু শাড়ি পরে আসতে হবে।' ঋতুপর্ণারা চলে যেতেই তার পাশের সিট থেকে অর্চিতা, বিদিশা বলে উঠল, ''অ্যাই পারঙ্গমা, তুই বিউটি কনটেস্টে নাম দিবি না?''

সত্যি কথা বলতে কী, একবার একটা বিউটি কনটেস্টে নাম দেওয়ার ভীষণ ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু তার পরিবার রক্ষণশীল, সেখানে এসব কথা উচ্চারণ করলেও যারপরনাই ভৎর্সনা জুটবে কপালে। এদিকে অর্চিতারা বারবার বলতে লাগল, ''কেন নাম দিবি না? এ তো জানা কথাই, তুই নাম দিলে কেউ দাঁড়াতে পারবে না, তুই-ই ফার্স্ট হবি, তোর সঙ্গে কেউ পেরে উঠবে না। তোকে যা দেখতে!''

BanglaBook.org

সেটা পারঙ্গমা নিজেও খুব ভাল করে জানে। নিজের সৌন্দর্যকে একশোয় একশো দেয় সে। আয়নার সামনে দাঁড়ালে প্রতিটা মুহূর্ত উদ্‌যাপন করে সে। নিজের রূপের ছটায় বাড়ি আলোকিত করে রাখে পারঙ্গমা। তার নিজের পাড়ায় তো বটেই, তার কলেজেও সে-ই সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। তাকে নিয়ে বাড়ির সকলে, আত্মীয়স্বজন সকলে গর্বিত। এই তো গত শনিবার বাবা, মা, ঠামি, পিসি সবার সঙ্গে সকাল সকাল সে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিল পুজো দিতে। সাদা খোলের উপর মাল্টিকালার জামদানি পরে, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক লাগিয়ে সে যখন বাড়ির গেট থেকে গাড়িতে উঠছে, তখনই পাশের বাড়ির বারান্দায় জড়ো হয়ে গিয়েছে দত্তবাড়ির সব মেয়ে-বউরা! ঋজুলা বউদি চিৎকার করে মাকে বলল, ‘‘কাকিমা, পারঙ্গমাকে আজ যা দেখাচ্ছে, মা কালীর দর্শনের চেয়ে আজ আপনার মেয়ের দর্শনেই সবাই ধন্য হয়ে যাবে।’’

মা খুব খুশি হলেও ঋজুলা বউদিকে কপট ধমক দিয়ে বলল, ‘‘না বউমা, ঠাকুর দেবতার সঙ্গে ওরকম তুলনা করতে নেই!’’

ঋজুলা বউদি তখন তাকে বলল, ‘‘অ্যাই পারঙ্গমা, একটা কালো টিপ পর, নইলে নজর লাগবে!’’ কিন্তু সত্যি সত্যিই দক্ষিণেশ্বরে পুজো দেওয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে পারঙ্গমা দেখল সবাই হাঁ করে তাকে দেখছে। ঘুরে ফিরে তাকেই দেখছে।

BanglaBook.org

ছেলে, বুড়ো, মাসিমা, পিসিমা, ঠানদিরা একবার তাকে দেখে আর চোখ সরাতে পারছে না। এক ঘণ্টার উপর লাইনে দাঁড়িয়ে যখন মন্দিরের দরজার সামনের বেদিতে পৌঁছোল তারা, তখন মন্দিরের তিন পুরোহিতও অবাক হয়ে দেখতে লাগল তাকেই। অন্যরা যখন অঞ্জলি দেওয়ার জন্য ফুল পেতে হাত বাড়িয়ে ধস্তাধস্তি করছে, তখন না চাইতেই তার হাতে একজন পুরোহিত ফুল, বেলপাতা গুঁজে দিতে লাগল। একবারের জায়গায় দু'বার চরণামৃত পেল সে। আর শেষে সবচেয়ে তরুণ পুরুত যে, সে তার হাতে দিল জোড়া প্যাঁড়া। একবারও হাত না বাড়িয়েও বারবার হাত ভরে উঠল তার। এই ইম্পর্ট্যান্স পেতে ছোট থেকেই পারঙ্গমা এত অভ্যস্ত যে, তার লজ্জাও লাগে না। যে তাকে এমন বিশেষ সুবিধে পাইয়ে দেয়, পারঙ্গমা তার দিকে আয়তচোখে একবার তাকিয়ে মৃদু হাসলেই সে কৃতার্থ বোধ করে।

সেদিন দক্ষিণেশ্বর থেকে বাড়ি ফেরার পথে মা আর পিসিও এই কথাটাই বলাবলি করছিল। পিসি বলল, "দেখলে বউদি, ঋজুলার কথাটাই ঠিক! পুরোহিতগুলো পর্যন্ত এমন করে তাকাচ্ছিল পারঙ্গমার দিকে আমি তো ভাবলাম মন্ত্রই ভুলে যাবে হয়তো!" পারঙ্গমার বাবা এমনিতে ভীষণ গম্ভীর, বাবাও মুচকি মুচকি হাসছে দেখল সে, পিসির কথা শুনে। সেই পারঙ্গমা অবশেষে বন্ধুদের

BanglaBook.org

জোরাজুরিতে লাঞ্চব্রেকে কমনরুমে মৃদুলা মহান্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার পাশে তখন অর্চিতা, বিদিশা দু'জনেই রয়েছে। সে বলল, "মৃদুলাদি, আমি বিউটি কনটেস্টে নাম দিতে চাই!"

মৃদুলাদি বলল, "অ্যাই, তোর নাম পারঙ্গমা না?"

সে বলল, "হ্যাঁ, পারঙ্গমা দত্ত!" এটাই স্বাভাবিক। কলেজে নতুন ঢুকতে না ঢুকতেই সবাই তার নাম জেনে গিয়েছে। অনেকেই তার সঙ্গে নিজে থেকে এসে আলাপ করেছে। তার ক্লাসের মেয়েরা তো বটেই, উঁচু ক্লাসের মেয়েরাও তার সঙ্গে ডেকে কথা বলে। এই তো সেদিনই মেন বিল্ডিং-এর সিঁড়িতে বসে থাকা থার্ড ইয়ারের কয়েকটা মেয়ে তাকে ডেকে বলল, "অ্যাই, তোর বাবা তোর সঙ্গে দুটো বডিগার্ড পাঠায় না কেন রে? কে কবে তুলে নিয়ে চলে যাবে মেয়েকে তখন বুঝবে!"

আর-একজন বলল, "এ পর্যন্ত ক'জন তোকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে শুনি? তুই প্রেম করিস? কার সঙ্গে প্রেম করিস? হু ইজ় দ্যাট লাকি গাই, হু?"

বিউটি কনটেস্টে নাম এন্ট্রি করাতে গিয়ে পারঙ্গমাকে মৃদুলা মহান্তি বলল, "তোর কি আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই? তুই নাম দিলে বাকিরা সব নাম তুলে নেবে। সেটা কি ভাল দেখাবে? তোর উচিত মুম্বই-এর কোনও বড় প্যাজেন্টে নাম দেওয়া। বুঝলি?"

BanglaBook.org

অর্চিতা বলল, ‘‘দেখো মৃদুলাদি, ওর বাড়ির লোকেরা ওকে পারলে অসূর্যম্পশ্যা করে রাখে, জানো না তো কী কনজ়ারভেটিভ ওরা! নইলে পারঙ্গমাকে যা দেখতে ইজ়িলি ও সঞ্জয় লীলা বনশালির ছবিতে নায়িকা হতে পারত। এখন সে সব যখন হওয়ার নয়, তখন অন্তত কলেজের বিউটি কনটেস্টে নাম দিয়ে দুধের সাধ ঘোলেই মেটাতে দাও মেয়েটাকে। অ্যাট লিস্ট শি উইল হ্যাভ সাম ফান!’’

মৃদুলা বলল, ‘‘আই অ্যাডমিট যে পারঙ্গমা অসাধারণ সুন্দরী। কিন্তু সিনেমার হিরোইন হওয়া অত সহজ নয়। ক্যামেরার চোখে অনেক আচ্ছা আচ্ছা সুন্দরীকেও ডিফেক্টিভ দেখায় আর অনেক কেলে-কুৎসিতও অপরূপা হয়ে ওঠে!’’

পারঙ্গমার একটু রাগ হয়েছিল মৃদুলার কথায়, সে বলল, ‘‘তা হলে কি আমি নাম দেব না বলছ?’’

‘‘আরে না, না। নাম দিবি না কেন? নাম দে, দে!’’ বলে মৃদুলা নাম লিখে নিল পারঙ্গমার। পারঙ্গমা দেখল সবসুদ্ধ প্রায় পঁচিশজন নাম দিয়েছে কনটেস্টে।

বাড়িতে কাউকে পারঙ্গমা বলেনি, আজ কলেজে বিউটি কনটেস্টে যাচ্ছে সে। কী দরকার! কী বুঝতে কী বুঝবে! অনর্থক ঝামেলা হবে। সে শুধু বলেছে আজ কলেজে বর্ষামঙ্গল আর ফ্রেশারস্ ওয়েলকাম। ফ্রেশারদের যা হোক কিছু করে দেখাতে হবে, নাচ, গান, আবৃত্তি। তাই

BanglaBook.org

শুনে ঠামি বলল, ‘‘তুই ওই গানটা তো দারুণ গাইছিলি সেদিন পারো, ওই যে ‘চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে... ওইটেই শুনিয়ে দিস। আহা! কী মধুঝরা গলা আমার নাতনির!’’

আয়নার সামনে থেকে সরে গিয়ে পারঙ্গমা নিজের বেডরুম-সংলগ্ন টয়লেটে ঢুকল। সেখানেও আপাদমস্তক দেখা যায় এরকম একটা আয়না। তার ক্লাস টেনের পরীক্ষার পর এ বাড়িটা রেনোভেশন হয়েছিল, সেই একতলার গাড়িবারান্দা থেকে চারতলার ঠাকুরমার ঘর অবধি সমস্ত ঢেলে সাজানো হয়েছিল তখন। তার টয়লেট, বাবা ক্রিম রঙের মার্বেল দিয়ে মুড়ে দিয়েছে। ক্রিম রঙেরই বিশাল বাথটব। টয়লেটের জানালায় রঙিন কাচ, আয়নার সামনের কাউন্টারের উপর থরে থরে সাজানো বিউটি প্রডাক্টস। বেশিরভাগই বিদেশি। তার কাছে এমন সব বেদিং সল্ট আছে যা দিয়ে স্নান করলে সারা বাড়ি গন্ধে ভরে ওঠে। চায়ের কাপের মতো ছোট ছোট টবে ছোট ছোট গাছ রাখা আছে কাউন্টারে। পারঙ্গমার ভীষণ গাছের শখ। এ বাড়ির মালি রাজেশ তার শখের কথা খেয়াল রেখেই এরকম ছোট ছোট গাছ বানায়। লাল, নীল, কালো, সবুজ নানারকম পটে। আর বলাকাদি পারঙ্গমার জন্মের পর থেকে এ বাড়িতে আছে, তার দেখাশোনা করার জন্য, একদম পারঙ্গমার নিজের দিদিরই মতো,

BanglaBook.org

প্রায় দিনই গাছগুলো পালটে পালটে নতুন পট রেখে যায় টয়লেটে।

চোখ-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে টয়লেট থেকে বেরিয়ে পারঙ্গমা প্রথমে মোবাইল অন করল, ওঃ গড! আটটা বাজে। পৌনে দশটার মধ্যে তাকে বেরোতে হবে। সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল, দোতলায়। দেখল ডাইনিং হলে সবাই রয়েছে। বাবা, পিসি, ঠামি ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে। মা এখনও বোধহয় পুজো সেরে চারতলা থেকে নামেনি। পেশায় পারঙ্গমাদের পরিবার সোনার ব্যবসায়ী। বউবাজারে তাদের দু'-দুটো সোনার দোকান। এ ছাড়া চৌরঙ্গিতে একটা। গড়িয়াহাটে আর-একটা শো-রুম আছে। বছর দুয়েক আগে সল্টলেকেও একটা নতুন শো-রুম খোলা হয়েছে। সোনার কারবার যে দত্তদের কত পুরুষের, তা বলা মুশকিল। সে গল্প শুনেছে, কয়েক পুরুষ আগে ত্রিপুরার রাজপরিবারের নিজস্ব স্বর্ণকার ছিল তার পরিবার। ঠামির কাছে দেড়শো-দুশো বছরের পুরনো কিছু অলংকার এখনও রাখা আছে। তার ডিজাইন দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ঠামি তাকে যারপরনাই ভালবাসে। কিন্তু সে জানে ঠামির একটা দুঃখ আছে মনে মনে। তার ঠাকুরদারা ছিলেন দুই ভাই। কিন্তু ঠাকুরদার ভাই ছিলেন নিঃসন্তান। এদিকে তার বাবারা এক ভাই, দুই বোন। বড় পিসি এখন ইহজগতে নেই। বড়

BanglaBook.org

পিসির ইতিহাসটা খুবই করুণ। বড় পিসি পণপ্রথার শিকার হয়েছিল। বড় পিসির শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রায়ই অনেক টাকাপয়সা চাইত। বাবা দিতও। কিন্তু যখন ব্যাবসার এক-তৃতীয়াংশ লিখে দিতে বলা হল, তখন বেঁকে বসেছিল বাবা। বড় পিসিও সেই প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হয়নি। বড় পিসি বলেছিল, 'দাদা, ওদের খাঁই কোনওদিনই মিটবে না! তুই কিছুতেই ব্যাবসার অংশ লিখে দিবি না আমাকে!' এর পরই নাকি বড় পিসি আত্মহত্যা করে। আসলে আত্মহত্যা করেনি বড় পিসি। মেরে ফ্যান থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল বড় পিসিকে। পিসেমশাইসহ তার পুরো ফ্যামিলি জেলে চলে গিয়েছিল। এখন জামিনে ছাড়া পেয়েছে। কিন্তু কেস চলছে কোর্টে। বাবা বলেছে এর শেষ দেখে ছাড়বে।

টাকার জন্য বড় পিসির জীবনের এই পরিণতি দেখে ছোট পিসি আর বিয়েই করেনি। ছোট পিসিও বেজায় সুন্দরী, কলেজ লাইফেই ছোট পিসির রাশি রাশি সম্বন্ধ আসত। শিলিগুড়ির রাউতরা বিরাট ব্যাবসাদার। সেই পরিবারের বড় ছেলের সঙ্গে ছোট পিসির বিয়ে প্রায় পাকাই হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় বড় পিসির ব্যাপারটা ঘটে। ছোট পিসি বিয়ে তো করলই না, শপথ নিল কোনওদিন বিয়েই করবে না। ছোট পিসি এখন উদয়াস্ত বাবাকে ব্যবসায় সাহায্য করে। চৌরঙ্গির দোকানটা তো সম্পূর্ণ ছোট পিসিই দেখে।

ঠামির দুঃখের কারণ হল বাবা-মা'র যদি কন্যাসন্তানের

BanglaBook.org

পাশাপাশি একটা-দুটো পুত্রসন্তানও থাকত, তা হলে এত শতাব্দীর পরম্পরা, এত দিনের পুরনো একটা পরিবারের নাম-ধাম-বংশমর্যাদা টিকে থাকত। মেয়ে সন্তান দিয়ে তো আর কুল রক্ষা হয় না!

পারঙ্গমা খুব ভাল করেই জানে বহু বহু বছর যাবৎ মা একটা পুত্র-সন্তানের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছে। কয়েক বছর আগেও সে ঠাকুরঘরে মাকে গোপালকে কোলে করে কাঁদতে দেখেছে। হয়তো এখন পারঙ্গমা এত বড় হয়ে গিয়েছে বলেই অবশেষে ছেলে হওয়ার আশা ত্যাগ করেছে মা। কিংবা কে জানে গোপনে হয়তো সেই আশা আজও জ্বলজ্বল করছে মায়ের বুকে! পারঙ্গমা ঠিক স্বার্থপর ধরনের নয়। তবে তার একটা ভাই হলে সে খুব-একটা খুশি হত না। আর হবেই বা কী করে? মাত্রাধিক আদরে, যত্নে, সোহাগে এবং বাড়ির কড়া শাসনে সে বড় হয়েছে। এ বাড়ির সবার সে চোখের মণি। আর যেহেতু বৃহত্তর পরিবার মিলিয়ে-মিশিয়ে তার রূপের কোনও তুলনা হয় না, তাই এক ধরনের বিশেষ প্রাধান্য পেয়েই বড় হয়েছে সে।

তাকে নীচে দেখতে পেয়েই ঠামি বলল, "ও! আজ মেয়েকে না ডাকতেই নীচে হাজির? কলেজের জন্য আজ তো স্পেশাল সাজগোজ নাকি? আয় আয় বোস, বলাকা, দিদিভাইকে ফলের রস দে!"

BanglaBook.org

এ বাড়িতে রোজ রাতে কাঠবাদাম ভেজানো হয়, সকালে ডাইনিং টেবলের উপর কাচের বাটিতে কাঠবাদাম আর গোলমরিচ রাখা থাকে, সবার আগে সেটা খাওয়াই নিয়ম। পারঙ্গমা টেবলে বসতে বসতে ঝুঁকে পড়ে ক'টা বাদাম আর গোলমরিচ তুলে নিল। ছোট পিসি বলল, "তা স্পেশাল সাজটা কী হচ্ছে শুনি?"

ছোট পিসি বেরোনোর জন্য রেডি হয়েই রোজ ব্রেকফাস্ট খেতে নামে। আজ ছোট পিসি গোলাপি রঙের লখনউ চিকনের কাজ করা শিফন পরেছে একটা। সঙ্গে হালকা মুক্তোর গয়না। ছোট পিসি প্রতিদিন দারুণ করে সেজে শো-রুমে যায়। ছোট পিসির এখন প্রায় তেতাল্লিশ বছর বয়স হবে। কিন্তু স্কিন দারুণ! হাতের পাতাগুলো পর্যন্ত তেলা তেলা। হাতে অনেকগুলো হিরের আংটি। নখে পরিপাটি করে লাগানো নেলপলিশ। গোলাপি শাড়ির সঙ্গে কনট্রাস্ট করে ওয়াইন রঙের লিপস্টিক উদ্ভাসিত করে তুলেছে তার ঠোঁট। নাকের ডগায় গালে আলো চমকাচ্ছে। ছোট পিসির দিকে তাকালে দুটো অনুভূতি হয় পারঙ্গমার। এক, তার মনে হয়, ইস! ছোট পিসিকেই যদি দেখে দেখে এমন অবাক হতে হয় তাকে, তা হলে তাকে দেখে দেখে অন্যদের না জানি কী দশা হতে থাকে! দুই, তার মনে হয় যে, এত রূপ নিয়ে ছোট পিসি চিরটা জীবন একাই থেকে গেল? এই রূপের স্বাদ কাউকে

BanglaBook.org

ছ'জোড়া কানের টানা বিক্রি হল, ছ'জনই আমার কানের টানাটা দেখে বলল, 'এরকমই চাই!' একজন তো কিনতে এসেছিল এক পিস ব্রেসলেট, কিনে নিয়ে গেল টানা দেওয়া ঝুমকো!''

এই কারণেই শো-রুমে যে সব মেয়েরা চাকরি করতে আসে সেই সব সেলসগার্লদের ছোট পিসি নিজে বাছাই করে এবং প্রত্যেককে গ্রুমিং আর মেকওভারের ক্লাসে পাঠিয়ে মনের মতো করে তৈরি করে নেয়। আল্ট্রামর্ডান মেয়েদের রত্নাবলির একদম পছন্দ নয়। চুল বড় হবে, মাঝে মাঝে বাঙালির বিশেষ বিশেষ পালা পার্বণে খোঁপা বেঁধে তাতে জুঁই ফুলের মালা পরবে, এরকম অনেক বিষয়ে ছোট পিসি নিজস্ব নিয়ম চালু করেছে সেলসগার্লদের উপর, এই সব নিয়ে ছোট পিসি দিনরাত বেশ মেতে আছে। বলা যায়, রত্নাবলি দত্ত এখন পুরোদস্তুর একজন বিজ়নেসওম্যান। এই কারণে, অর্থাৎ ছোট পিসির ব্যবসায় এত ইনভলভমেন্ট দেখে বাবা চৌরঙ্গির দোকানটা ছোট পিসির নামেই লিখে দিয়েছে। বলা যায় না, কোনওদিন হয়তো ছোট পিসির বিয়ে করতে ইচ্ছে হলেও হতে পারে। তখন নতুন করে সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা যাতে না হয় তাই এটা করেছে বাবা।

রত্নাবলির প্রশ্নের উত্তরে পারঙ্গমা বলল, ''আমি কিছুই ডিসাইড করে উঠতে পারছি না ছোট পিসি, একবার

BanglaBook.org

ভাবছি নীল ঢাকাইটা পরি, একবার ভাবছি হলুদ শিফন পরি! নাকি লাল পাড় তসর?''

ছোট পিসি দুধের বাটিতে ওটমিল মেশাতে মেশাতে বলল, ''লাল পাড় তসর! নাথিং লাইক ইট! সঙ্গে একটু গয়না।''

''গয়না?''

''হ্যাঁ!''

''না, না, কলেজে কেউ গয়না পরে যায় নাকি? যাঃ, সবাই হাসবে।''

ঠামি বলল, ''কিছু না, শুধু এক জোড়া কানপাশা পরে যা, আর দেখতে হবে না।''

এইসব কথাবার্তার মধ্যেই বাবার ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়ে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বাবা বলল, ''শোনো পারঙ্গমা, কলেজে উঠেছ বলে কিন্তু ভেবো না তোমার দুটো ডানা গজিয়েছে। দু'-তিন মাস হতে চলল, রোজই শুনি ফেস্ট হচ্ছে, অ্যানুয়াল ফাংশন হচ্ছে, ফাউন্ডেশন ডে সেলিব্রেশন হচ্ছে, পড়াগুলো কী হচ্ছে কিছু তো শুনতে পাচ্ছি না, বইপত্তর পড়ো বলেও তো মনে হয় না। একটা কথা বলে রাখছি, বন্ধু-বান্ধব যা সব ওই কলেজ কম্পাউন্ডের মধ্যে! সিনেমা যাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে টো টো করে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা আর আলুকাবলি, ফুচকা খাওয়া ওসব যেন না শুনি। বন্ধুদের সঙ্গে হইহুল্লোড় করতে হয়

BanglaBook.org

বাড়িতে নিয়ে এসো, আর হ্যাঁ, বন্ধু-বান্ধব একটু ভেবে চিন্তে কোরো।''

ছোট পিসি বলল, ''শোনো দাদা, আজকাল কেউ বাড়িতে হইহুল্লোড় করে না বন্ধুদের সঙ্গে। সবাই মলে যায়, ফুড কোর্টে যায়, আর বন্ধু-বান্ধব বলে ওকে মিসগাইড করছ কেন? বান্ধব তৈরি করার কোনও রাইট ওর আছে নাকি? পারো, বান্ধব নয়, শুধু বান্ধবীদের সঙ্গে মিশবে, বুঝেছ?''

বাবা হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেল, ''এসব কথা নতুন করে বলার কী আছে? ছেলেদের সঙ্গে মিশবে না বলেই তো ওকে মেয়েদের কলেজে ভরতি করা হয়েছে? ও যেন নিজেকে একটু শাসনে রাখে, সামনে ওর বিয়ে। ওর জীবনের একটা বিরাট টার্নিং পয়েন্ট। এখনও আমাদের সমাজে বিয়েটাই মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা। আমি চাই সেনবাড়িতে আমাদের সম্মানটা যেন বজায় থাকে। একবার বিয়েটা হয়ে গেলে আমরা নিশ্চিন্ত।''

ঠামি বলল, ''আহা নীহার, সকাল-সন্ধে ওকে এই কথাটা মনে করানোর কী আছে? আরাক্ষণ মেয়েকে ঠেসে ঠেসে কথা শুনিয়ে কী লাভ হবে? বেচারির প্রাণ কাঁপে। তুমি বাপ হয়ে সেটা বোঝো না? আর এত দুশ্চিন্তা কোরো না তো তোমরা। এখন তো ঠিক আছে। এখন তো যা বলছ, মেয়েটা অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করছে। যা ঘটার

BanglaBook.org

পেতে দিল না? এই কথাটা অবশ্য তার নিজের কথা নয়, ছোট থেকেই এই কথাটা আত্মীয়-স্বজনদের মুখে শুনেছে পারঙ্গমা।

ছোট পিসিকে অবশ্য সব সময়ই খুব খুশি খুশি লাগে। মনে হয় ছোট পিসি নিজের জীবন আর এই কর্মজগৎ নিয়ে যথেষ্ট তৃপ্ত। এই যে প্রতিদিন নিখুঁত সেজে শো-রুমে যায় ছোট পিসি, তার পিছনে ছোট পিসির নিজস্ব একটা চিন্তাভাবনা আছে। ছোট পিসি রত্নাবলির বক্তব্য, যারা গয়না কিনতে আসে, তারা তো শুধু সোনাদানা, হিরে, জহরতকে অ্যাসেট ভেবে আসে না। অ্যাসেটের সঙ্গে যোগ হয় সৌন্দর্য বৃদ্ধির ব্যাপারটাও। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটাই আসল বিষয়। সে ক্ষেত্রে যে গয়নার দোকানের মালিক, সে নিজেই যদি ভাল করে না সেজেগুজে থাকে, তা হলে তো নিজের রুজিরুটির সঙ্গেই অবিশ্বস্ততা করা হয়। এই যেমন প্রায়ই রত্নাবলি লেটেস্ট ডিজাইনের গয়নায় সেজে বসে থাকে শো-রুমে কিংবা কাস্টমারকে নিজেই অ্যাটেন্ড করে। তখন রত্নাবলির সোনার অঙ্গে ফুটফুট করে ফুটে থাকা গয়নার দিকে তাকিয়ে কাস্টমার বলে ওঠে, ''আচ্ছা! এই ডিজ়াইনটা একটু দেখান না প্লিজ়, বেশ সুন্দর তো!''

সেদিনই পিসি বলছিল মাকে, ''জানো বউদি, আজ

BanglaBook.org

ছিল ঘটেছে। নতুন করে আর ওর উপর কোনও চাপ সৃষ্টি কোরো না।''

বাবা তবুও বলল, ''মা, আমার মনোবলটা একদম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যে আঘাত আমি একমাত্র সন্তানের কাছ থেকে পেয়েছি, আমার পক্ষে কোনও মানুষকেই আর বিশ্বাস করা কঠিন! সেই সময় আমার যদি ক্ষমতা থাকত আমি পারোকে নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে যেতাম। কিন্তু ব্যাবসাপত্র সব গুটিয়ে তো চলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এখনও আমি জানি কলকাতাটা পারোর জন্য সেফ নয়!''

মা ঠামির প্লেটে আলুর চচ্চড়ি তুলে দিতে দিতে বলল, ''সাতসকালে আবার এই আলোচনাটা শুরু করলে কেন?''

''আমার মাথায় সারাক্ষণ এই একটা কথাই ঘোরে অপা। যেদিন অবিনাশদের হাতে মেয়েকে তুলে দেব... তাও কী জানি! নিশ্চিন্ত হতে পারব কি না? প্রতি মুহূর্তেই ভয়টা থেকে যাবে। জানাজানি হওয়ার ভয়!''

এসব কথা পারঙ্গমার গায়ে সত্য হয়ে গিয়েছে। রোজই শুনতে হয়। তার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তিনতলায় নিজের ঘরে উঠে গেল সে স্নান সারতে। কলকাতা শহরটা তার নিজের কাছেই একটা মস্ত জেলখানা। পারলে সে নিজেই এই শহরটা ছেড়ে চলে যায়। সকালের উৎসাহটা

BanglaBook.org

এই মুহূর্তে নেই। মনটা খারাপ লাগছে। বাড়িভরতি তার নিজের লোক, কিন্তু সত্যিই এরা কেউ আর তার আপনজন নয়। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যে, তারা একটা সুখী পরিবার। আসলে তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার বোঝায় মাথা ভারী করে রেখেছে সবাই।

স্নান করতে করতেই পারঙ্গমা বুঝতে পারল একে একে বাবা আর পিসিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল দুটো গাড়ি। ঠামিও কিছু বাড়িতে বসে থাকার লোক নয়। প্রায়দিনই ঠামি আত্মীয়-পরিজনদের বাড়ি যায়। দুপুরের খাওয়ার আগে ফিরে আসে। বিকেলের দিকে লেকের ধারে বেড়াতে যাওয়ারও অভ্যেস আছে। ঠামিরা সাত বোন, তিন ভাই। সব্বাই এখনও বেঁচেবর্তে আছে। ঠামি এক-একদিন এক-এক ভাই বোনেদের কাছে যায়। তারাও আসে। একমাত্র মায়েরই বেশি বাড়ি থেকে বেরোনো হয় না। সংসারের সব দায়দায়িত্ব তো মায়েরই। মায়েরাও দুই বোন, এক ভাই। কিন্তু বড় মাসি থাকে মুম্বইতে। আর মামু থাকে লন্ডনে। দিদা, দাদু কেউই বেঁচে নেই। অতএব মায়ের আর বাপের বাড়ি বলতে সে অর্থে কিছুই নেই। অবশ্য খুব কদাচ কখনও মা, বাবার সঙ্গে ক্লাবে যায় সেজেগুজে। সেই দিনগুলো মা দারুণ সাজে। আর তখনই বোঝা যায় পারঙ্গমা কার কাছ থেকে এত রূপ পেয়েছে।

যত্ন করে শ্যাম্পু করে স্নান সারল পারঙ্গমা। তারপর

BanglaBook.org

গুছিয়ে পরল তসর সিল্কটা। মোটেও সে কানে কানপাশা পরল না, তার বদলে লাল বিড্‌স দিয়ে তৈরি একটা ঝাপটা দুল পরল কানে। হাতে অনেকগুলো লাল কাচের চুড়ি, অনেক ভেবেচিন্তে লিপস্টিক পরল। পারফিউম লাগাল। তারপর লাল রঙের স্টিলেটো গলিয়ে নিল পায়ে। আয়নার সামনে দু'-তিনবার প্র্যাকটিস করে নিল হাঁটাটা। তারপর হঠাৎ গালে হাত দিয়ে ধপাস করে বিছানায় বসে পড়ল। সে ভাবল, ইস! সারাজীবনে সে কোনওদিনও কোনও আঁকার কম্পিটিশন, গানের কম্পিটিশন, নাচের কম্পিটিশনে নাম দেয়নি। দেখতে ভীষণ সুন্দর ছিল বলে স্কুলে ডান্স বা ড্রামায় তাকে নেওয়া হত সবসময়। কিন্তু সেগুলো তো কম্পিটিশন নয়। এই প্রথম একটা কম্পিটিশনে নাম দিল সে। আর তাও বিউটি কনটেস্ট। এখানে তার প্রমাণ করার আছেটা কী? সে সকলের চেয়ে বেশি সুন্দরী কি না এটা প্রমাণ করাটা একটু বোকা বোকা ব্যাপার নয় কি? এই মুহূর্তে দেবীমূর্তির মতো নিশ্চল সৌন্দর্যের আবেদন নিয়ে বসে থাকা পারঙ্গমার মুখটা কিঞ্চিৎ করুণ হয়ে গেল। সে ভাবল, কলেজে গিয়ে সে নাম কাটিয়ে দেবে কিংবা বিউটি কনটেস্টের সময় লুকিয়ে পড়বে।

এই ভেবেই ঠাকুর প্রণাম করে, ঠামি আর মাকে বলে বাড়ি থেকে বেরোল সে। কলেজের মেয়েরা জানে না, তার নিজস্ব ড্রাইভার রামসহায় আসলে একরকম তার

BanglaBook.org

বডিগার্ডও বটে। প্রয়োজনে রামসহায় দু'-চারটে লোকের মোকাবিলা করতে পারে, রামসহায় এ বাড়িতেই থাকে। আর রোজ সকালে হনুমান মন্দিরের পাশের আখড়ায় গিয়ে ওজন তোলে। তাকে কলেজে নামিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে গোখেল রোডে, কলেজের ঠিক পিছনে।

সায়েন্স বিল্ডিং-এর একতলাটাই কলেজের অডিটোরিয়াম। বিশাল বড় হল, বড় স্টেজ। গেট দিয়ে ঢুকতে না ঢুকতে পারঙ্গমা বুঝতে পারল মেয়েরা যে যেখানে ছিল তাকে দেখছে। ফিসফাস-গুজগুজও টের পেল সে। অর্চিতা, সায়ন্তনীরা মেন বিল্ডিং-এর সিঁড়িতে বসে চেঁচামেচি করছিল। তাকে দেখে ছুটে এসে বলল, ''ওহ্ গড! পারঙ্গমা তোকে দেখে আমারই পাগল পাগল লাগছে। আই উইশ আই ওয়াজ় আ ম্যান!'' সায়ন্তনী বলল, ''শুধু ম্যান হলেই হবে? বল আই উইশ আই ওয়াজ় আ রিচ ম্যান! সাম বিজয় মালিয়া টালিয়া হলে হয়!''

মঞ্জুশ্রী নামের মেয়েটা বলল, ''তোর জন্মটাই সার্থক পারঙ্গমা। বড়লোকের মেয়ে, এত সুন্দরী, আবার পড়াশুনোতেও ভাল!''

সে মঞ্জুশ্রীকে বলল, ''মোটেও আমি পড়াশুনোয় তোর মতো ভাল নই।'' যখনই কেউ তার বেশি প্রশংসা করে, পারঙ্গমা উলটে তার প্রচণ্ড প্রশংসা করতে শুরু করে দেয়।

BanglaBook.org

এইসব কথার মধ্যেই ইন্দিরা তার কলেজের ব্যাগ ঘেঁটে চিকলেট বের করে নিজেও খেল, সবাইকেও দিল।

অর্চিতা বলল, ‘‘চল, চল, ভিতরে যাই। প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছে।’’

একদম প্রথমদিকের আসনে ফ্যাকাল্টিরা বসে আছেন। তৃতীয় রো-তে পারঙ্গমাদের জন্য জায়গা রেখেছিল অভীপ্সা। উদ্বোধনী সংগীতের পর শুরু হল ঋতুরঙ্গ। তারপর থার্ড ইয়ারের মেয়েরা যে কলেজ ব্যান্ড তৈরি করেছে তার অনুষ্ঠান। এর পর নাটক, সবশেষে বিউটি কনটেস্টটাকে রাখা হয়েছে। একসময় মধুপর্ণা স্টেজে এসে ঘোষণা করল, ‘‘যারা বিউটি কনটেস্টে নাম দিয়েছ, তারা স্টেজের পিছনে চলে এসো একে একে, আর নিজেদের নম্বর-কার্ড কলেক্ট করে নাও।’’

জাজেস্ প্যানেলের নামও ঘোষণা করা হল, পাঁচজন জুরির মধ্যে রয়েছেন প্রিন্সিপাল ম্যাম, বাংলার সর্বাণী ম্যাম, ফ্যাশন ডিজাইনিং-এর হেড ডিপ অনন্যা ম্যাম আর থার্ড ইয়ারের উর্বশী মিত্র। উর্বশী মিত্র নিজের ইয়ারের বিউটি কুইন। এ ছাড়াও এই কলেজের এক্স-স্টুডেন্ট, এখন একটা বিজ্ঞাপন সংস্থার প্রধান। সুগন্ধা চৌধুরীও বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছে জুরি হিসেবে।

অর্চিতা বলল, ‘‘যা পারঙ্গমা, বেস্ট অফ লাক!’’

পারঙ্গমা এত মন দিয়ে প্রোগ্রাম দেখছিল যে ভুলেই

BanglaBook.org

গিয়েছিল বিউটি কনটেস্টের আগেই তার কেটে পড়ার প্ল্যান। সে বলল, ‘‘চেপে যা, আমি স্টেজে উঠছি না।’’

বন্ধুরা সবাই হইহই করে উঠল, ‘‘না, না, কেন যাবি না! তোর ভয় পাওয়ার কী আছে? তুই তো ভীষণ স্মার্ট।’’

সায়ন্তনী বলল, ‘‘ন্যাকামি করিস না, যা তো।’’

অর্চিতা বলল, ‘‘কলেজ লাইফটা একটু এনজয় করে নে পারঙ্গমা। গো অ্যান্ড হ্যাভ সাম ফান। পরে কিন্তু মিস করবি।’’

বন্ধুদের ঠেলাঠেলিতে বাধ্য হয়ে উঠে পড়ল পারঙ্গমা। পঞ্চাশ-ষাটটা মেয়ের সঙ্গে স্টেজে দাঁড়িয়ে নম্বর কার্ড নিল। থার্ড ইয়ারের সৃষ্টি সবাইকে বুঝিয়ে দিল কী করতে হবে। বেশি কিছু নয়, মিউজ়িক চালু হলেই স্টেজে উঠে হাঁটতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে জাজদের সামনে এক এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে নিজেকে ফ্লন্ট করতে হবে। এই ফার্স্ট রাউন্ডেই বাকিরা বাদ পড়ে গিয়ে থাকবে দশটামাত্র মেয়ে। সেকেন্ড রাউন্ডে তাদের কিছু পারফর্ম করে দেখাতে হবে। ব্যস, সেখান থেকেই ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ডকে বেছে নেওয়া হবে। পারফর্ম করার সময় মাত্র দু’মিনিট। চারটের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে অডিটোরিয়াম। ছ’টা থেকে হল ভাড়া নিয়েছে বাইরের কোনও একটা নাটকের দল।

মেয়ের দল এমনিই সমানে ঠেলাঠেলি করছে, হাসছে। মিউজ়িক শুরু হতেই সবাই সেই ঠেলাঠেলি করে ঢুকে

BanglaBook.org

পড়ল স্টেজে। পারঙ্গমার যেতে দেরি হয়েছিল বলে সে সবার শেষে ছিল লাইনে। ফলে সে একটু সুন্দর করে হাঁটার সুযোগ পেল। বেটার ফ্রন্ট করল নিজেকে। সে যখন জাজদের সামনে দাঁড়াল, দেখল সবাই হাততালি দিয়ে উঠেছে। ফ্যাকাল্টিরাও হাততালি দিল সকলে। পাঁচমিনিটের মধ্যে নাম ঘোষণা করা হল দশ জনের, তার নাম সবার প্রথমে ঘোষিত হল। ব্যাকস্টেজে দাঁড়িয়ে সে শুনতে পেল হাততালি। এবার বুকটা দুরুদুরু করে উঠল। কী করে দেখাবে জাজদের সামনে? সাতশো-আটশো স্টুডেন্টদের সামনে কী পারফর্ম করবে? মনে মনে পারঙ্গমা ঈশ্বরের নাম জপ করতে লাগল। নার্ভাস হয়ে একটু ঘেমেও গেল সে। তাকিয়ে দেখল জুলিকা নামের মেয়েটা আপনমনে নাচ প্র্যাকটিস করছে। তারপর তার নাম ডাকা হতেই স্টেজে উঠে যতদূর সম্ভব চোখটা দূরের দিকে ভাসিয়ে দিয়ে, কাউকেই ঠিকমতো লক্ষ্য না করে সে বলল, ‘‘নমস্কার, আমি পারঙ্গমা দত্ত, ইকনমিক্স অনার্স, আমি আজ আপনাদের রবীন্দ্রনাথের ‘চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে’ গেয়ে শোনাচ্ছি।’’ বলে সে গান ধরল, গানটা ভালই গাইল পারঙ্গমা। অচিন্তারাই বেশি বেশি হাততালি দিল তাকে। এরপর একে একে আরও আটজন নাচল, গাইল, একক অভিনয় করল, এমনকী একটা মেয়ে সিনেমার বিখ্যাত অভিনেত্রীদের ক্যারিকেচার করেও

BanglaBook.org

দেখাল। হেসে কুটোপাটি হল সবাই তার জোকগুলো শুনে। ততক্ষণে পারঙ্গমা স্টেজ থেকে নেমে বন্ধুদের পাশে এসে বসেছে। শেষ কনটেস্ট্যান্ট-এর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। সে স্টেজে এসে দাঁড়াল খুব ধীর পায়ে, মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি আঁধি চট্টোপাধ্যায়, হিস্ট্রি অনার্স। আমি একজন কবি। আজ আমি আমার লেখা কবিতা পাঠ করে শোনাতে চাই।"

অর্চিতা পাশ থেকে বলল, "আমি জীবনে স্বচক্ষে কোনওদিন কোনও কবিকে দেখিনি, আজ আমার জীবন সার্থক হয়ে গেল বন্ধুগণ!" সবাই হাসিতে লুটিয়ে পড়ল। সায়ন্তনী বলল, "কেন? স্কুল ম্যাগাজিনে আমিও কবিতা লিখতাম।"

অর্চিতা বলল, "তুই কি নিজেকে কোনওদিন ভুলেও 'কবি' বলে ভেবেছিস?"

"না!"

"তা হলে?"

"গার্লস, কবিতা শোনো!" বলে উঠল পিছন থেকে কেউ।

পারঙ্গমা ভাবল আঁধি আবার কেমন নাম? মেয়েটা পাঁচ ফুট, ছ'ইঞ্চি লম্বা হবে, ফিগারটাও দারুণ, একটা হ্যান্ডলুমের শাড়ির সঙ্গে সাদা ব্লাউজ় পরে এসেছে। কিছুই সাজেনি, চুলটা ছোট ছোট করে কাটা, ডানহাতে রাবার

BanglaBook.org

ব্যান্ডের মতো পরা অনেকগুলো চুড়ি। কিন্তু কী স্মার্ট! এত দূর থেকেও চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করছে। মেয়েটাকে রূপসি বলা যায় কি না কে জানে। কিন্তু কী একটা যেন আছে। কী আছে? অসম্ভব মেধাবী একটা ছাপ আছে মেয়েটার মধ্যে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ। আর অদ্ভুত কেয়ারলেস ভাব। সেটা পারঙ্গমার মধ্যে নেই।

মেয়েটার হাতে একটা স্প্রিং দিয়ে বাঁধানো সবুজ খাতা। খাতাটা খুলে ফেলল মেয়েটা। আর গলার স্বরটা অদ্ভুত বদলে ফেলে বলল, ''কবিতার নাম, 'নির্জন দুপুরের উপাখ্যান'!''

আর এই কণ্ঠস্বরটা শুনে সমস্ত হলটা নিশ্চুপ হয়ে গেল যেন, মেয়েটা সবাইকে অপেক্ষা করাল কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর শুরু করল,

''নির্জন দুপুরের উপাখ্যান

সরে সরে যায়, বেলা যায়
সাঁঝ দুপুর, রোদ আড়াল চায়
আলতো না, আলগাও না
চেপে ধরো, যেন মরণ
আরও মরণ

BanglaBook.org

লিপস্টিকে ভেজা ব্লাউজ়
পোকাকাটা মন-ভেলপ
ডুবে যায় রক্তে নখ
চোরাবালি পথ পেলব

ঝাঁকে ঝাঁক, ইশারা প্রজাপতি
আর মথে, টলছে জল
কী গল্প জমছে তার সাথে
যেন এক স্কুপ স্ট্রবেরি ড্রিম

কাঁপছে নীল কপাট
উলকিতে গোখরো সাপ
বিদ্যুৎ আলিঙ্গন
নগর হরিণের ঘ্রাণ

করতলে ধরো মুখ
মাঝনদী, দুরন্ত সুখ
পাশ ফেরে মরূদ্যান
চেপে ধরো, আরও মরণ,
যেন মরণ!

BanglaBook.org

ঠিক কী কথাবার্তা হল ম্যামদের মধ্যে কে জানে, মধুপর্ণা

ঘোষণা করল, ‘‘আঁধিকে আর-একটা স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনানোর অনুরোধ করা হচ্ছে!’’

অর্চিতা থাকে যাদবপুরে, প্রায়দিনই ফেরার পথে পারঙ্গমার গাড়িতে উঠে পড়ে, লেকরোডে নেমে বাস ধরে নেয় যাদবপুরের। আজ ফেরার সময় অর্চিতা বলল, ‘‘তুই এত মনখারাপ করছিস কেন? এটা হল সর্বাণী ম্যামের জন্য। প্রিন্সিপাল ম্যামের তো কোনও সে-ই নেই দেখলি না? সর্বাণী ম্যামই কেমন আদিখ্যেতা করতে লাগলেন আঁধিকে নিয়ে। ও নাকি একটা অসাধারণ মেয়ে। পাগলি একটা! আরে বাবা, বিউটি কনটেস্টে কবিতা বা গান দিয়ে কী হবে? বিউটিফুল কি না সেটাই বড় কথা!’’

সে চুপ করে শুনছিল অর্চিতার কথা। অর্চিতা আবার বলল, ‘‘আসল ব্যাপারটা কী বল তো, আমাদের কলেজে তো বাংলা সাবজেক্টটা একটু কোণঠাসা হয়ে গিয়েছে। নেহাত যাদের কোথাও কিছু জোটে না, তারাই পড়তে আসে বাংলা অনার্স। সর্বাণী ম্যামের এখানে একটু জ্বালা আছে। আঁধিকে তো দেখে মনেই হয় না বাঙালি। কলেজে হট প্যান্টস পরে এসেছিল একদিন, মনে আছে? সিগারেট খায়, সেই মেয়ে বাংলায় কবিতা লেখে এতেই সবাই, আই মিন সর্বাণী ম্যাম পুলকিত। বুঝতে পারলি? বাংলা অনার্সকে একটু আপ করতে ওকে ফার্স্ট করা হল!’’

পারঙ্গমার ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। সে বলল, ‘‘অর্চিতা,

BanglaBook.org

তুই যা-ই বলিস, কলেজের সব মেয়েদের মধ্যে আঁধি স্ট্যান্ডস অ্যাপার্ট, ওর মধ্যে একটা ন্যাচারাল বিউটি আছে। ওকে ফার্স্ট করে ঠিকই করা হয়েছে।" অর্চিতা বলল, "তা হলে তুই চুপ মেরে গিয়েছিস কেন? তোর মনে কোনও দুঃখ হয়নি? তুই এত উদার?"

সে হাসল, "আমার জাস্ট নিজেকে একটু বোকা বোকা লেগেছে। আমার নিজেকে আঁধির পাশে মনে হল 'ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সদ্দার'। আর তা ছাড়া আঁধির মুখটা দেখেছিস ভাল করে? ওর চোখ দুটো? ও যেন অন্য জগতের। এখানে ভেসে বেড়াচ্ছে।"

অর্চিতা নেমে গেল হুড়োহুড়ি করে। একটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা ই-ওয়ান আসছে। পারঙ্গমার হঠাৎ মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। অর্চিতা কেমন লাফ মেরে নামল গাড়ি থেকে, শাড়ি সামলাতে সামলাতে হাত উঁচু করে ছুটল সবুজ বাসটার দিকে। পারঙ্গমার জীবনটা এত আগে থেকে প্ল্যান করে চলে যে এরকম বেসামাল ছোটাছুটির কোনও সুযোগই তার ঘটে না কখনও। যদি সে-ও ওই বাসটায় উঠে পড়ে অনেক দূর চলে যেতে পারত জানালার ধারে বসে। কী দারুণ হত?

অদ্ভুত, আজই তার এ কথাটা মনে হল প্রথম। রাজা বসন্ত রায় রোডে নিজের বাড়ির গেটের সামনে নামতে নামতে পারঙ্গমার মনে পড়ে গেল আঁধি শাড়ির নীচে

BanglaBook.org

পেটিকোট পরেনি। লেগিংস্ পরে এসেছিল। আর শাড়িটা পরতেও পারেনি ভাল করে। আঁচলটা কাঁধে চাপতে চাপতে সবটাই জমে গিয়েছিল প্রায় গলার কাছে। বাঁ-স্তন, পেট সব বেরিয়ে গিয়েছিল। কবিতা তো ও পড়ল পরে। ফার্স্ট রাউন্ডে বাহান্ন জনের মধ্যে তাও কী করে ও ইমপ্রেস করল জাজদের। সে ভাবল প্রিন্সিপাল ম্যাম সাউথ কটন টাইপ বা গাদোয়াল জাতীয় শাড়ি, চোখে পুরু কাজল, চুলে বিনুনি, গলায় মঙ্গলসূত্র, সবসময় পরিপাটি। সর্বাণী ম্যাম, দারুণ দারুণ তাঁত, চুলে খোঁপা, স্লিভলেস ব্লাউজ, চোখের সানগ্লাস চুলে গোঁজা, ভীষণ ফিটফাট। ফ্যাশন ডিজাইনিং-এর অনন্যা ম্যাম, ওরে বাবা! চুলে কার্ল, চুলে রং, দারুণ দারুণ প্রিন্টেড শিফন, ঠোঁটে লিপস্টিক, নখে লাল, সবুজ এমনকী কালো নেলপলিশ। উর্বশী, উর্বশীদির কোনও পেটেন্ট সাজগোজ নেই। কিন্তু ওই এক্স-স্টুডেন্ট যে এসেছিল সে-ও তো খুব সেজে এসেছিল। অথচ যাকে ওদের এত পছন্দ হল, সে কিছুই সাজেনি। সাজতে জানেও না। কিংবা এমনই একটা সাজ ও সাজে যেটা ওর পার্সোনালিটিকে প্রপারলি রিফ্লেক্ট করে।

রামসহায় ঘরঘর শব্দে গেট সরাল। পারঙ্গমা ঢুকতে যাচ্ছে, পাশের বাড়ির ব্যালকনি থেকে ঋজুলা বউদি বলল, ‘‘অ্যাই পারঙ্গমা, কোথায় গিয়েছিলিস?’’

‘‘কলেজে।’’

BanglaBook.org

"অনুষ্ঠান ছিল?"

"হ্যাঁ বউদি।"

"কী দারুণ দেখাচ্ছে তোকে পারো।"

আজ এই প্রশংসাটা শুনে নেহাতই বিরক্ত বোধ করল সে, কথা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, "ফুলটুসি কোথায়?"

"তোদের বাড়িতে বলাকা নিয়ে গিয়েছে!"

বলাকাদি ভীষণ বাচ্চা ভালবাসে। তা ছাড়া পাড়ার বাচ্চাদের সঙ্গে বলাকাদিকে একটু সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেই হয়। তার কারণ মায়ের মঙ্গলচণ্ডী, অনুকূল ঠাকুর আর বিপত্তারিণী, এসবে প্রায়ই এগারোজন বালক-বালিকার ভোজন টোজনের ব্যাপার আছে। এ পাড়ায় পারঙ্গমাদের পরিবার যেমন বহু পুরনো বাসিন্দা, সেরকম পুরনো বাসিন্দা এখন কমেই আসছে। অনেক অট্টালিকাসম বাড়ি ভাঙা পড়ে সেখানে আধুনিক ফ্ল্যাট উঠছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সে সব ফ্ল্যাট কিনছে মাড়োয়ারিরা। মুখার্জিবাড়িতে ঋজুলা বউদি বিয়ে হয়ে এসেছে বছর দশেক হবে। আর ফুলটুসি তো পারঙ্গমাদের চোখের সামনে জন্মাল। ফুলটুসি একরকম পারঙ্গমাদের বাড়িতেই মানুষ। মুখার্জিদের এখন জয়েন্ট ফ্যামিলি। বিরাট পাটকিলে রঙের বাড়িটায় কম করে জনা তিরিশেক লোক থাকে। চাকর বাকর অনেক থাকলেও বাড়ির বড়দের প্রচুর কাজ করতে হয়। এইসব

BanglaBook.org

কারণে ঋজুলা বউদি ভীষণ ব্যস্ত থাকে সবসময়। তার উপর পিকলুদা মানে ফুলটুসির বাবা এখন বিদেশে। ফলে ফুলটুসি পারঙ্গমাদের বাড়িতে যতক্ষণ থাকে ঋজুলা বউদির উপকার।

দোতলায় উঠে পারঙ্গমা দেখল ড্রয়িং রুমের কার্পেটের উপর রাজ্যের খেলনা ছড়িয়ে ফুলটুসি খেলছে আর টিভি দেখছে। ঠামি বসে আছে সোফায়। সামনের টিপয়ের উপর চায়ের সরঞ্জাম রাখা। ঠামি বিকেলের দিকে টিভি দেখতে দেখতে চা খেতে ভালবাসে।

পারঙ্গমারা হল গন্ধবণিক। সোনার বেনেদের মধ্যে বিধবা মানুষের খুব একটা নিয়মকানুন থাকে না। যা নিয়মকানুন সব বাড়ির বউদের মানতে হয়। এই যেমন এখনও খুব ভোরে উঠে মাকে সদর দরজায় গঙ্গাজলের ছড়া দিতে হয়। তারপর অত বড় ঠাকুরঘর মোছা, ঠাকুরের বাসন মাজা থেকে শুরু করে অত জন ঠাকুরকে স্নান করানো, সাজানো, মালা পরানো সব করতে হয় মাকে। চারতলায় ঠাকুরঘরের পাশেই ঠাকুর দেবতাদের পাকশাল। মাকেই সেখানে ঠাকুরের ভোগ তৈরি রান্না করতে হয়। হয় ঘি-ভাত, পাঁচটা ভাজা, নয় পোলাও, বিকেলে আবার ঠাকুর দেবতাদের জন্য চা, বিস্কুট, সন্দেশ, রাতে নারায়ণ শোয়ানো, গোপাল শোয়ানো। এখন যেমন গরম পড়েছে দুপুরের দিকে, দেবদেবী সবার জন্য ফ্রিজের ঠান্ডা ডাবের

BanglaBook.org

জলের ব্যবস্থা আছে। এইসব মাকে সারাদিন ধরে করে যেতে হয়। ঠেকায় পড়লে ঠাকুরের নিত্যকর্ম করতে ডাক পড়ে গোবিন্দ পুরুতের। কিন্তু আসলে এগুলো সব বাড়ির বউয়েরই কাজ।

এই যে এখন ফুলটুসি পারঙ্গমার যাবতীয় ছোটবেলার খেলনা বাটি, পুতুল সব নিয়ে ছড়িয়ে বসেছে, একটা বার্বি ডলকে শাড়ি পরাচ্ছে। মাঝে মাঝে পারঙ্গমার মনে হয় মা কেমন বাধ্য হয়ে এই পুতুল খেলাটাই চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ পুতুল খেলার তো একটা বয়স আছে, তাই না? এখন তো মায়ের আরও অনেক কিছু দেখার-শোনার ছিল। এখন পারঙ্গমা বড় হয়ে গিয়েছে। পারঙ্গমাকে সারাক্ষণই স্নান করানো, খাওয়ানো, স্কুলে পাঠানো, পড়তে বসানো, এসব তো করতে হয় না আর মাকে। এখন আর পারঙ্গমার অত ঘনঘন জ্বর হয় না। পারঙ্গমার পরীক্ষার চিন্তায় মাকে রাত জাগতে হয় না। এখন তো মা অনেক ফ্রি। কিন্তু ঠাকুর দেবতার সেবা করতে হবে বলে মা একটু ঘুরে বেড়াতে পারে না। একটু নিজের মতো থাকতে পারে না। এমনকী বাড়িতে যখন আত্মীয় সমাগম হয়, সবাই একত্রে বসে হা হা করে হাসে, গল্প করে, তখনও মাকে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে যেতে হয় আনন্দের হাট ছেড়ে।

পারঙ্গমা আজ ধপাস করে বসে পড়ল সোফায়। ঠামি বলল, "এ আবার কীরকম বসা হল?"

BanglaBook.org

তারপর ঠামি বলল, "কেমন হল অনুষ্ঠান কলেজে? তুই কোন গানটা গাইলি পারোদিদি?"

সে বলল, "দাঁড়াও ঠামি, ফুলটুসির সঙ্গে একটু গল্প করে নিই!"

ফুলটুসি বলল, "কী ভাই! তুমি কলেজে এত সেজে গিয়েছিলে কেন?"

"অ্যাই শোন," বলল পারঙ্গমা, "রাতদিন এত পুতুল খেলে কী করবি রে? তোর আর কোনও খেলা নেই? এই খেলনা বাটি খেলছিস শুধু? তোকে তো কখনও স্টোরি বুক্‌স পড়তে দেখি না? আমার তো এত গল্পের বই রয়েছে, সেগুলো পড়লে তো পারিস। খালি বার্বিকে সাজিয়ে যাচ্ছে!"

ফুলটুসি বলল, "তুমিও তো কত বড় হয়ে পুতুল খেলতে, ঠামি বলে!"

সত্যি কথাই। পারঙ্গমা তো ক্লাস টেন-এর পরীক্ষার পরও পুতুল কিনেছে। তবু সে ফুলটুসিকে বলল, "আমি যা করেছি, তোকেও তাই করতে হবে। তুমি খুব নেকুপুষুমণি হয়েছ, তুই নাকি একদিন আমার শাড়ি পরে, আমার লিপস্টিক লাগিয়ে সেজেগুজে ঠামিকে বলেছিস ছবি তুলে দিতে?"

ফুলটুসি বলল, "কেন? এগুলো কি বাজে কাজ?"

"একদম বাজে কাজ। ছোটবেলায় এসব দিকে মন

BanglaBook.org

কেন? ছবি আঁকার ক্লাসে যেতে চাস না কেন? এত ভাল ছবি আঁকিস! খালি পাকা পাকা কথা আর বড়দের নকল করা। বিবেকানন্দ পার্কে কত বাচ্চারা খেলা করে। তুই খেলতে যেতে পারিস না? সুইমিং করতে যেতে পারিস না?''

''কে নিয়ে যাবে? মায়ের সময় আছে?''

ঠামি বলল, ''তুই হঠাৎ ওকে এত বকাঝকা করছিস কেন? ওর মতো ভাল বাচ্চা হয় না। চুপচাপ বসে বসে পুতুল খেলছে। দোষ কী করেছে?''

''চুপচাপ, শান্তশিষ্ট, কোনও দুষ্টুমি করে না, এই জন্যই তো বকছি ওকে। অ্যাই, তুই একদম আমার সাজের জিনিস ধরবি না বুঝলি?''

ফুলটুসির মুখটা কাঁদোকাঁদো হয়ে গেল, ''দিভাই তুমি এত রেগে গিয়েছ?''

''হ্যাঁ, তো?''

''আচ্ছা আমি আর ধরব না।''

পারঙ্গমা উঠে পড়ল সোফা থেকে। বলল, ''কেন? বলতে পারলি না, বেশ করব, ধরব, একশোবার ধরব।''

ঠামি অবাক হয়ে বলল, ''ও মা? এ আবার কী শিক্ষা?''

''যাতে ও আমার মতো ঢ্যাঁড়শ না তৈরি হয় তাই ওকে এবার থেকে একটু ট্রেনিং দেব ঠিক করেছি।''

BanglaBook.org

"তুমি ট্যাঁড়শ?" বলল ফুলটুসি।

"হ্যাঁ, তুই ট্যাঁড়শ।" বলল ঠামি।

"আর না তো কী? কোন গুণটা আছে আমার, বলো তো।"

"গুণ আবার কী?" ঠামি থতমত খেয়ে গেল।

"হ্যাঁ! গুণ বোঝো না?"

"তোর মতো ভাল মেয়ে ক'টা আছে?" বলল ঠামি।

"কী জন্য ভাল?"

ফুলটুসি বলল, "ইউ লুক লাইক আ গডেস!"

"অ্যাই তুই চুপ কর।"

ঠামি বলল, "কী হয়েছে দিদিভাই? মেজাজটা খারাপ হয়েছে কেন? যা ভাই উপরে যা, গিয়ে মুখ-হাত-পা ধো, শাড়ি টাড়ি ছাড়! তারপর নেমে আয়। একসঙ্গে চা খাই।"

সে বলল, "আমি চা খাব না, কফি খাব ঠামি।"

"কফি? আচ্ছা তাই খাস।"

দেখতে দেখতে রাত নেমে গেল, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল সন্ধে থেকে। দশটার মধ্যে বাবা, পিসি দু'জনেই ফিরে এল আলাদা আলাদা করে। পারঙ্গমা নিজের ঘরে পড়ার টেবলে রিডিং ল্যাম্প জ্বেলে বসেই ছিল শুধু। কিছুই পড়ছিল না। তিনতলায় চারটে বেডরুমের মাঝখানে একটা বেশ বড় ওপেন স্পেস আছে। সেখানটা লবি, সোফা-টোফা দিয়ে সাজানো। সে শুনতে পাচ্ছিল ফিরে এসে

BanglaBook.org

বাবা আর ছোট পিসি ওখানে বসেই কিঞ্চিৎ আরাম করতে করতে দিনভর কাজকর্মের গল্প করছে। একসময় বলাকাদি খেতে ডাকল তাকে। তার একটুও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। সে বলতেই পারত 'যাব না।' কিন্তু তাতে মুশকিল হত এই যে, তাকে নিয়ে ব্যস্ত হত সবাই। কী হয়েছে? কেন খাবে না? জ্বর এল নাকি? মন খারাপ? এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে কাহিল হয়ে পড়ত সে। কিন্তু আজ তার একা থাকার ইচ্ছে। কারও সঙ্গেই কথা বলার বাসনা নেই। ফলে খেতে ডাকতেই সে নিরুচ্চারে গিয়ে খাবার টেবলে বসল। ঠামি ওষুধ খায় বলে সাড়ে আটটার মধ্যেই ডিনার সেরে ফেলে। কিন্তু সবাই খেতে বসলে ঠামিও এসে বসে। বড়জোর একটু মিষ্টি খায় কিংবা একটু আম খায়। বঙ্কুদা, বলাকাদিই পরিবেশন করে। আর মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তদারকি করে কার কী চাই। তারপর মা-ও বসে যায় খেতে। কিন্তু তখন হয়তো বাবা উঠে গিয়েছে, পিসি বা তারও খাওয়া শেষ। আজ মায়ের এই অকারণ দাঁড়িয়ে থাকাটা অসহ্য লাগল পারঙ্গমার। কিন্তু সে কিছুই বলল না। খেতে খেতে বাবা বলল, ''অপু, কাল সন্ধেবেলা তুমি মা আর পারোকে নিয়ে ক্লাবে চলে যেয়ো। অবিনাশ বলল, অনেকদিন একসঙ্গে বসে গল্পগুজব হয়নি! ক্লাবে দেখা হল অবিনাশের সঙ্গে আজ। তো আমি বললাম, বাড়িতে এসো। অবিনাশ বলল, 'না, তোমরা সবাই ক্লাবে চলে

BanglaBook.org

এসো, একসঙ্গে ডিনার খাওয়া যাবে।' আসলে পয়লা বৈশাখের পর তো পারোকে ওরা আর দেখেনি।''

পিসি বলল, ''পারো, তোর সঙ্গে নীলের কথা হয় না ফোনে?''

সে বলল, ''হয়।''

বাবা বলল, ''তুই নিজে থেকে ফোন করিস না তো? যতই হোক, সেটা আমার পছন্দ নয়।''

পারঙ্গমা বলল, ''সারাদিনে অন্তত একবার করে ফোন করতে হয় আমাকে, এটা নীলের ইচ্ছে।''

ঠামি বলল, ''তলে তলে এত?''

পিসি হেসে উঠল। মা বলল, ''কাল যদি বিয়ের কথা ওঠে, খুব ভাল হয়। এবার বিয়েটা দিয়ে দিলেই হয় পারঙ্গমার।''

ঠামি বলল, ''হ্যাঁ, বড়দি, বড় জামাইবাবুও সেদিন বলছিল, তোর একটা মোটে নাতনি। তোদের বাড়িতে কত বছর বিয়ে টিয়ের মতো বড় অনুষ্ঠান হয়নি। আমরা বেঁচে থাকতে থাকতে পারোর বিয়েটা দিয়ে দে। খুব আনন্দ করব, খুব হইচই করব, সাতদিন থাকব গিয়ে তোর বাড়িতে।''

বাবা বলল, ''অবিনাশ তো সেইরকমই হিন্ট দিল একটা। আমি যখন বললাম, বাড়িতে এসো, তখন বলল, 'না, না বাড়িতে তোমরা আমাদের আতিথ্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ো। ক্লাবে সবাই রিল্যাক্স করে কথাবার্তা বলতে

BanglaBook.org

পারব। কথাবার্তা তো রয়েছে অনেক, তাই না!' এবার তো আমাদের একটু প্রসিড করতে হয় বিয়েটা নিয়ে।''

পিসি বলল, ''নীল তোকে কি কিছু বলেছে বিয়ে নিয়ে?''

সে বলল, ''না।''

''কবে বিয়ে করতে চাইছে বা সেরকম কিছু?''

''নীল আসছে সামনের মাসে। এক মাস থাকবে।''

মা বলল, ''ও মা! সে কথাটা তুই বলবি তো আমাদের। নীল আসছে, এক মাস থাকবে, এদিকে অবিনাশবাবুও বিয়ের কথা বলতে চাইছেন। দুম করে যদি পরের মাসেই বিয়েটা দিয়ে দিতে চান? এত বড় একটা ব্যাপার, আমাদের তো সময় লাগবে।''

''রাতারাতি দশটা মেয়ের বিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখি আমি।''

পিসি বলল, ''দাদা, তুই বুঝিস না! বউদি ঠিকই বলেছে। আরে পারঙ্গমার বিয়ে। একটা গেস্ট-লিস্ট তৈরি করতেই তোর দশদিন লেগে যাবে। তারপরও দেখবি অমুক বাদ পড়ল আর তমুক বাদ পড়ল।''

পারঙ্গমার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এ বাড়িতে খেয়ে দুম করে উঠে যাওয়া যায় না। সবার খাওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হয়। অন্য সময় যখন বিয়ের কথা হয় তখন সে অতি মনোযোগ দিয়ে শোনে। কিন্তু আজ তার

BanglaBook.org

মনটা কেমন নেতিয়ে আছে। যেন কোনও সাড় নেই। তার বারবার মনে ভেসে আসছে আঁধির পাঠ করা দ্বিতীয় কবিতার লাইন।

'এইভাবে কাটানো একটা দিন! এইভাবে কাটাব একটা দিন/ সারাদিন কেটে যাবে পোশাকহীন/ রোহিণী ঝরনার পাশে...' তারপর যেন কী? কী যেন!

নিজের অজান্তে নিজেকে আহত করছে পারঙ্গমা। দাঁত বসিয়ে দিয়েছে জিভে। সে ভাবছে কোনওদিন, কোনওদিন তো এরকমভাবে একটা দিন কাটানোর কথা সে ভাবেনি। এটা কি শুধুই একটা কবিতা? এর পিছনে কি মেয়েটার, ওই আঁধির, সত্যিকারের কোনও ভাবনাও রাখা নেই? কবিতাটা তার লাইন প্রতি লাইন মনে নেই, কিন্তু যে দৃশ্যটা কবিতাটা তৈরি করে দিয়ে গেল, তার মনে গেঁথে গিয়েছে সেই দৃশ্য। একটা সবুজ উপত্যকা, একটা পাহাড়, মেঘলা আকাশ, পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা ঝরনা আর সেখানে পোশাক ত্যাগ করে আদিম নারী ও পুরুষের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেকে। আর তাদের মধ্যেই একজন কবি, সে-ও একজন নারী, কী স্বাধীন সে! ঝরনার ধারে দু'হাঁটুতে মুখ রেখে বসে আছে সেই মেয়ে আর সুরা পান করছে, আর ইচ্ছে হলেই...

'রমণের পর কেউ কেউ গুনছে তারা আকাশের...' কী সাহস এই আঁধি নামের মেয়েটার? ম্যামদের সামনে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইরকম সব লাইন অনায়াসে পড়ে গেল! আর পারঙ্গমা কোনওদিন কল্পনাতেও নিজের জীবনযাপনের বাইরে গিয়ে এরকম একটা দিন কাটানোর কথা ভেবে উঠতে পারল না! এমনকী নীল, যে নীল কিনা সর্বজনস্বীকৃতভাবে তার জীবনের এক এবং অদ্বিতীয় পুরুষটির ভূমিকা নিতে চলেছে, সেই নীলকে পাশে নিয়েও একটা আপাতভাবে আশ্চর্যজনক চিন্তা বা কল্পনার জগৎ তৈরি করতে পারেনি কখনও পারঙ্গমা।

যখনই সে দেখেছে, মানে কল্পনা করেছে যে নীল তাকে স্পর্শ করছে তখনই সে বাকি সব কিছু মিলিয়ে মিলিয়ে টেনে এনেছে কল্পনায়, যেমন স্থান-কাল-পাত্র কোনও কিছুই উলটোপালটা হয়নি। নীল তাকে স্পর্শ করলে কেমন লাগবে এ কথা ভাবতে গিয়ে সে কখনও ভাবেনি নীল তাকে বিয়ের আগেই ছুঁতে পারে। সে জানে তেমন সুযোগ কখনও ঘটবে না। আর ঘটবে না বলেই সে কল্পনাও করবে না?

আশ্চর্য, পারঙ্গমার কি কোনওদিনই কল্পনার কোনও মহল ছিল না?

হঠাৎ তার মনে হল, আচ্ছা! বিয়েটা তো হয়ে গেলেই বেশি ভাল হয় তার পক্ষে, সে নীলের সঙ্গে লন্ডনে চলে যেতে পারে। সেখানে ভীষণ স্বাধীন জীবন পেতে পারে সে। আর লন্ডনে না গেলেও সেনবাড়ি এই বাড়ির

BanglaBook.org

তুলনায় অনেক প্রোগ্রেসিভ, অনেক উদারচেতা, নীলের কাকার বউয়ের উপর বিশেষ কোনও নিয়মকানুনই আরোপ করা হয়নি। একদিন মায়ের সঙ্গে শপিং করতে গিয়েছিল পারঙ্গমা, নীলের বউদির সঙ্গে দেখা, জিন্‌স পরেছিল, সঙ্গে টাইট টপ। হাতে, কানে হিরের গয়না ঝলসাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু সিঁদুর টিদুরের চিহ্ন ছিল না। মা তো অবাক হয়েছিল অগ্নিমিত্রাকে ওরকম পোশাকে দেখে। মা বলল, ''ওরা হল নর্থের বনেদি পরিবার, ওদের বাড়ির বউরা এরকম পোশাক কখনও পরতে পারে না। ওটা নিশ্চয়ই অগ্নিমিত্রা নয়।''

পারঙ্গমা বলল, ''হ্যাঁ, বউদি, তোমাকে এত অবাক হতে হবে না!'' অগ্নিমিত্রা তখন হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। তাকে জড়িয়ে ধরে অগ্নিমিত্রা বলল, ''ইস পারঙ্গমা, আমি তো এখন বাপের বাড়িতে এসেছি। একদিন তোমাদের বাড়িতে যাব। আমার বাপের বাড়ি তো এখানেই মাসিমা, এলগিন রোডে।''

সে কিছুক্ষণ হারিয়ে গিয়েছিল ভাবনার জগতে। ঠামির কথায় চিন্তার যোগাযোগ ছিন্ন হল তার। ঠামি বলল, ''আজ দিদিভাইয়ের মুড একটু খারাপ, মুখটা কেমন হয়ে আছে দেখছিস না? কী রে! কলেজ থেকে ফিরে অবধি কথা নেই মুখে। কী হয়েছে কলেজে?''

বাবা দুম করে বলল, ''পথে ঘাটে কেউ বিরক্ত করছে না তো তোকে?''

BanglaBook.org

সে বলল, ‘‘পথে ঘাটে? না তো!’’

বাবা ঠামি, পিসি, মায়ের উদ্দেশে বলল, ‘‘আজ সকালে কথা উঠল বলেই রূপচাঁদকে ফোন করলাম। বললাম ওই চিরঞ্জীব ছেলেটার একটা খবর নিস তো, কী করে এখন? সন্ধেবেলা রূপচাঁদ বলল, ছেলেটা বিয়ে করেছে। তুলে এনে বিয়ে করেছে একটা মেয়েকে। তাও ভাল। শুনে একটু নিশ্চিন্ত হলাম আমি।’’

সবাই চুপ করে গেল হঠাৎ। তারপর মা বলল, ‘‘তুই উঠে পড়, তোকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে, শুয়ে পড় গিয়ে। রাত অনেক হল।’’

অদ্ভুতভাবে সারাটা রাত ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুম হল পারঙ্গমার। এরকম ঘুম তার কখনও শরীর খারাপ হলে কিংবা পরীক্ষার চিন্তায়, রেজ়াল্টের চিন্তায় হয়ে থাকে। সে ঠিক টের পেল না কেন একটা অস্বস্তি ঘিরে ধরে আছে তাকে এমন। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে সে আবিষ্কার করল কলেজে যেতে কেমন একটা ইচ্ছে করছে না তার। বারবার মনে হচ্ছে কেন? কেন সে বোকার মতো বন্ধুদের প্ররোচনায় বিউটি কনটেস্টে নাম দিল? সে যদি আরও গভীর মনের মেয়ে হত, তা হলে হয়তো বুঝতে পারত সে নিজেও চেয়েছিল বিউটি কনটেস্টে নাম দিতে, আর সে ধরেই নিয়েছিল ফার্স্ট হবে।

BanglaBook.org

এই অনিচ্ছের মধ্যে পারঙ্গমা কলেজের জন্য তৈরি হল। আজ সে বিশেষ সাজগোজ করল না। জিন্‌সের উপর একটা কুর্তি পরে চুলটা ক্লাচ দিয়ে আটকে পৌঁছে গেল কলেজে। সে ঠিক করল কলেজে এত সাজসজ্জা করে যাওয়ার তার আর কোনও প্রয়োজন নেই। তার বন্ধুদের চেয়ে তার জীবনটা বড্ড বেশি আলাদা। তার বন্ধুরা হয়তো কেউই এত ধনী পরিবারের সন্তান নয়। কিন্তু ওদের জীবনটা তার তুলনায় অনেক কালারফুল। অর্চিতা, বিদিশা, সায়ন্তনী বা অন্য সব মেয়েকেই সে দেখে সারাক্ষণ কী একটা করব, কী একটা করা যায়, এরকম উদ্দেশ্যে, উদ্দেশ্যহীনভাবেই চনমন করছে। বন্ধুরা অনেকেই ক্লাস কেটে এদিক-ওদিক বেড়াতে যায়, কলেজের বাইরের কফিশপে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মারে। একটা ফুচকা খাওয়া বা একটা বডি-ক্রিম কেনা কিংবা একটা সিনেমা দেখা নিয়েও ওরা সারাক্ষণ উচ্ছ্বসিত। ওদের প্রত্যেকের মোবাইলে ঘনঘন ফোন আসে বয়ফ্রেন্ডদের। কেউ কেউ কতক্ষণ ধরে কলেজের ট্যাঙ্কের উপর ঘাপটি মেরে বসে ফোনে বাক্যালাপ চালিয়ে যায়। এসএমএস করে ক্লাস চলাকালীন টেব্‌লের তলায় হাত ঢুকিয়ে ফেসবুকে ওদের কত বন্ধু। চ্যাট করতে, বন্ধু বানাতে, ছবি আপলোড করতে বাড়ির কোনও বিধিনিষেধ নেই। অনেকে তো বন্ধুদের দলের সঙ্গে বেড়িয়েও আসে অরণ্যে কিংবা সমুদ্রে। কেউ কেউ যখন

BanglaBook.org

খুশি বাড়ি থেকে বেরোতে বা ঢুকতে পারে। বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে লেট নাইট পার্টিতে যায়। ডিস্কোথেকে গিয়ে নাচে। ছোট জামা পরে, 'লিট্‌ল ব্ল্যাক ড্রেস'। ড্রিঙ্ক করে, রাতে বাইরে কাটাতে পারে। কেউ কেউ ছোটখাটো জব করে টাকাও রোজগার করে থাকে। সেই টাকা দিয়ে বন্ধুদের ট্রিট দেয় বা ড্রেস কেনে। তারা এই উনিশ বছর বয়সেই বেশ স্বাধীন। যদিও পারঙ্গমার সঙ্গে যাদের বেশি বন্ধুত্ব সেই অর্চিতা, বিদিশাদের তুলনামূলকভাবে এত হ্যাপেনিং লাইফ নয়। বেশ কিছু রেস্ট্রিকশন ওদের উপরও চাপিয়ে দেওয়া আছে। হয়তো সেই কারণেই সে ওদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে পারছে। তবুও অর্চিতারা তার চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীন এটা ঠিক। যেমন অর্চিতার মামাবাড়ি বউবাজারে। সেখানে অনেক মামাতো ভাই-বোন আছে। অর্চিতা মাঝে মাঝেই কলেজ থেকে উইক-এন্ড কাটাতে চলে যায় মামার বাড়িতে। খুব হুল্লোড় হয় নাকি অর্চিতার মামার বাড়ি গেলে। কিন্তু পারঙ্গমা কখনও মা, বাবা ব্যতীত কোথাও বাইরে রাত কাটানোর কথা ভাবতেও পারে না। দূর সম্পর্কের ভাই-বোনদের সঙ্গে দু'-তিনদিন থেকে আসার কথা তাকে কেউ কখনও বলেনি। পাড়াতেই তার কিছু বন্ধু আছে। একসঙ্গে বড় হয়েছে সে তাদের সঙ্গে। কিন্তু পাড়ায় কারও বাড়িতে যাওয়া পারঙ্গমার বারণ। আর সেও কখনও ভাবেনি আসলে এইভাবে বড় হওয়াটার

BanglaBook.org

মধ্যে সে ভিতরে ভিতরে খুব একা হয়ে পড়েছে। ভাবেনি কিছু মিস করেছে। সে জানে তাকে বড় হতে হচ্ছে কিছু হয়ে ওঠার জন্য নয়। বিরাট কোনও সংকল্প থেকে নয়। সে বড় হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মে। আর তার চূড়ান্ত রক্ষণাবেক্ষণের পিছনে উদ্দেশ্য একটাই, বিয়ে! এই বিয়েটা বাবা-মাই ঠিক করেছে তার জন্য। যেমন নীলের বিয়েটাও ঠিক করেছে নীলের পরিবার।

এমনিতে তার ক্লাবে যাওয়া বারণ ছিল। শুধু বছরের মাত্র কয়েকটা দিন ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হত তাকে। যেমন যখন ছোট ছিল সে, ক্লাবে যেত বেকারি কার্নিভালের দিন। পয়লা বৈশাখের সন্ধেবেলা, কিংবা কোনও গান-বাজনার অনুষ্ঠান শুনতে, এরকম একটা সান্ধ্য-অনুষ্ঠানে বাবা, মা, পিসি, ঠামির সঙ্গে সে ক্লাবে গিয়েছিল আর অবিনাশ আঙ্কলদের তরফ থেকে নীলের সঙ্গে তার বিবাহ প্রস্তাব এল। নীল তখন লন্ডনেই। তারপর নীল ছুটিতে এল। বাবা, মা নীলকে দেখল। মায়ের ভূমিকা এক্ষেত্রে আসলে তেমন কিছু নয়। বলা ভাল বাবা, পিসি, ঠামি নীলকে দেখল। কথাবার্তা এগোল। নীল ততদিনে এমবিএ শেষ করে ন্যাট ওয়েস্টে ফাইন্যান্স এগজিকিউটিভ হিসেবে জয়েন করেছে। নীলের ভবিষ্যৎ পাকা হয়ে যেতে আর কোনও দ্বিধা রইল না। এসবই গত দু'বছরের কথা। নীল তার চেয়ে বয়সে প্রায় আট বছরের বড়। কিন্তু নীলকে

BanglaBook.org

অপছন্দের কিছু ছিল না। এর মধ্যে তিনবার নীল ঘুরে গিয়েছে দেশে। তিনবার বা চারবার, পারঙ্গমা ঠিক মনে করতে পারছে না। তিন-চারবারে দু'পরিবারের সক্কলের মাঝখানে নীলের সঙ্গে আট-ন'বার দেখা হয়েছে তার। প্রত্যেকবার দেখা হওয়ার আগে বাবা বলেছে, 'অকারণে বেশি কথা বলবে না। হাসবে না!' নীলের সঙ্গে আলাদা করে কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। আর নীল যে তাকে ফোন করে, এ ব্যাপারটাও মাত্র মাস তিনেকের পুরনো। আইএসসির রেজ়াল্ট বেরোনোর পর নীল বাবাকে ফোন করে তার নম্বর নিয়েছিল কনগ্র্যাচুলেট করবে বলে। তারপর নীলের ফোন আসাটা মোটামুটি অ্যাকসেপ্টেড হয় এ বাড়িতে। বাবা অবশ্য বলেছিল 'ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া আমি পছন্দ করি না। নীল যে ফোন করে পারোকে সেটা আমি অবিনাশকে কথায় কথায় জানিয়ে দিয়েছি।'

যাকে বলে রোম্যান্টিক লিঙ্ক, সেটা পারঙ্গমা আর নীলের মধ্যে নেই বললেই চলে। হতে পারে তারা দু'জনে কেউই রোম্যান্টিক টাইপ নয়। কিংবা দু'জনেই বাড়ির চাপে চেষ্টা করে নিজেদের আবেগকে চাপা দিয়ে রাখত। আসলে তো বিয়েটা দুই বাড়ির মধ্যেই ঘটছে!

নিজেরও অগোচরে এসব ভাবতে ভাবতে পারঙ্গমা পৌঁছে গেল কলেজে। সে চাইছিল আজ যেন গতকালের অনুষ্ঠান নিয়ে কোনও কথা না ওঠে। গতকালের কথা

BanglaBook.org

ভাবলেও বিরক্তি উঠে আসছে পারঙ্গমার।

মেন বিল্ডিং-এর সিঁড়িতেই সে দেখা পেয়ে গেল বন্ধুদের। অর্চিতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করার আগেই কোথা থেকে ছুটে এসে বসুন্ধরা বলল, ''অ্যাই পারঙ্গমা, তুই যে কাল সেকেন্ড হবি, আমরা কেউ ভাবতেই পারিনি!''

বিদিশা বলল, ''তা তোদেরও তো নিজের ক্যান্ডিডেট ছিল রূপালি। রূপালি নাকি মডেলিং করে? আমি তো বাবা কোনওদিন কোথাও রূপালির ছবি টবি দেখিনি। ও কীসের মডেল রে?''

''ও তো র‍্যাম্পে হাঁটে!'' বলল বসুন্ধরা। ''আজ পারঙ্গমার মেজাজ খুব খারাপ মনে হচ্ছে? কেমন যেন দেখাচ্ছে?''

পারঙ্গমা বলল, ''কই না তো? মেজাজ ঠিকই আছে। অ্যাই বসুন্ধরা, আঁধি এসেছে? ওর কাছে কবিতা শোনার খুব ইচ্ছে আমার। কী দারুণ ওর কবিতা! তাই না?''

বিদিশা বলল, ''আধুনিক কবিতা। শরীর, মিলন এসব শব্দের ছড়াছড়ি, ওর মনে হয় অনেক এক্সপিরিয়েন্সও আছে। ওকে দেখে কিন্তু মনে হয় খুব ইনট্রোভার্ট।''

কে একটা বলল, ''কোন স্কুলের মেয়ে রে আঁধি? কোথায় থাকে?''

''ও তো কারও সঙ্গে মেশে না। ক্লাসও করে না খুব একটা,'' বলল কেউ।

BanglaBook.org

পারঙ্গমা দেখল গোপনে হলেও তার বন্ধুদেরও মনেও আঁধিকে নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা দিয়েছে।

"কিন্তু ওর বয়ফ্রেন্ডকে দেখেছি একদিন। ভীষণ রাউডি দেখতে। লাল বাইকে করে এসে ছেড়ে দিয়ে গেল। হ্যান্ডসম। আর আঁধি যেরকম করে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরেছিল না ছেলেটাকে!"

"আঁধি কিন্তু খুব স্মার্ট, তাই না?"

"শাড়িটা পরেছিল লেগিংসের উপর।"

"আর ব্লাউজ়টা কি অন্য কারও? কী ঢোলা ঢোলা!"

"ওটাই স্টাইল বাবা! মনে হচ্ছে কোনওমতে চলে এসেছে। কিন্তু আসলে সবই খুব ভেবেচিন্তে করা!"

"গলার আওয়াজটাও ফাটাফাটি সেক্সি রে!"

"ওর একটা কবিতার বইও আছে।"

"দাঁড়া, চাইব তো ওর কাছে।"

এইসব কথাবাতার্র মধ্যেই সবাই দেখল গেট দিয়ে ঢুকছে যে মেয়েটা, সে আঁধি। সবাই উসখুস করে উঠল আঁধিকে দেখে। আঁধি কারও দিকে তাকাল না। সোজা উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। পারঙ্গমা দেখল আঁধির পা দুটো খুব সুন্দর। একটা সাদা গ্ল্যাডিয়েটর পরেছে। আজ মেয়েটা পরে এসেছে স্কিনি জিন্‌স আর সাদা হল্টারনেক টপ। তার উপর ছোট্ট নীল শ্রাগ একটা, বুক অবধি ঝুলে আছে। হল্টারনেক টপটার একদম প্লাঞ্জিং নেকলাইন। এত গভীর

BanglaBook.org

সেই স্তনের বিভাজনরেখা দেখে পারঙ্গমা অবাক হয়ে গেল। সাহসী পোশাক আশাক অনেকেই পরে, কিন্তু তাই বলে এত সাহসী? আজকাল কলেজে যে যা খুশি পরে আসছে। অবশ্য কেউ কিছু বলছে না। শুধু আবিরা একদিন ঠোঁটে একটা স্টাড পরে এসেছিল বলে পল সায়েন্সের শর্মিলা ম্যাম বলেছিলেন, 'প্লিজ় আবিরা, আমার ক্লাসে এটা খুলে রাখো। পরে, পরে নিয়ো।'

তাতে আবিরা বলেছিল, 'সবাই পরে আসছে ম্যাম, আপনি শুধু আমাকে বললেন।'

ম্যাম বলেছিলেন, 'তোমাদের উচিত ছিল জেইউতে ভর্তি হওয়া। বুঝেছ? আমাদের কলেজের তো একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে। পরিবেশটাও আলাদা, তাই না? কিন্তু তোমাদের তো আবার কিছু বলাও যাবে না।'

পারঙ্গমা কী ধরনের পোশাক পরে? নাহ্, জিনসের উপর খুব ছোট টপ পরার বা স্লিভলেস পরার তার অনুমতি নেই। তার স্কার্ট পরাও বারণ। তবে খুব লম্বা ঝুলের সামার ফ্রক মাঝে মধ্যে পরে থাকে সে। মোটামুটিভাবে সে যখন পোশাক কিনতে যায়, মা সঙ্গে থাকে। তবে দামি দামি ডিজ়াইনার সালোয়ার কামিজ পরতে তার বাধা নেই। তবে সবাই খুশি হয় সে শাড়ি পরলে। এখন তার অনেক শাড়ি জমে গিয়েছে। আর পারঙ্গমা শাড়ি পরতে ভালওবাসে। তবে গতকালের পর তার মনোভাবের মধ্যে

BanglaBook.org

কিঞ্চিৎ পরিবর্তন এসেছে। আঁধির ডিপ নেক জামা দেখে সে ভাবল, 'হ্যাঁ, সাহস আছে তাই পরছে। আমার বাড়ি থেকে অ্যালাউ করলে আমিও পরতাম। সাহসও তৈরি হয়ে যেত।'

ফিফথ পিরিয়ডের পর আর ক্লাস ছিল না কোনও। অর্চিতারা বলল, ''আমরা সাউথ সিটি যাচ্ছি, তোর তো যাওয়ার উপায় নেই। সত্যি বাবা, এত বড় মেয়ের উপর এত রেসট্রিকশন, কোনও মানে হয় না।''

বিদিশা বলল, ''কলেজলাইফটা সবাই একটু এনজয় করে নেয়। তোর কপাল নেহাত খারাপ পারঙ্গমা।''

মঞ্জুশ্রী বলল, ''আমাদের এই ছোটখাটো এনজয়মেন্টের কি ধার ধারে পারঙ্গমা? ওর জন্য তো বিরাট এনজয়মেন্ট অপেক্ষা করে আছে!''

''সেটা কীরকম?''

''তোকে-আমাকে যখন পাশটাশ করে রোজ চাকরিতে ঘষটাতে হবে, তখন পারঙ্গমা একটা দুর্দান্ত রিচ কাউকে বিয়ে করে পায়ের উপর পা তুলে জীবন কাটাবে! আর ঘুরে বেড়াবে, খাবে দাবে, ঘুমোবে।''

''তার জন্য ওকে রিচ কাউকে বিয়ে করারও কোনও দরকার নেই বুঝলি?'' বলল অর্চিতা।

বিদিশা বলল, ''আরে টাকাটাই কি জীবনের সব? এই আনন্দগুলোর কি কোনও মূল্য নেই? ওর বাবা-মা যেন

BanglaBook.org

ওর শত্রু! মেয়েকে একটু আনন্দ করতে দেয় না। বাবা! রূপসি বলে এত? পৃথিবীতে আর যেন সুন্দর মেয়ে নেই! কিছু মনে করিস না পারঙ্গমা, একদিন তোর বাড়িতে গিয়ে না আঙ্কল-আন্টিকে একটু পাঠ পড়িয়ে আসতে হবে।''

''কোনও পাঠ পড়িয়ে লাভ নেই। তোরা মজা করতে যাচ্ছিস, যা। আমার জন্য ভাবিস না।''

''তুই বাড়ি যাবি না?''

''হ্যাঁ, যাব।''

সবাই ওকে বাই করে চলে গেল। ক্লাসরুম ফাঁকা হয়ে গেল নিমেষে। তার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছিল না। বাড়ি গিয়েই বা কী করবে? মা খুব ভাল করে জানে আজ ফিফথ পিরিয়ডের পর তার আর ক্লাস থাকে না। না ফিরলে, দেরি হলে, চিন্তা করবে মা। আজ পারঙ্গমার বিকেলে রুদ্রাংশু স্যারের টিউশন ছিল। কিন্তু টিউশন নিতে যেতে হয় কসবা। স্যারের ওখানেই বাড়ি। কসবা থেকে ফিরতে ফিরতে রাত ন'টা বেজে যায় রোজই। ওই সময় প্রচণ্ড চাপ থাকে ট্রাফিকের। সকালে বাবাকে একবার বলেছিল পারঙ্গমা, আজ ক্লাবে যাবে না, ক্লাস কামাই করে। মা, ঠামি, পিসিদের যাওয়াই তো যথেষ্ট। বাবা বলল, ''ওহো, তোর আজ অনার্সের টিউশন আছে, তাই না? ইস, আমার কি আর এত খেয়াল থাকে? কিন্তু আমি যে বলে ফেললাম তোকে নিয়ে যাব, এখন না গেলে খারাপ দেখাবে!''

BanglaBook.org

অতএব আজ বাড়ি গিয়ে বিকেল নাগাদ রেডি হয়ে ক্লাবে যেতেই হবে তাকে। অথচ তার একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না। ক্লাসরুমে বসে থেকেই বা কী করবে? পারঙ্গমা নিজের ঝোলাটা তুলে নিয়ে গুটিগুটি ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগল। রামসহায়কে ফোন করে বলল, "চলে এসো গেটের কাছে।" আর ঠিক তখনই দোতলার ল্যান্ডিং-এ তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আঁধির। আঁধি চুপচাপ নামছিল সিঁড়ি দিয়ে। তাকে যেন দেখেও দেখল না মেয়েটা। মেয়েটা কী ভীষণ অহংকারী! কীসের অহংকার ওর? চৌকস দেখতে বলে? কবিতা লেখে বলে? এরকম অ্যাটিটিউড কেন ওর? পড়াশুনোয় বিরাট ভাল হলে জেইউ বা প্রেসিতে যায়নি কেন? এত সাহসী ধরনধারণ যখন, মেয়েদের কলেজে পড়তে এল কেন? আর এত যখন অহংকারী, বিউটি কনটেস্টেই বা নাম দিল কেন? পারঙ্গমা দেখল আঁধির গায়ের রং মোটেও ফরসা নয়। ছোট পিসি হলে তো ঠোঁট উলটে বলত, 'কী কালো!'

আঁধি বেশ লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে সিঁড়ি দিয়ে। এই রকম লাফিয়ে নামতে ইচ্ছে করছে তারও। আর তখনই সে ভাবল পায়ের পাঁয়জোরটা এবার থেকে খুলে রেখে আসবে বাড়িতে। এই পাঁয়জোরটা পরতে তার জঘন্য লাগে।

হঠাৎই আঁধিকে ডাকল পারঙ্গমা, "অ্যাই শোনো!"

BanglaBook.org

আঁধি দাঁড়িয়ে পড়ল, ‘‘হুঁ?’’

‘‘কাল তোমার কবিতা আমার খুব ভাল লেগেছে!’’

একটু ভয়ে ভয়ে বলল সে। জীবনে সে কোনওদিনও কোনও মেয়ের সামনে এমন সংকুচিত হয়ে দাঁড়ায়নি।

আঁধি বলল, ‘‘ওহ্!’’

‘‘আমি পারঙ্গমা।’’

‘‘হ্যাঁ, জানি।’’ বলল আঁধি, এবার আঁধি আর সে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। পারঙ্গমা বলল, ‘‘আমাকে তোমার আরও কবিতা শোনাবে? বা পড়াবে? তোমার নাকি একটা কবিতার বই আছে?’’

আঁধি দাঁড়াল এক মুহূর্ত, ‘‘তুমি কবিতা ভালবাসো?’’

‘‘নাহ্! মানে তেমন সুযোগ তো হয়নি কখনও কবিতা পড়ার। কিন্তু সিলেবাসে যে সব কবিতা ছিল সেগুলোর মতো তো না তোমার কবিতা, ওরা বলল একে নাকি আধুনিক কবিতা বলে।’’

‘‘তোমাকে যদি আর-একদিন কবিতা শোনাই?’’

‘‘অন্য একদিন?’’ খুব আহত বোধ করল পারঙ্গমা।

‘‘হ্যাঁ, আজ আমার একটু তাড়া আছে।’’

‘‘ও!’’ বলে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। আর আঁধি চলে গেল অনেকটা দূর, গিয়ে আবার ফিরে এল, ‘‘আচ্ছা! ঠিক আছে। একটা কবিতা শোনাতে পারি।’’

তারা দু’জনে গিয়ে বসল ঠিক সেখানে, যেখানে কদম

BanglaBook.org

গাছের ছায়া পড়েছে। রিজ়ার্ভারের উপর। পারঙ্গমা বলল, ‘‘ওই কবিতাটা নেই?’’

‘‘কোনটা?’’

‘‘এইভাবে কাটাব একটা দিন?’’

‘‘হ্যাঁ আছে। ওটাই শুনবে?’’

‘‘হ্যাঁ।’’

‘‘ওটা থাক, অন্য একটা কবিতা শোনাই।’’ কোনওরকম ভণিতা না করেই আঁধি তার খাতা খুলে ফেলল, পড়তে শুরু করল,

ফেরা
হ্যান্ডস আপ!
যারা যারা আমাকে ছুঁয়েছিল
তারা সবাই আজ পলাতক
আর আমি জ্যোৎস্না-পাগল
মাধবীলতার মতো উঠে যাচ্ছে বয়স উঁচু ছাদে
রেললাইন ধরে হাঁটে স্পৃহা
বৈকুণ্ঠের মতো মুখ যাদের
তারা সব জলের সংগোপন রাজহাঁস
আমি তাদের চিনি না
চিনলে কাজললতার মতো খুলে রাখতাম অভিজ্ঞতার গুহা।
পুলিশের পোশাকপরা লোকটা বাইক থামায়

BanglaBook.org

রাতের চশমা খুলে বলে, হ্যান্ডস্ আপ
কপালে কি কোনও তিল ছিল?

তিল ছিল, উড়ে গেছে
ফিরেছি, বালক যেমন ছুটির ঘণ্টা পড়ার আগেই
পিঠে তুলে নেয় ব্যাগ
ফিরেছি মন্ত্রপূত আঁধারে, বাদুড়ের মতো ঝুলে ঝুলে

গোলচাঁদের লক-আপে।

কবিতা পড়া শেষ হয়ে যেতে কিছুক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারল না পারঙ্গমা। রিজ়ার্ভারের উপর মেয়েদের ছড়ানো-ছিটানো খাবার একদল শালিক খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। সে সেইদিকে তাকিয়ে রইল। সে বলতে চাইছিল, 'আঁধি তোমার কাছে একটা আশ্চর্য জগতের সন্ধান পেয়েছি আমি। আমার কেমন একটা রোমাঞ্চ হচ্ছে। মনে হচ্ছে সারাদিন এখন আমি তোমার পাশে বসে বসে কবিতা শুনি। আমার মাথাটা কীরকম একটা লাগছে। হালকা, যেন ভেসে আছি! তুমি কী দারুণ একটা জিনিস জানো। একটা মন্ত্র যেন বা! আর আমি কিছুই জানি না! আঁধি, প্লিজ় তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। যতই তাড়া থাক, যেয়ো না!'

হঠাৎই তার চোখ জলে ভরে উঠল। আঁধি বলল ''এই

BanglaBook.org

কবিতাটার মধ্যে তো কোথাও কোনও দুঃখ নেই, শুধু একটা মুক্তির বাতাবরণ, তা হলে তোমার চোখে জল এল কেন?''

পারঙ্গমা বলল, ''তুমি বুঝবে না। তোমার তো সময় নেই। আমি কি তোমার কবিতার খাতাটা একদিন রাখতে পারি?''

আঁধি বলল, ''না, কবিতার খাতা কেউ কাউকে দেয় না। কবিতার খাতা হল সবচেয়ে গোপন জিনিস! তুমি এমন করে কবিতার খাতা চাইছ যেন এটা একটা নোট্‌স কপি!''

''আমি কিছু জানি না গো! তোমার জগতের কথা কিছু জানি না। একজন কবির সঙ্গে কীভাবে কথা বলা উচিত আমি জানি না। শুধু জানি তোমার ওই খাতাটার মধ্যে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য কথা লেখা আছে। কাল সারারাত তোমার গলার স্বর আর এই কবিতাটা মাথার মধ্যে ঘুরছে আমার!''

''পারঙ্গমা, আমি এমন কিছু ভাল কবি নই, তোমার জন্য পৃথিবীর অনেক কবি অনেক কবিতা নিয়ে অপেক্ষা করে আছে। তুমি তাদের কবিতা পড়ো, যদি কবিতা নিয়ে তোমার উৎসাহ থাকে।''

BanglaBook.org

পারঙ্গমার বুকটা কেমন দুলে উঠল, ''তুমি কী বলতে চাইছ? বুঝতে পেরেছি আঁধি। তুমি আমাকে অ্যাভয়েড করতে চাইছ, তাই না?''

"হ্যাঁ, আমি একটু এরকম।" বলল আঁধি। "চট করে আমি কারও সঙ্গে মিশতে পারি না। এমনকী অচেনা একটা প্রকৃতির সঙ্গেও আমি হঠাৎ করে একাত্ম হতে পারি না। যেমন ধরো, এই যে কবিতাটা, 'এইভাবে কাটাব একটা দিন', এই কবিতাটা লিখেছিলাম বন্ধ ঘরের মধ্যে বসে বসে, টানা বৃষ্টি পড়ছিল, জানালাও খোলা যাচ্ছিল না তখন। আর ঘরের মধ্যে দমবন্ধ হয়ে আসছিল আমার। তারপর আমি আর অনন্য অনেকদিন পর একবার লাসাং গেলাম গাড়ি নিয়ে, পথে একটা ছায়াঘেরা পাহাড় পড়ল। পাহাড় থেকে নেমে আসছে একটা ঝরনা। ঠিক যেমন কবিতাটায় আছে সেরকম। অনন্য বলল, 'কেউ কোথাও নেই, স্নান করবি? সব পোশাক টোশাক খুলে?' আমি বললাম, 'অসম্ভব, এই জায়গাটা আমার এত অচেনা। এখানে কী করে নগ্ন হয়ে স্নান করা সম্ভব?' অনেকে আছে না, দারুণ সুন্দর জায়গায় গিয়ে হাত-পা ছুড়ে বলে ওঠে, 'আহা! কী অপূর্ব নৈসর্গিক শোভা!' আমি তেমন বলতে পারি না! আমার সময় লাগে, সুন্দর, কুৎসিত সবকিছুকেই বুঝে উঠতে আমার সময় লাগে।"

"তা হলে, তুমি কবিতাটা লিখলে কী করে?" পারঙ্গমা হতভম্বের মতো বলে উঠল।

"কল্পনা করে। ওই কল্পনাটা আমার কত কাছের!"

"তোমার সব কবিতাই কি কল্পনা থেকে লেখা?"

BanglaBook.org

আঁধি হাসল, ‘‘না, তা কেন? তোমাকে বুঝিয়ে বলা মুশকিল, শুধু অনুভূতি থেকেও কবিতা লেখা যায়। অনুভব করেও লেখা যায়। অনুভূতি আর অনুভব আবার এক জিনিস নয় কিন্তু। অনুভূতির মধ্যে একটা আধফোটা ব্যাপার আছে, ব্লুমিং, আবার অনুভব করার মধ্যে রয়েছে একটা গভীর আন্ডারস্ট্যান্ডিং! ধরো, সেদিন আমি একটা কবিতা পাঠের আসরে গিয়েছিলাম, এই বাংলা অ্যাকাডেমিতে। খুব খ্যাত সব কবিরা কবিতা পড়তে এসেছিলেন সেদিন। আমি বসলাম আর আমার পাশে এসে বসলেন এদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান এক কবি, উনি কবিতা পড়বেন না। শুনতে এসেছেন, আমি ওঁর কবিতার খুবই ভক্ত। ওঁর কবিতা পড়লে আমার অসম্ভব তীব্র সব অনুভূতির জন্ম হয়, চোখে জল আসে, রোমকূপ জেগে ওঠে। তা উনি পাশে এসে বসতে প্রথমে আমার মনটা খুব ভাল হয়ে গেল, তারপর দেখলাম ওঁর পাশে বসে থাকতে আমার অসুবিধে হচ্ছে। ওই স্বল্প পরিসরে ওঁর পাশে বসে থাকাটা আমার কঠিন কাজ মনে হল। একটুও পা নাড়াতে পারছি না, পায়ে পা ঠেকে যাচ্ছে। হাতটা হাত রাখতে পারছি না, ওঁর হাতে হাত ঠেকে যাচ্ছে। তারপর ওই প্রৌঢ় কেমন স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, চুপচাপ শুনছেন কবিতা পাঠ, সে-ও এক অস্বস্তি! আমি ঘাড় নাড়াতে পারছি না, সহজ হতে পারছি না, মন দিয়ে কবিতা পাঠ শুনতে পারছি না,

BanglaBook.org

এইসব অনুভূতির মধ্যে হঠাৎ একটা কবিতার লাইন ভেসে এল মাথায়, 'পবিত্র মানুষের পাশে বসার অসুবিধে'। বাড়ি এসে একটা কবিতা লিখলাম, এই কবিতাটা!

'পবিত্র মানুষের পাশে বসার অসুবিধা'

পবিত্র মানুষের পাশে বসতে গেলে
ধৈর্য লাগে, ধৈর্য
আমার তা নেই, আমি নখ খুঁটি, ঘাম খুঁটি
অভিসন্ধি ছাড়াই নড়ি চড়ি,
আমার নিয়তি ইন্দ্রজালের মতো
ভৌতদেহ মৌমাছির
পবিত্র মানুষের পাশে বসলে আমার ঘুম পায়!

কবিতাটা শুনে পারঙ্গমা বলল, ''তুমি যে গল্পটা বললে কবিতাটার মধ্যে, তার সে অর্থে কোনও উল্লেখ নেই। কবিতাটার কোথা থেকে জন্ম হল তার কোনও সূত্রই রাখা নেই!''

আঁধি বলল, ''অনন্য তো লিখেছে,

BanglaBook.org

'কবিতার প্রসবমুখ কেটে ছিন্নভিন্ন করে দাও,
যেন অজানা লাশ, যেন মুখ দেখে
কেউ চিনতে না পারে, কোন বাড়ি, কোন ঠিকানা,

কে তাকে ভুলিয়ে এখানে টেনে এনে
খুন করে গেছে!'

"অনন্য? তোমার বয়ফ্রেন্ড?"

"না, অনন্য আমার বয়ফ্রেন্ড নয়। অনন্য আমার বন্ধু, অনন্য বসু খুব ভাল একজন কবি।"

পারঙ্গমা মুখে বলতে পারল না, কিন্তু মনে মনে ভাবল, "আশ্চর্য! যে বয়ফ্রেন্ড নয়, সে তোমায় ঝরনার জলে নগ্ন হয়ে স্নান করার আহ্বান জানায়?"

আঁধি বলল, "এবার আমাকে যেতেই হবে।"

সে আর কী-ই বা বলবে, "থ্যাঙ্ক ইউ!"

আঁধি চলে গেল, যতক্ষণ আঁধিকে দেখা যায়, দূর থেকে দেখল সে। তারপর উঠে ধীরপায়ে বেরিয়ে এল কলেজ থেকে।

আজ বাড়ি ঢুকে পারঙ্গমা দেখল ড্রয়িংরুমে ঠামি প্রতিদিনকার মতো আয়েস করে বসে চা খাচ্ছে আর টিভি দেখছে। ফুলটুসিকে দেখতে পেল না সে। ঠামিকে জিজ্ঞেস করল, "ফুলটুসি আসেনি?"

"না, কাল তুই ওকে কী বকাবকি করলি!" বলতে বলতে ঠামি বলল, "তোকে এরকম দেখাচ্ছে কেন রে দিদিভাই? তোর যেন কী একটা হয়েছে!"

তখনই মা ঢুকল ঘরে। মা বলল, "তোর আজ একটু

banglaboi.org

দেরি হল আসতে, তাই না? আমি ভাবলাম ফোন করি, তারপর করলাম না, যদি ক্লাস চলে।''

সে হঠাৎ বলল, ''আমাকে নিয়ে তোমাদের চিন্তা করাটা কী করলে বন্ধ হয় বলো তো? আমি বাড়িতে বসে থাকলে? এমনিতেও আমি বুঝতে পারি না আমি পড়াশোনাটা করছি কেন? আমার প্রয়োজনটা কী?''

ঠামি বলল, ''সে আবার কী? একটা গ্র্যাজুয়েশন তো সবাইকেই করতে হয়।''

মা বলল, ''এ আবার কীরকম কথা, পারো? এরকম উঁচু গলায় কথা বলছ কেন?''

ঠামি বলল, ''আমি বলছি কাল থেকেই ওর মেজাজ বিগড়ে আছে বউমা। আসলে ভ্যাপসা গরম পড়েছে, গরম ওর একদম সহ্য হয় না।''

মা বলল, ''আসলে ইকনমিক্সটা ওর সাবজেক্ট নয়। ওর উচিত ছিল ইংলিশ পড়া। কিন্তু যেহেতু নীল ইকনমিক্স পড়েছে, সেহেতু ওকে সবাই বলল, ইকনমিক্স পড়তে, কি না নীল খুশি হবে।''

পারঙ্গমা আরও রেগে গেল, ''আহ্! নীলের জন্য আমি ইকনমিক্স পড়েছি? নীলকে খুশি করার জন্য?''

''তোর কথা বলেছি? তোর বাবার কথা বললাম।''

''যদি বেশি চাপ হয়, এখনও তো চেঞ্জ করে নিতে পারে।'' বলল ঠামি।

BanglaBook.org

পারঙ্গমা আর দাঁড়াল না, তিনতলায় নিজের ঘরে চলে গেল, তার সবচেয়ে দুঃখ হল এই ভেবে যে, তার নিজের মা তাকে বিন্দুমাত্র কখনও বুঝল না। মা চেয়েছিল সে জুয়েলারি ডিজ়াইনিং পড়ুক। সেটা আখেরে কাজে লাগবে, আর নয়তো ইংলিশ।

জামাকাপড় ছেড়ে পারঙ্গমা স্নান করল একবার, তারপর শুয়ে পড়ল মিউজ়িক প্লেয়ারটা অন করে। তখনই বলাকাদি এল ঠান্ডা লস্যির গেলাস হাতে, ''বেবি, তুমি শুয়ে আছ কেন? তোমাকে নীচে ডাকছে।''

প্রবল অনিচ্ছে নিয়ে সে নীচে গেল আবার, ''কী হয়েছে?''

মা বলল, ''কিছু খাবি তো? আর এখনই সাড়ে পাঁচটা বাজে, সাড়ে ছ'টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিবি। ঠিক সাতটায় বেরোব। কী পরে যাবি ক্লাবে?''

''কেন? আমি শাড়ি টাড়ি পরতে পারব না। জাস্ট একটা জিনস-টপ পরে চলে যাব।''

''আদিখ্যেতা কোরো না, শাড়ি না পরো, সালোয়ার পরে চলো।''

''সালোয়ার কামিজ় জিনিসটা আমার একদম পছন্দ নয়।''

''সে কী? এই তো সেদিন অতগুলো ডিজ়াইনার সালোয়ার কামিজ কিনলি? সাদা-গোলাপি প্যারালাল

BanglaBook.org

পা যেটা, সেটা পরে চল, জিন্‌স পরা চলবে না। বুঝতে পারছি এই কলেজের মেয়েদের মতো সাজগোজ করতে চাইছ তুমি, সে তো তোমাকে কিছু বাধা দেওয়া হচ্ছে না। পোরো না যা খুশি, কিন্তু তাই বলে ও বাড়ির লোকজনদের সামনে পরতে হবে?''

''মা, কলেজে মেয়েরা কী পরে আসে, সে সম্পর্কে তোমার কোনও আইডিয়া নেই। আর ও-বাড়ির লোকজনরাও এত ব্যাকডেটেড নয়, যতটা তোমরা ভাবো। নীল থাকে লন্ডনে, ওর কাছে ওয়েস্টার্ন পোশাকটা কোনও ব্যাপারই না।''

''সে তুমি বিয়ের পর যা খুশি পোরো, নীলের পছন্দমতো পোশাক পোরো, লন্ডনে গিয়ে হাফ প্যান্ট পোরো, আমাদের বাড়ির মেয়ের এসব পরা চলবে না। এই পরিবারের একটা ঐতিহ্য আছে, এসব তো তোমাকে নতুন করে বলার কিছু নেই পারঙ্গমা।''

''ও! বিয়ের পর আমি আর এ বাড়ির মেয়ে থাকব না?''

''না।'' মা পরিষ্কার বলল, ''তুমি তখন সম্পূর্ণ ও বাড়ির।'' যেন এটা একটা কোনও কথাই নয় এরকম মুখ করে মা হাসল।

মায়ের হাসি দেখে গা জ্বলে গেল পারঙ্গমার। সে বলল, ''ওরা অনেক মডার্ন তোমাদের চেয়ে।''

BanglaBook.org

"ওরকম মনে হয়। ওদের তোমার জন্মের আগে থেকে চিনি। বুঝেছ? নীলের পিসি, ছোট পিসি সুনেত্রা আর আমি এক কলেজে পড়তাম, সুনেত্রার সঙ্গে আমাদের ক্লাসেরই একটা ছেলের প্রেম ছিল। ছেলেটা মেধাবী ছিল। কিন্তু খুবই গরিব। দেবোত্তর সম্পত্তি বোঝো? একটা টিনের চালায় জমিদারদের দেবোত্তর জমিতেই থাকত, সুনেত্রাকে ওরা কীভাবে বিয়ে দিয়ে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিল সে তো জানো না? এই যে সেদিন লালের ছেলের অন্নপ্রাশনে সুনেত্রার সঙ্গে দেখা হল, দুই বন্ধু মিলে কত গল্পই না হল, সে সব নিয়ে। সুনেত্রা তো বলল ওসব অল্প বয়সে সকলেরই হয়। মেয়েদের জীবনে সুখটা নাকি স্বামী, সংসার, ছেলেপুলে, আত্মীয়-স্বজন, আরাম-আয়েস সব মিলিয়ে হয়, শুধু টিমটিমে প্রেম ভালবাসায় কিছু হয় না। সে যাই হোক, সেনরা অসম্ভব নাক উঁচু, দেখে বোঝা যায় না, লালের বউ বাপের বাড়িতে এসে জিন্‌স পরেছে বলে ভেবো না সে স্বাধীন। লালের যতদিন না ছেলে হয়েছে, সেনবাড়ির কেউ ছেলের বউয়ের বাড়িতে ভাত খায়নি। নিয়মকানুন সব এখনও বজায় রেখে চলছে ওরা। এখনও ওরা পাঁজি দেখে বউদের বাপের বাড়ি পাঠায়, বুঝেছ?"

সে হঠাৎ বলল, "আমি যদি ছোট পিসির মতো বিয়ে না করি, কী হয়?"

"এটা আবার কবে থেকে মাথায় ঢোকালি, পারো?"

BanglaBook.org

বলাকাদি পাশেই ছিল, শুনছিল সব কথাবার্তা, বলল, "তুমি ভাবছ পিসি বিয়ে না করে সুখী? কখনও না! ছোট আছ, অত তো বোঝো না!"

মা এবার গলাটা নামাল একটু, "শোন, যখন তোর বড় পিসি মারা গেল, সেই মুহূর্তে আবেগের বশে রত্নাবলি ওরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। ওই শোকের মধ্যে তখন আর কেউ তেমন মাথা ঘামায়নি। এখন তোর ছোট পিসি প্রতি মুহূর্তে আফশোস করে, সব জানি, সব টের পাই। কিন্তু সেই ভীষ্মের পণ। বয়স হয়ে গিয়েছে এখন। ও নিজেই লজ্জায় আর বিয়ে করতে পারছে না! লোকে কী বলবে ভেবে, ওর এখন পেটে খিদে, মুখে লাজ! তোর বাবাকে আমি বলি তো বিয়ে দিয়ে দাও জোর করে।"

বলাকা বলল, "ছোড়দির মনে এখন অনেক দুঃখ। ওইজন্য তো কাজ কাজ করে নিজেকে ব্যস্ত রাখে।"

পারঙ্গমা বলল, "মায়েরও তো মনে অনেক দুঃখ, আমি কি জানি না নাকি? এত বালক ভোজন করিয়েও তো কোনও লাভ হল না!"

মা বললেন, "ও তুমি বুঝবে না পারঙ্গমা। বংশে একটা ছেলে দিতে পারলাম না বলে এ বাড়িতে আমার কোনও কদর হল না। তা আমি আর কী করব? আমি তো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে করে হাল ছেড়ে দিয়েছি।" দীর্ঘশ্বাস ফেলল মা।

BanglaBook.org

পারঙ্গমা আজ কিছুতেই সাজবে না ঠিক করেছিল। একটা বেজ রঙের কামিজ, তাতে কালো বর্ডার, একটা বেজ রঙের চোস্ত পরে, বেজ রঙের উপর কালো পোলকা ডট দেওয়া ওড়না জড়িয়ে চুলটা ক্লাচ দিয়ে খুলে বেঁধে সে নেমে এল নীচে। ঠামি বলল, ''মুখে কিছু মাখিসনি? একটু লিপস্টিক লাগা?''

মা বলল, ''গায়ে একটু পারফিউম দিসনি?''

এইসব কথা অগ্রাহ্য করে সে বলল, ''আমি রেডি, তোমাদের যদি দেরি থাকে, তা হলে আমি উপরে গিয়ে শুয়ে থাকি?''

মিনিট পনেরোর মধ্যে বেরিয়ে পড়ল তারা। ক্লাবে পৌঁছে পারঙ্গমা দেখল সেনবাড়ি থেকে একটা বিরাট গ্যাং আজ এখানে উপস্থিত। নীলের জ্যাঠামশাই, বাবা, কাকা, জেঠিমা, মা, কাকিমা ছাড়াও রয়েছে লালের বউ আর খুড়তুতো বোন আর জ্যাঠতুতো বউদি। স্কটিশ চার্চ কলেজের ঠিক পিছনে অট্টালিকা সুলভ বাড়িতে আজও নীলদের একান্নবর্তী পরিবার।

বেশ গরম চলছে। সবাই মিলে ক্লাবের দোতলায় এসি হলে বসা হল। বাবা এসে গিয়েছিল আগেই। একটু পরেই হাজির হল পিসি, পিসি আসতেই গ্যাদারিংটার শরীরে যেন সত্যিকারের আনন্দের আঁচ লাগল। ঝলমল করে উঠল সবাই। খুব হইচই করে শুরু হল আলাপ-আলোচনা। গরম

BanglaBook.org

কেমন পড়েছে, আম কে কেমন খেল, লালের ছেলে কত দুষ্টুমি করছে, সারাবাড়ি কেমন মাতিয়ে রাখছে। সোনার এত দাম বাড়ল, সেনদের পেপার ইন্ডাস্ট্রির হালচাল থেকে শুরু করে কথার প্রসঙ্গ ঘুরতে ঘুরতে একসময় নীলের জ্যাঠামশাই অনিমেষ সেন জিজ্ঞেস করলেন, ''পারঙ্গমার নতুন কলেজ কেমন লাগছে?''

এইসব কথাবার্তার মধ্যে সে একরকম চুপচাপই বসে ছিল। প্রচুর খাবার দাবার আনানো হয়েছে। মেয়েদের জন্য এসেছে কোল্ড ড্রিঙ্ক, চা, ছেলেদের জন্য পছন্দমতো ড্রিঙ্ক, বাবা অবশ্য এরকম সোশ্যাল রিজ়ন ছাড়া কদাচ ড্রিঙ্ক করে না। দারুণ একটা বাদাম চাট এসেছে। সঙ্গে ওয়েফার চিপ্‌স, চিকেন রেশমি কাবাব, মাফিন। আজ যেহেতু তারা সেনদের অতিথি, সেহেতু সেনরাই জিজ্ঞেস করছে তাদের, কী খাবে, কী খাবেন? চুপচাপ বসে বসে বাদাম চাট থেকে একটা-আধটা বাদাম তুলে নিয়ে খাচ্ছিল সে। আর একটু অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করছিল আঁধির কথা। তার সহজ-সরল একঘেয়ে জীবনের মধ্যে আঁধিই সম্ভবত একমাত্র রহস্যময় কোণ। সে বুঝতে পারছিল যে, আঁধির প্রতি একটা অন্য রকমের আকর্ষণ তৈরি হয়েছে তার। এখন সে অপেক্ষা করে আছে কাল কলেজে যাওয়ার, আঁধির সঙ্গে দেখা করার। কাল সে আঁধির কাছ থেকে ফোন নম্বর সংগ্রহ করবে। দেবে তো মেয়েটা? এই যে আধঘণ্টা

BanglaBook.org

সময় আঁধি তার পাশে বসেছিল, পারঙ্গমার মনে হচ্ছে, আঁধি তার পাশে বসেও আসলে বসেনি। যতই রূপসি হোক আর যতই বড় গাড়ি চড়ে কলেজে আসুক, আসলে আঁধির মতো মেয়েদের সামনে সে অতি সাধারণ। আঁধি তাকে গভীর ধন্দেও ফেলে দিয়েছে। যে কবিতা তার অত ভাল লেগেছে, বারবার যে কবিতাটা তাকে ওরকম একটা উপত্যকার হাতছানি দিচ্ছে সেই কবিতাটার কবি নিজেই সেই আহ্বান থেকে ডিটাচড্!

জ্যাঠামশাইয়ের প্রশ্নে চটকা ভাঙল তার, বাবা, মা, পিসি সবার মুখের দিকে তাকিয়ে পারঙ্গমা বলল, "ভাল লাগছে! কলেজ ভাল লাগছে।"

নীলের মা পরমা জানতে চাইলেন, "বন্ধুবান্ধব হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

জ্যাঠামশাই বললেন, "কলেজ লাইফটা কিন্তু একজনের জীবনের বেস্ট টাইম পারঙ্গমা। কলেজ লাইফটা খুব এনজয় করে নিয়ো। বন্ধু-বান্ধব, ঘোরা ফেরা, আড্ডা দেওয়া, সিনেমা দেখা একদম চুটিয়ে করে নেওয়া উচিত। আমার কলেজ লাইফটা তো কফি হাউসেই কেটে গিয়েছে। অবিনাশ অবশ্য অতটা এনজয় করতে পারেনি। ওকে আমার চেয়ে তাড়াতাড়ি ব্যবসায় ঢুকে যেতে হল।"

নীলের বাবা বললেন, "আমাদের শ্রীতমাকে তো

BanglaBook.org

আজকাল বাড়িতে দেখতেই পাওয়া যায় না।'' শ্রীতমা নীলের ছোট কাকার মেয়ে। ''রাতদিনই কলেজের বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে ঘুরছে, বেড়াচ্ছে। সেদিন আমি নিউমার্কেট গিয়েছি, দেখি একদল ছেলেমেয়ে ঠা ঠা রোদে লিন্ডসে স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করে ফুচকা খাচ্ছে। দেখি তার মধ্যে শ্রীতমাও রয়েছে। ভাবুন অপাবউদি, বাড়িতে মেয়ের ঘরে দিবারাত্র এসি চলছে, গরমে নাকি তার ফোসকা পড়ে যাচ্ছে গায়ে। এদিকে বন্ধুদের সঙ্গে রোদে ঘুরে বেড়াতে কোনও কষ্ট নেই।''

নীলের ছোট কাকি বললেন, ''এই করে করে রোজ গলা ব্যথা, সর্দি, জ্বর।''

পারঙ্গমার মা বলল, ''না, না, শ্রীতমা এই গরমে ওইসব রাস্তার ফুচকা টুচকা না খাওয়াই ভাল। ডায়রিয়া হতে পারে।''

শ্রীতমা বলল, ''কেন? পারঙ্গমা রাস্তার ফুচকা খায় না?''

মা-ই উত্তর দিল, ''ফুচকা তো আমি মাঝে মাঝে বাড়িতে বানাই।''

''প্লিজ় আন্টি, বাড়ির ফুচকা আর বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রাস্তার ফুচকা খাওয়ার কোনও তুলনাই হয় না।''

পারঙ্গমা বলল, ''আমি কোনওদিনও বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাইনি। আর কলেজ লাইফের মজা?

BanglaBook.org

আমি বাড়ি থেকে কলেজে যাই, আর কলেজ থেকে বাড়ি আসি।''

শ্রীতমা খুব অবাক হয়ে বলল, ''সে কী! কেন? তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে, ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে না? সেদিন নীলদার সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছিল, নীলদা বলল তুমি নাকি অনেক বেড়াতে যেতে চাও, ঘুরতে যেতে চাও, নীলদাকে বলেছ।''

বাবা, মা, পিসি, ঠামি সবাই একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বলল, ''না, সে তো অন্য কথায় বলেছি।''

পিসি বলল, ''ওকে তো সারাক্ষণই আমি বলছি, চল ঘুরে আসি, চল দূরে কোথাও যাই। ও তো যেতেই চায় না।''

নীলের জ্যাঠামশাই হো হো করে হেসে উঠলেন, ''নীলের সঙ্গে ঘুরতে যেতে চায়, আপনার সঙ্গে আর কত ঘুরবে রত্নাবলি? বিয়ে করে বরের সঙ্গে ঘুরবে।'' পারঙ্গমা লজ্জা পেয়ে গেল কি না কে জানে, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ''আমি একটু ওয়াশরুম থেকে ঘুরে আসছি।'' বাবা-মায়ের মুখের দিকে না তাকিয়েই এসি হল থেকে বেরিয়ে এল সে। ওয়াশরুমের বড় বেসিনের দেওয়ালজোড়া আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার প্রথমে একটু ভয় করে উঠল। নীলকে সে যাই বলে থাক, কেন বলেছে, বাবা হয়তো বুঝতে চাইবে না। বাবা তাকে বারবার বলেছে, নীলের সঙ্গে

BanglaBook.org

'কেমন আছ, ভালো আছ'র চেয়ে বেশি অন্তরঙ্গতায় পারঙ্গমার জড়ানোর প্রয়োজন নেই, নীলকে সে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলেছে এই কথা বাবার কানে গিয়েছে, বাবা তাকে বকাবকি করবেই। নীল তার হবু বর, নীলের সঙ্গে কী কথা বলবে, কেন বলবে তার উপরও বাবা একটা কন্ট্রোল রাখতে চায়। এই যে সবাই মিলে আড্ডা দিচ্ছে, কই সে তো এনজয় করছে না একটুও। সারাক্ষণ সে ভাবছে মেপে কথা বলতে হবে। বুঝে কথা বলতে হবে। হে ঈশ্বর! সত্যি খুব ভাল হয়, যদি নীলের সঙ্গে সামনের মাসেই বিয়েটা হয়ে যায় তার।

ঠিক এই সময় শ্রীতমা ওয়াশরুমে ঢুকে এসে বলল, ''অ্যাই পারঙ্গমা, তোমার সঙ্গে আমাদের এই একটু প্রাইভেট কথা আছে, এসো তো।''

শ্রীতমা তাকে হাত ধরে নিয়ে চলল, এসি হলের পিছনের টানা লম্বা বারান্দায়, পারঙ্গমা দেখল সেখানে লালদার বউও রয়েছে। বড়দার বউও রয়েছে। দু'জনেই পারঙ্গমাকে বলল, ''বসো, বসো, তোমার সঙ্গে অনেক কথা রয়েছে।''

সে ওড়নাটা ঠিক করে গুছিয়ে নিয়ে বসল। বড়দার বউ তিস্তা বলল, ''এবার তো তুমি লন্ডন চললে।''

সে বলল, ''মানে?''

''বুঝতে পারছ না, নীল এবার এসে তোমাকে বিয়ে

BanglaBook.org

করে লন্ডন নিয়ে চলে যাবে।''

শ্রীতমা বলল, ''নীলদা আসছে শুনে বাড়ির সবাই ঠিক করেছে, বিয়েটা এবার হয়ে গেলেই ভাল। কিন্তু নীলদার বক্তব্য তোমার মতামতটা প্রধান। তুমি যদি এখনই বিয়ে করতে রাজি না থাকো তো নীলদা উইল ওয়েট ফর ইউ।''

''এবার তুমি বলো।'' বলল অগ্নিমিত্রা। অগ্নিমিত্রা আজ হলুদ ঢাকাই পরে এসেছে। কপালে সিঁদুরের রেখা।

''আমি কী বলব?'' বলল সে।

''ওসব ফর্মালিটি রাখো। মনের কথা খুলে বলো। এটার সঙ্গে বড়দের কোনও যোগাযোগ নেই। নীল এই কথাটা খুব গোপনে বলতে বলেছে তোমাকে। তুমি যা বলবে বড়রা জানবে না। আমরা সেটা নীলের কাছে পৌঁছে দেব। নীলই জ্যাঠামশাইকে বলবে এখন বিয়ে করা সম্ভব নয়।''

নীলের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে গেল পারঙ্গমার। সে খুব সরলমনে বলে উঠল, ''এক্ষুনি বিয়ে করার কোনও ইচ্ছেই আমার ছিল না বউদি।''

''তাই? কেন? পড়াশুনো করার ইচ্ছে? সে তো বিয়ের পরও...''

''তাও না। আমার তো সবে কুড়ি বছর বয়স। এত তাড়াতাড়ি কেউ বিয়ে করে?''

''ও! সেই জন্য?'' শ্রীতমাও তাই বলেছে, ওরও বিয়ে

BanglaBook.org

ঠিক হয়ে গিয়েছে, জানো তো? দু'বছর পরে হবে।'' অগ্নিমিত্রা বলল, ''তুমি যদি এখন বিয়েতে আগ্রহী না হও, তা হলে এখন বিয়ে হবে না।''

''না, বিয়েটা আমার করে নেওয়াই ভাল।'' বলল সে।

শ্রীতমা বলল, ''অ্যাই পারঙ্গমা, কী বলছ বলো তো, একবার বলছ বিয়ে করতে চাও না, আবার বলছ করে নেওয়াই ভাল?''

অগ্নিমিত্রা বলল, ''হয় রে, এরকম হয়। পারঙ্গমা ভীষণ নরম মনের মেয়ে তো! বিয়ের আগে অনেক ভয় হবে। অনেক সংশয় হবে। সেটাই স্বাভাবিক। আমি তো নীলকে বলছিলাম, পারঙ্গমাকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, ও এত ইমম্যাচিওর্ড!''

''দাঁড়াও লাল বউদি, ও কিছু একটা বলছে, বলো, পারঙ্গমা।''

''না, আমি তেমন কিছু বলছি না, আসলে নীলকে আমার খুব ভাল লাগে, কিন্তু...!'

''কিন্তু কী?'' সবাই উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

''আসলে'', সে খুব করুণ মুখ করে বলল, ''আসলে আমি পারলে বিয়েটা চারবছর পরেই করতাম। কিন্তু জানো তো বউদি, আমার বাবা-মা'র কাছে থাকতে ভালই লাগে না। সারাক্ষণ এত শাসন, এত ডু'জ় অ্যান্ড ডোন্ট'স্, এই

BanglaBook.org

কোরো না, ওই কোরো না। কলেজ লাইফ? আমার তো কলেজের গেটের বাইরে বেরোনোরও পারমিশন নেই। অথচ আমার সব বন্ধুরা কত স্বাধীন। তাই আমি ভাবি একবার বিয়ে হয়ে গেলে আমি নিজের মতো থাকতে পারব। একটু তো স্বাধীনতা অর্জন করব।''

শ্রীতমা বলল, ''বিয়েটা তা হলে তোমার কাইন্ড অফ এসকেপ রুট?''

অগ্নিমিত্রা বলল, ''ইটস নট দ্যাট, হোয়াট ইউ থিঙ্কিং।''

তিস্তা বলল, ''ফ্রম দ্য ফ্রাইং প্যান টু দা ফায়ার, বুঝেছ?''

''দত্ত থেকে সেনে রূপান্তরিত হয়ে তোমার কোনও লাভ হবে ভেবেছ?''

''হরেদরে ওই একই ব্যাপার।''

''এক যদি তুমি বিয়ে করেই লন্ডন চলে যাও, তা হলে ঠিক আছে।''

''সেটা হওয়ার নয় বউদি, ওকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে লাভ নেই!'' বলল শ্রীতমা। ''মনে মনে সবার ইচ্ছে বিয়ের পর তুমি অন্তত বছরখানেক এখানেই থাকবে। এই একবছর ধরে তোমাকে সেনবাড়ির বউ হয়ে ওঠার লেস্‌ন দেওয়া হবে।''

অগ্নিমিত্রা বলল, ''এবার তা হলে কী হবে?''

BanglaBook.org

"মহা ফাঁপরে পড়া গেল, লোকে বিয়ে করতে চায় না, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে স্বাধীনতা হারাতে হবে বলে, আর এ তো দেখি উলটো পুরাণ!"

তিস্তা বলল, "তার মানে নীলকে এমন কিছু একটা প্ল্যান করতে হবে, যাতে বিয়ে করেই পারঙ্গমা লন্ডন চলে যেতে পারে।"

শ্রীতমা বলল, "সত্যি তোমার খুব খারাপ লাগে এত শাসনে থাকতে, তাই না?"

পারঙ্গমা বলল, "একটা খাঁচার মতো মনে হয়।" তারপর সে খুব ভয় পেয়ে বলল, "বাবা যদি জানতে পারে আমি এসব তোমাদের বলেছি?"

"কেউ জানবে না, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।"

"তোমার ফোন নম্বরটা আমায় দাও।" বলল শ্রীতমা। "আর শোনো, যথেষ্ট বড় হয়েছ, একটু রিভোল্ট করো, আরে তোমারই তো বাবা-মা, কখনও কখনও বড়রা এরকম অবুঝ হলে, তাদের সঙ্গে তর্ক করতে হয়, বোঝাতে হয়। তাতে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।"

"ইস! পারঙ্গমাটা যা মাটির মানুষ", বলল তিস্তা।

"এক কাজ করলে হয় না? পারঙ্গমাকে মাঝে মাঝে নিয়ে আমরাও তো বেরোতে পারি? সিনেমায় যেতে পারি, খেতে যেতে পারি!"

শ্রীতমা বলল, "দ্যাট উই ক্যান অলওয়েজ় ডু।"

BanglaBook.org

বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতে মা বলল, "তোকে কী বলছিল নীলের বউদিরা? খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছিল যেন! তুই ওরকম কাঁচুমাচু হয়ে বসেছিলি কেন?"

বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে দুটো কথা বলে ফেলে পারঙ্গমা এমনিই খুব আপসেট হয়ে গিয়েছিল। সে বলল, "ওই ঠাট্টা ইয়ারকি করছিল নীল আর আমাকে নিয়ে।"

"এখনও বিয়ে হয়নি এত ঠাট্টা ইয়ারকির কী আছে?"

তারপর মা ঠামিকে বলল, "দেখেছেন তো মা, ক্লাবে অনেকেই এই বিয়ের ব্যাপারটা জেনে গিয়েছে। যদি কোনও কারণে বিয়েটা না হয়, বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে।"

"আহা হবে না কেন? শুভ চিন্তা করো বউমা।"

পিসি বলল, "মনে হচ্ছে আষাঢ়েই বিয়েটা হয়ে যাবে পারোর। আমার খুব ইচ্ছে ছিল শীতকালে হোক। এই বৃষ্টি-বাদল, প্যাচপ্যাচে গরম, তার মধ্যে সেজেগুজে আনন্দ নেই।"

মা বলল, "বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের 'ত্রিপুরেশ্বরী' বাড়িটা সেন্ট্রালি এয়ার কন্ডিশনড। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কি ওই বাড়ি পাওয়া যাবে?"

BanglaBook.org

আলোচনাটা ঘুরে গেল বিয়ের প্রিপারেশন নিয়ে, সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রাস্তাঘাট দেখছিল। কলকাতার পথবাতিগুলো বছরকয়েক হল বদলে গিয়েছে।

এখন এই আলোগুলোর জন্য রাতের কলকাতাকে মনে হয় মায়াপুরী। ঠিক দেশপ্রিয় পার্কের আগের বাঁ হাতের নির্জন রাস্তাটায় হঠাৎ একটা মেয়েকে দেখে চমকে উঠল পারঙ্গমা। আরে! ওটা আঁধি না? আঁধির সঙ্গে একটা লম্বা মতো ছেলেও রয়েছে। একটা মোটরবাইকের উপর পা তুলে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে ছেলেটা।

আঁধিকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল সে, "আঁধি, আঁধি, দাঁড়াও রামসহায়!" ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। আর মা, ঠামিরা কেউ কিছু বোঝার আগেই গাড়ি থেকে নেমে ওইটুকু পথ প্রায় ছুটে চলে গেল সে কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে। সে দেখলও না গাড়িতে বসে থাকা মানুষগুলো অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সে নামতে নামতেই রামসহায় নেমে পড়ে তার পিছন পিছন আসতে লাগল। বাবা নিজের গাড়ি নিয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। ভাগ্যিস! নইলে...

সে ঠিকই চিনেছিল, ওটা আঁধিই। একটা লাল হাফপ্যান্ট আর সাদা গেঞ্জি পরে দাঁড়িয়ে ছিল। কাঁধে কলেজের ঝোলাটা। পারঙ্গমা খুব কাছ থেকে গিয়ে ডাকল আঁধিকে, "আঁধি তুমি এখানে কী করছ?"

আঁধি ঘুরে তাকাল তার দিকে, "কে? ওহ। তুমি?"

আঁধি এর বেশি কিছু বলল না। কোনও উচ্ছ্বাসও দেখাল না। কিন্তু পারঙ্গমা আগের মতোই খুশি খুশি গলায় বলল, "তোমার কথাই ভাবছিলাম আর তখনই দেখি তুমি।

Banglaboi.org

আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না! তুমি কি এখানেই থাকো? তা হলে তো আমার বাড়ির খুব কাছেই তোমার বাড়ি।''

আঁধির সঙ্গের ছেলেটা লক্ষ করছিল তাকে। ছেলেটা বলল, ''আসলে আমি আর আঁধি মিলে এখানে একটা দোকান খুলছি। তারই কাজ চলছে। আমরা তদারকি করছি। সামনেই ইনঅগারেশন।''

পারঙ্গমা যেমন সরল-সাদাসিধে, সে বলল, ''আপনি কি অনন্য?''

''আপনি? আচ্ছা ওকে! হ্যাঁ, আমি অনন্য। আঁধি বলেছে তোমাকে আমার কথা?''

আঁধি খুব ধীরেসুস্থে বলল, ''ও আমার কলেজে পড়ে। ওর নাম পারঙ্গমা। ওকে আমি নাম দিয়েছি 'বন্দিনী রাজকন্যা।'''

এই কথাটা শুনে পারঙ্গমা বুঝতে পারল তাকে নিয়ে কলেজে যে ধরনের আলোচনা হয় তা থেকেই আঁধি এরকম একটা নাম দিয়েছে তাকে। আঁধির বলার মধ্যে একটা তাচ্ছিল্য ছিল, সে খুব দুঃখ পেল তাতে।

অনন্য বলল, ''ও! তোর 'বন্দিনী রাজকন্যা' কবিতাটা কি ওকে নিয়েই লেখা?''

আঁধি বলল, ''ওই আর কী!''

পারঙ্গমা দেখছিল অনন্যকে। অনন্যকে দারুণ স্মার্ট দেখতে। আর বডি ল্যাঙ্গুয়েজটাও অদ্ভুত। এরকম একটা

BanglaBook.org

ছেলের সঙ্গে সে ইতিপূর্বে কোনওদিন কথা বলার সুযোগই পায়নি। সে বলল, ‘‘আঁধি আমাকে নিয়ে কবিতা লিখেছে?’’

‘‘তোমাকে নিয়ে লিখিনি। তোমাকে দেখে কিছু একটা মনে হয়েছে, তাই নিয়ে লিখেছি।’’

‘‘সেই অনুভব? না অনুভূতি।’’ বলল সে।

হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠল অনন্য। আঁধিও মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

সে বলল, ‘‘আমাকে দেখে তোমার কী মনে হয়েছিল আঁধি?’’

আঁধি বলল, ‘‘তোমার বডিগার্ড তো বিচলিত হয়ে পড়েছে। কাইন্ড অফ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আর ওই গাড়ির মহিলারাও যথেষ্ট অধৈর্য বোধ করছেন, তুমি যাও পারঙ্গমা।’’

সে তাকিয়ে দেখল, সত্যি রামসহায় প্রায় ঘাড়ের উপরই এসে দাঁড়িয়ে আছে কোমরে হাত দিয়ে। ‘‘তোমার কত মজা, তাই না? এত রাত অবধি তুমি একা রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারো। আমারও খুব ইচ্ছে করে। আচ্ছা, আমি যাই, কবিতাটা আমাকে শুনিয়ো!’’

অনন্য বলল, ‘‘অ্যাই পারঙ্গমা, আমাদের দোকানের উদ্বোধনের দিন তুমি এসো, কেমন? দু’জুলাই, সানডে, বিকেলবেলা।’’

BanglaBook.org

"কীসের দোকান?"

"এলেই বুঝতে পারবে, দোকানে জিনিসপত্র কিছুই থাকবে না, তুমি যেরকম ভাবছ।"

সত্যিই পিছনে ফুটপাতের ওপাশে একটা তিনতলা বাড়ির একতলার বিরাট বড় বারান্দাটাকে ঘিরে ফেলে কিছু কাজকর্ম চলছে। মিস্ত্রিদের দেখা যাচ্ছে, মেঝে ঘষার মেশিন চলছে।

"সেকেন্ড জুলাই মানে তো নেক্সট সানডে। আচ্ছা আমি আসব।" বলে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে একরকম ছুটেই ফিরে চলল সে গাড়ির দিকে।

গাড়ির দরজা খুলে ঢুকতে না ঢুকতেই একসঙ্গে অসংখ্য প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হল তাকে।

"বলা নেই, কওয়া নেই, দুড়দাড় করে দৌড়োলি? বাবা বাড়ি পৌঁছে গিয়েছে, ফোন করছে, চিন্তা করছে।"

"কে রে ছেলেমেয়ে দুটো?"

"এত রাতে মেয়েটা ওই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কী করছিল?"

পারঙ্গমা বলল, "ও আমার সঙ্গে কলেজে পড়ে। ওর নাম আঁধি। ও একজন কবি। খুব ভাল কবিতা লেখে।"

ঠামি বলল, "কবিতা লেখে? তাই নাকি? একদিন আনিস তো ওকে বাড়িতে, ওর কবিতা শুনব!"

মা বলল, "মা আপনি মেয়েটার পোশাক দেখেছেন?

BanglaBook.org

অত বড় মেয়ে হাফপ্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে? কলকাতা শহরটা দেখছি নিউইয়র্ক হয়ে গেল!"

পিসি বলল, "এদের বাড়িতে কোনও বাবা-মা নেই নাকি? এত বড় হয়েছে, কতটুকুই বা বয়স, পারোর বয়সিই হবে নিশ্চয়ই, আমাদের সময় সন্ধেবেলা বই-খাতা খুলে পড়ার টেবলে বসত। এখন তো শুনি সন্ধেবেলাটা নাকি শুধু ঘুরে বেড়ানো, আড্ডা দেওয়ার সময়। সন্ধেবেলা কোনও অল্পবয়সি ছেলে-মেয়েকে বাড়িতে খুঁজেই পাওয়া যায় না। চৌরঙ্গির দোকানের সেলসের নিরুপমা বলছিল ওর মেয়ে নাকি রাত দশটার আগে কোনওদিন বাড়িই ফেরে না।"

ঠামি বলল, "কী যুগ পড়েছে! বড়দির নাতনিটারও তো ওই এক ব্যাপার। যখন-তখন বয়ফ্রেন্ড এসে বলছে বেরোবি?"

পিসি বলল, "তুমি বোলো না মা, বড় মাসিদের বাড়িতে কোনওদিনই মেয়েদের শাসন করা হয় না। তোমার মনে আছে, সুজাতাদি একবার কলেজে পড়ার সময় বন্ধুদের সঙ্গে দার্জিলিং বেড়াতে গেল? আমরা তো শুনে হাঁ!"

মা বলল, "পারঙ্গমা, এরকম বন্ধু-বান্ধব তোমার আছে জানতাম না।"

হঠাৎ খুব রেগে গেল সে, "তোমরা বকবকানি থামাবে? আমার বন্ধুবান্ধব কেমন হবে, সেটা আমি ঠিক

BanglaBook.org

করব, তোমরা নয়। আমার যাদের ভাল লাগে তাদের সঙ্গে মিশব।''

''তার মানে তুমি ছেলেদের সঙ্গেও মিশবে?''

''হ্যাঁ, মিশব।''

''না, তুমি যার-তার সঙ্গে মিশবে না।''

''মোটেও আঁধি যে-সে নয়! আর তোমাদের চোখে তো শুধু তোমরাই ভাল।''

''চুপ করো'' বলল মা, ''তোমার রুচি আমাদের জানা আছে। ভাল-মন্দের বিচার তোমার আছে নাকি?''

তারপর আর কেউ একটাও কথা বলল না। গাড়ি থেকে নেমে পারঙ্গমা দুড়দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে উঠে চলে গেল সোজা নিজের ঘরে। তারপর কোনওদিন যা সে করেনি, তাই করল, দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। আর তার কান্নার শব্দ ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত বাড়িতে। ঘটনার আকস্মিকতায় এত হতচকিত হয়ে পড়ল বাড়ির সকলে যে, কেউ পারঙ্গমার দরজা পর্যন্ত ধাক্কাল না, তাকে ডাকল না। কাঁদতে কাঁদতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল, সে নিজেই জানল না।

শুধু ভোররাতে ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসে সে বারবার একটাই কথা বলতে লাগল নিজেকে, একটা ভুলের জন্য তাকে সারাজীবন সবার সামনে মাথা নিচু করে থাকতে হবে? সারাটা জীবন? না কখনওই না, অনেক বছর হয়ে

BanglaBook.org

গিয়েছে। আর এই একটা কথা বলে তাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না কেউ। যথেষ্ট লজ্জিত হয়েছে সে এত বছর ধরে, যথেষ্ট অনুতাপ করেছে। আর নয়। এবার সে আর পাঁচটা তার বয়সি মেয়ের মতো করে বাঁচবে। তাতে বাবা-মা'র আপত্তি থাকলেও কিছু এসে যায় না। আর সে ঠিক করল নীলকেও একদিন সব খুলে বলে দেবে।

এই ঘটনার পর দিনচারেক কেটে গিয়েছে। সেকেন্ড আর থার্ড পিরিয়ডটা ফাঁকা। পারঙ্গমা বিদিশা, অর্চিতাদের সঙ্গে ক্যান্টিনে বসে বসে গরম শিঙাড়া খাচ্ছিল। ক্যান্টিন চালায় চম্পাদি নামের এক মহিলা। তার সঙ্গে তার দুই মেয়েও থাকে, অমলা আর কমলা। লুচি তরকারি, পরোটা, ঘুগনি, শিঙাড়া, চাউমিন, ভেজিটেবল চপ, কেক, বিস্কিট, এগ রোল, চিকেন রোল, অমৃতি, রসগোল্লা অনেক কিছুই পাওয়া যায় ক্যান্টিনে। কিন্তু একমাত্র গরম শিঙাড়াটা ছাড়া পারঙ্গমা কোনওদিনই কিছু খায় না এখানে। এমনকী চায়ের কাপগুলোর চেহারা এমন যে, চা খেতেও কেমন যেন লাগে তার। বন্ধুরা যখন প্রবল উৎসাহে খাবার খায়, তখন সে বড়জোর কমলাদের কাউকে বলে তাকে একটা শিকঞ্জি দিতে। আসলে চম্পাদির ক্যান্টিনের সব খাবারেই সে কেমন একটা গন্ধ পায়। মানে ধরা যাক লুচিতে সে ডিমের আঁশটে গন্ধ পেল। আবার এগরোলে বাসি

BanglaBook.org

তেলের গন্ধ পেল! এই নিয়ে বন্ধুরা তাকে খ্যাপায়। কিন্তু সে মাইন্ড করে না। খ্যাপালেই তো আর হল না, সে যদি খেতে গিয়ে বমি করে দেয়, তখন কী হবে? শিঙাড়াটাই যা এই ক্যান্টিনে ঠিকঠাক।

শিঙাড়ায় কামড় বসিয়ে জিভে ছ্যাঁকা খেয়ে খুব আহ্-উহ্ করছে পারঙ্গমা। এমন সময় ক্যান্টিনের দরজায় দেখা গেল আঁধিকে। বিদিশা ফিসফিস করে বলল, ''অ্যাই আঁধি কাউকে খুঁজছে।''

তাকে দেখতে পেয়ে আঁধি এগিয়ে এল তাদের টেব্‌লে, ''অ্যাই পারঙ্গমা! ক্যান আই টক টু ইউ?''

সে দেখল আঁধি আজকে একটা শকিং পিঙ্ক নেল পলিশ লাগিয়েছে হাতে। জিন্‌সের উপর নেভি-ব্লু শার্ট পরেছে। খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে। সে বলল, ''হ্যাঁ, বলো।''

''অনন্য এসেছে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।''

অর্চিতা, বিদিশারা সব মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। সে প্রথমে শুনে খুব অবাক হল, অবাক ভাবটা গোপনও করতে পারল না। বলে ফেলল, ''অনন্য? আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে?''

''নট এগজ্যাক্টলি, বাট ও এসেছে আর তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।''

কিছু না ভেবেই পারঙ্গমা বলল, ''ওকে! চলো।'' বন্ধুদের সে বলল, ''আমি আসছি একটু, অর্চিতা ব্যাগটা রইল।''

BanglaBook.org

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে আঁধিকে বলল, ‘‘অনন্য কোথায়?’’

‘‘ঠিক কলেজের গেটের বাইরে।’’

‘‘ও কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইল?’’

‘‘ওর বোধহয় তোমাকে খুব ভাল লেগেছে। ও একজন কবি। পুরুষ কবিরা সাধারণত সুন্দরী নারীদের জন্য পাগল হয়, অনন্যর মধ্যে অত্যন্ত বেশিমাত্রায় রয়েছে সেই রূপতৃষা। আর তোমাকে দেখে তো সব ছেলেই ফ্ল্যাট হয়ে যাবে।’’

কথাগুলো শুনে পারঙ্গমার একটা খটকা লাগল। সে বলল, ‘‘তুমি মজা করে বলছ কথাগুলো?’’

আঁধি বলল, ‘‘অ্যাই জানো, তুমি না যা-তা রকম ন্যাকা। আশ্চর্য, তোমার সঙ্গে সেদিন অনন্যর আলাপ হল না রাতে? তারপর কলেজে এসেছে বলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইতেই পারে, এটা তো একটা সাধারণ ব্যাপার।’’

আঁধি একটু থামল, ‘‘আর হ্যাঁ, ও তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়।’’

তারা দু’জনে নীচে নেমে এল। গেটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। তখন হরিশ মুখার্জি রোডে কাতারে কাতারে গাড়ি চলাচল করছে। কলেজ থেকে বেরিয়ে পারঙ্গমা বড়জোর এই এলগিন রোডের দিকে দু’কদম যায়

BanglaBook.org

বন্ধুদের সঙ্গে কাকার দোকানে দোসা খেতে। সে-ও খুব একটা গিয়েছে, এমন নয়। একদিনই গুরুদ্বার পার করে একটা ওষুধের দোকানে গিয়েছিল ব্যান্ড-এড কিনতে। মেন বিল্ডিং-এর কোলাপসিব্‌ল গেটে ধাক্কা খেয়ে কনুইটা ছড়ে গিয়েছিল যেদিন, সেদিন। সঙ্গে অর্চিতা গিয়েছিল অবশ্য। জীবনে সে আজ প্রথমবার এভাবে কোনও ছেলের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। নাহ্! জীবনে প্রথমবার বলাটা ভুল হবে, আর-একবার গিয়েছিল, তার পরিণতি ভয়াবহ হয়েছিল। নিজের উপর সমস্ত কনফিডেন্সই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেই ঘটনার পর। এবার কী হবে, কে জানে!

ঠিক বাসস্ট্যান্ডের নীচে মোটরবাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনন্য। সেদিন রাতে মুখটা অত ভাল করে বুঝতে পারেনি পারঙ্গমা। আজ সে দেখল অনন্যকে দেখতে অসাধারণ সুন্দর। হঠাৎ তার মনে হল এত সুন্দর যুবক আগে সে কখনও দেখেনি। আর সেই সঙ্গেই চকিত বিদ্যুৎচমকের মতো মনে হল নীলকে সে কোনওদিনই সেই অর্থে পছন্দ করে উঠতে পারেনি। তার কারণ নীল কেমন যেন মেয়েদের মতো ফরসা। আর নীলের চিবুকটা একটু উঁচু। আর সেই কারণেই নীলের নীচের ঠোঁটটা কেমন দাঁতের ভিতর ঢুকে থাকে। এই কারণেই কি নীলকে একদম রোম্যান্টিক দেখায় না? প্রকারান্তরে বোকাই দেখায়। এই কারণেই কি নীলকে কোনওদিনই নিজের জীবনের অমোঘ পুরুষ বলে ভাবতে

banglaboi.org

পারে না পারঙ্গমা? আর যদি সে কখনও ভাবার চেষ্টা করে নীল তাকে চুমু খাচ্ছে, তার মনে হয় নীলের ঠোঁট একটা বড় বাধা।

অনেক দ্বিধা নিয়ে অনন্যর সামনে গিয়ে দাঁড়াল পারঙ্গমা। অনন্য তাকে দেখে একমুখ হেসে বলে উঠল, ''কী খবর? কেমন আছ?''

সে বলল, ''হ্যাঁ, ভালই! আপনি?''

''উফ্ঃ! এই আপনিটা যে কী ভাল লাগে শুনতে। তা তুমি এত ঘাবড়ে আছ কেন?''

''কই? ঘাবড়াইনি তো!''

''চলো, এই পাশের কফিশপে বসি!''

রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে কফিশপে বসা অনেক ভাল। সে ওদের সঙ্গে ঢুকে গেল কফিশপে। একটা টেবলে তারা তিনজন বসল।

আঁধি বলল, ''তুই ওকে কী বলবি বলেছিলি?''

''হ্যাঁ!'' বলল অনন্য, ''পারঙ্গমা আমরা কি পরস্পরের বন্ধু হতে পারি?''

সে আমতা আমতা করে বলল, ''বন্ধু? হ্যাঁ।''

অনন্য বলল, ''দেখো, সেদিন রাতে আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম তার পিছনেই আমার বাড়ি। আমার বাড়ির একতলাটার কিছুটা অংশ ভেঙেচুরে আমরা একটা দোকান তৈরি করছি, তোমাকে বলেছিলাম। ওই দোকানটা পাতি

BanglaBook.org

বাংলায় যাকে বলে চায়ের দোকান, আসলে তাই।''

''চায়ের দোকান?'' খুব অবাক হয়ে বলল সে।

''হ্যাঁ, চা পাওয়া যাবে, সঙ্গে সামান্য কিছু খাবারও। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওটা একটা আর্টকে সাপোর্ট করার প্ল্যাটফর্ম।''

''দারুণ একটা ব্যাপার। ওখানে প্রতি বুধবার, শনিবার আর রবিবার বিকেল থেকে নানা ধরনের পারফরম্যান্স হবে। গান-বাজনা হবে, কবিতা পাঠ হবে, নাটক হবে, পেন্টিং-এর এগ্‌জ়িবিশন হবে। ওই যে বারান্দাটা, বাইরের থেকে দেখলে বোঝা যায় না ওটা কত বড়। যারা ওখানে নিজেদের আর্টকে প্রেজ়েন্ট করবে, তারা মূলত বাডিং আর্টিস্ট। আমাদেরই মতো। তারা ওখানে নিজেদের কাজ দেখাতে পারবে বিনা পয়সায়। কিন্তু যারা আসবে দেখতে, তাদের একটা এন্ট্রি ফি থাকবে। তাও অন্যদিন নয়। শুধু যেদিন কোনও পারফরম্যান্স হবে সেদিন। ধীরে ধীরে উই হোপ যে দিস প্লেস উইল বিকাম বিগ। এখানে যে অ্যাক্টিভিটি হবে সেটা হয়ে যাবে টক অফ দ্য টাউন। কিন্তু সেটা তো একদিনে হবে না, আমরা এখান থেকে একটা জার্নালও বের করব। এই যা কিছু আমরা করছি বন্ধুরা মিলে করছি, যারা আর্টকে ভালবাসে বা নিজেরাও ক্রিয়েটিভ কাজকর্ম করে। তোমাকেও আমাদের দলে চাই পারঙ্গমা, ভলেন্টিয়ার হিসেবে।''

BanglaBook.org

"আমি কী করব?" পারঙ্গমা উত্তরোত্তর অবাকই হচ্ছে শুধু।

"তুমি আমাদের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করো। মানে উই কান্ট পে ইউ। বাট তোমার মজা লাগবে। আসলে কী বলো তো, যারা নিজেরা কবিতা লেখে বা গান করে বা হোয়াট এভার, তারা কখনও অরগানাইজ়ার হিসেবে ভাল কাজ করতে পারে না। তাদের নানারকম ইগো প্রবলেম থাকে। তুমি এই কাজটার জন্য একদম উপযুক্ত। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে তোমার পক্ষেই এই কাজটা ভাল করে করা সম্ভব। সে অন্যের কাজকে প্রেফারেন্স দিতে গিয়ে একবারও ভাববে না যে, আমার কাজগুলোই প্লেস করা হচ্ছে না।"

অনন্যর কথাগুলো শুনতে শুনতে অদ্ভুত রোমাঞ্চ হতে লাগল পারঙ্গমার। সবচেয়ে বেশি তাকে উদ্বেল করে দিল, "আমাদের বন্ধুদের মধ্যে উপযুক্ত!" এই বাক্যটা। কাগজে টাগজে পারঙ্গমা পড়ে যে, আজকাল এরকম সব ব্যাপার খুব চালু হয়েছে, কিন্তু সেগুলো সব তার কাছে বহু দূরের পৃথিবীর ব্যাপার। কারা এইসব আর্ট নিয়ে কাজ করে, তাদের কী লাভ হয়? এসব নিয়ে সে কখনও ভাবেনি। অনন্যর কথা শুনতে শুনতে পারঙ্গমার মনে হল, একটা আলো ঝলমলে পরিবেশ, নাচ হচ্ছে, গান হচ্ছে, লোকজন আসছে। একটা নতুন পৃথিবীর দরজা খুলে গিয়েছে তার

BanglaBook.org

সামনে। এই যে আঁধিকে দেখলেই তার মনে হয় আঁধি যেন এক অন্য অজানা পৃথিবীর বাসিন্দা। অজানা জগতে ওর বিচরণ। এখন কি সেই অচেনা জগতে তারও এন্ট্রি হতে পারে? এই যে উদ্দেশ্যহীন একটা পড়াশুনো আর তারপর একটা বিয়ে। কই? বিয়ের কথা ভাবলে তো মনে কখনও ঝড় ওঠে না তার। অথচ অনন্য আঁধি, ওদের সঙ্গে বসে এই নতুন দুনিয়ার কথা শুনতে শুনতে বাস্তবিক কেমন গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

এই মুহূর্তে তার বাড়ির পরিবেশটা কিছু অদ্ভুত হয়ে আছে। মা তাকে সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল, ''অ্যাই, তুই এরকম মুখ গোমড়া করে থাকছিস কেন সবসময়? তোকে কী এমন বলা হয়েছে?''

উত্তরে সে যথেষ্ট তীব্র স্বরে বলেছিল, ''হাসিতে গলে পড়ার মতো কিছু ঘটেছে কি যে, আমাকে হেসে খুন হয়ে যেতে হবে?''

তার এমনতর উত্তরে হকচকিয়ে গিয়েছে বাড়ির সব লোক। পারঙ্গমার এইরকম রূপ কেউ কল্পনাও করতে পারে না। শান্তশিষ্ট, নিরীহ, সব কথাই মেনে চলা মেয়েটার এ কী পরিবর্তন?

BanglaBook.org

আজও সকালে ব্রেকফাস্ট টেব্‌লে পিসি বলছিল, ''এসব কী হচ্ছে? মায়ের সঙ্গে মেয়ের কথা নেই! কী ব্যাপার পারো? মায়ের সঙ্গে তোর প্রবলেমটা কী?''

সে বলে উঠেছিল, ‘‘মায়ের সঙ্গে আমার কোনও প্রবলেম নেই। মায়েরই আমাকে নিয়ে প্রবলেম আছে। সারাজীবন যারা অন্যের ইচ্ছের দাসত্ব করে জীবন কাটায় তাদের একটু সমস্যা হয় অন্যকে স্বাধীন দেখতে। তখন তারা অন্যের স্বাধীনতায় বড় বেশি হস্তক্ষেপ করে, অন্যদেরও নিজের মতো কুয়োর ব্যাং করে রাখতে চায়।’’

মা রেগে উঠেছিল, ‘‘কী? আমি দাসত্ব করি?’’

‘‘আর না তো কী? তুমি নিজে পরাধীন, তুমি আমাকেও নিজের জীবনটা এনজয় করতে দিতে চাও না। তুমি চাও আমিও তোমার মতো দিনের মধ্যে চোদ্দো ঘণ্টা কতগুলো পুতুলকে স্নান করাই, খাওয়াই আর ঘুম পাড়াই। আর সবাইকে বোঝাই যে, দেখো, এই সংসারের ভালর জন্য আমি কত নিবেদিতপ্রাণ। এই সংসারে তোমার আর কোনও মূল্য আছে? একমাত্র এ বাড়িতে আমিই তোমার সাব-অর্ডিনেট। তাই আমার উপর তোমার যত কড়াকড়ি, অ্যাজ ইফ আমি বাড়ির মেড সার্ভেন্টদের মতো। আমাকে শুধু অর্ডার করবে, আমি হুকুম তামিল করে যাব। আর আমার ছোট ছোট আনন্দ, ছোট ছোট ইচ্ছেগুলোকে গলা টিপে মেরে তুমি ভিতরে ভিতরে এই ভেবে শান্তি পাবে যে, তুমিও কাউকে কন্ট্রোল করার ক্ষমতা রাখো।’’

মা ধপ করে বসে পড়েছিল চেয়ারে, ‘‘আমি তোকে এই

BanglaBook.org

কারণে কন্ট্রোল করি? তোকে এসব কে বোঝাচ্ছে? ওই মেয়েটা? ওই নির্লজ্জ পোশাক পরা মেয়েটা?''

''ওর পরার সাহস আছে, ও পরেছে! আমার সাহস থাকলে আমিও পরতাম।''

পিসি বলল, ''পারঙ্গমা, আমি তোর এই কথাগুলো সাপোর্ট করতে পারছি না! তুই মাকে এসব কী যা-তা বলছিস?''

''সাপোর্ট যদি না করতে পারো, তা হলে তোমাদের ভূমিকা চেঞ্জ করো। তা হলে তো আমি বুঝব আমি যা বলছি সেটা ভুল।''

''মানে?''

''মানে আবার কী? আমার এই বয়সে বিয়ে দিচ্ছ কেন তোমরা? কেন আমাকে এরকম খাঁচায় বন্দি করে রেখেছ? আমার বয়সি সব মেয়েরা যা করে, পড়াশুনো করে, বন্ধুদের সঙ্গে হইহই করে। আমাকে কেন সেগুলো থেকে বঞ্চিত করে রেখেছ? এবার তোমরা নিশ্চয়ই ওই চিরঞ্জীবের প্রসঙ্গ তুলে এনে বলবে আমাকে বিশ্বাস করা যায় না। বিশ্বাস করা না গেলে ঠকারো না। আমার কিছু যায় আসে না।''

BanglaBook.org

বাবা সশব্দে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে, ''তুই কি বিয়ে করবি না নাকি?''

মা হঠাৎ বলে উঠল, ''নিজের পিসিকে যে দেখছে

স্বাধীনভাবে ঘুরতে। সেটা দেখেই তো শিখছে। আর যা খুশি তাই করছে।''

পিসি বলল, ''আমি যা খুশি তাই করছি বউদি? আমাকে দেখে ও শিখছে? আমি বিয়ে করিনি বলে? তার মানে বড়দির ওই মর্মান্তিক মৃত্যুটা কোনও ঘটনাই নয় তোমার কাছে?''

ঠামি বলল, ''বউমা তোমার কাছ থেকে এরকম কথা আশা করিনি। তোমার মেয়ে বিগড়ে গিয়েছে বলে তুমি এখন যা খুশি তাই বলছ?''

পিসি কেঁদে ফেলল, ''শেষবার যখন বড়দি এ বাড়িতে এল, আর কিছুতেই শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে চায়নি। বউদিই তখন সবচেয়ে বেশি জোর করেছিল বড়দিকে ফিরে যেতে। পারো, আসল কথাটা কী জানিস? বউদিই দাদাকে কন্ট্রোল করে?''

মা বলল, ''আমার ঠাকুর জানেন আমি তোমাদের কারও কোনও ক্ষতি চাইনি কোনওদিনও। আমি শুধু আমার মেয়েটার কথা ভেবেছি। ভয় পেয়েছি ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে, ও যে ওই চিরঞ্জীব ছেলেটার সঙ্গে দুটো রাত বাড়ির বাইরে কাটিয়ে এসেছে, এ কথা জানাজানি হয়ে গেলে ওর কি আর কখনও বড় পরিবারে বিয়ে হবে? এই ভেবে ভেবে রাতের পর রাত আমার ঘুম হয় না। এখনও আমি দুঃস্বপ্ন দেখি। তুমি তো মা হওনি রত্না, তুমি কী বুঝবে?

BanglaBook.org

তোমরা কী জানো? প্রতিদিন আমি ঠাকুরের কাছে বলি পারঙ্গমার জীবনে যেন আর কোনওদিন ওই ছেলেটার ছায়াও না পড়ে। সেদিন কালীঘাটে পুজো দিচ্ছি, হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা ছেলে একেবারে আমার পাশে এসে দাঁড়াল, আমাকে বলল, 'কাকিমা মেয়ে কেমন আছে? এখন তো কলেজে পড়ে। তাই না?' একদম বস্তির ছেলের মতো চেহারা। আমি পড়ি-মরি করে পুজো ফেলে পালিয়ে এলাম। ওই চিরঞ্জীব ছেলেটা আজও আমাদের জীবনটাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে!''

এই অবধি শুনে বাবা আঁতকে উঠে বলল, ''কই? তুমি তো আমাকে কিছু বলোনি!''

পারঙ্গমা আরও রেগে উঠে বলল, ''ব্যস, তা হলে আর কী, শো-রুমের বন্দুকধারী দারোয়ানগুলোকে এবার আমার পিছনে জুটিয়ে দাও।''

''তোর লজ্জা করছে না এভাবে কথা বলতে?'' ধিক্কার দিয়ে বলে উঠল মা।

''না, আর আমার লজ্জা নেই। আমি আর এসব সহ্য করতে পারছি না! আমি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি। প্রতি পদক্ষেপে তোমাদের কাছে নিজেকে ভাল প্রমাণ করতে করতে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।'' বলে উঠে উপরে গিয়ে রেডি হয়ে সে কাউকে আর একটা কথাও বলার সুযোগ না দিয়ে কলেজে চলে এসেছিল। এবং আশ্চর্য এইসব কথাগুলো

BanglaBook.org

বলতে পেরে কেমন হালকা লেগেছিল তার। মনে হচ্ছিল সে একটা ঘণ্টার মধ্যে অনেক, অনেক বড় হয়ে গিয়েছে।

সে যখন ক্লাসে ঢুকছে তখন শুধু ফোন এল ছোট পিসির। পিসি বলল, "এ বাড়িতে কোনওদিনও এরকম একটা টেনশন তৈরি হয়নি। সবাই সবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, মা তো খুব মন খারাপ করে শুয়ে আছে। আমি এখন বেরোচ্ছি। তোকে একটা কথা বলার জন্য ফোন করলাম। তুই আর যাই করিস পারো, বিয়েতে অমত করিস না! বিয়েটা হয়ে যেতে দে!"

অনন্যর সামনে, মুখোমুখি বসে আছে পারঙ্গমা, এই মুহূর্তে। আর পারঙ্গমার পাশে বসে আছে আঁধি। আঁধির মুখের ভাব সে লক্ষ করতে পারছে না। অনন্যর প্রস্তাবে আঁধির ভূমিকাটা কী? আঁধি তো তাকে তেমন পাত্তা দেয় বলে মনে হয় না তার। এমন একটা হাবভাব করে যেন সে আঁধির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মননের ধারে কাছেও ঘেঁষতে কখনও সক্ষম হবে না। আর সেটা হয়তো সত্যি। তার বড় হওয়ার প্রক্রিয়াটা এত ভিন্ন, পরিবেশটা এত আলাদা! এই মুহূর্তে তার জানতে ইচ্ছে করছে, তার সমবয়সি আঁধির ব্যাকগ্রাউন্ডটা কী?

অনন্য কী একটা বলতে যাচ্ছিল, ফোনটা বেজে উঠল পারঙ্গমার। অর্চিতা ফোন করছে, অর্চিতা বলল, "কী রে?

BanglaBook.org

তুই কোথায় রে? ক্লাস করবি না?''

সে ঘড়ি দেখল, ফোর্থ পিরিয়ডের সময় হয়ে গিয়েছে। সে বলল, ''আসছি।''

''অনন্যটা কে? আঁধির সঙ্গে তোর কবে এত বন্ধুত্ব হল? সব চেপে যাচ্ছিস নাকি?''

''না না! সেরকম কিছু না। আমি ক্লাসে গিয়ে কথা বলছি। এখন রাখছি, বুঝলি?'' কোনওরকমে একটা উত্তর দিয়ে পারঙ্গমা ফোনটা কেটে দিল।

ফোন রাখার পর অনন্য বলল, ''তোমার কাছে একটা প্রস্তাব আছে।''

''বলো।'' এইবার সে অনন্যকে 'তুমি' সম্বোধন করল।

''দেখো, পরের মাস, মানে জুলাই তো পড়েই গেল প্রায়, অগস্টে, বদলেয়ারের মৃত্যুমাসে আমরা বদলেয়ারের দশটা কবিতার উপর দশটা তিন-চার মিনিটের ভিডিয়ো ছবি তৈরি করছি। ৩১ অগস্টেই ওগুলো দেখানো হবে 'অটাম'-এ। 'অটাম' আমাদের প্ল্যাটফর্মটার নাম। তার আগের দিন একটা সেমিনারও হবে বদলেয়ারের উপর। আরও কিছু কিছু প্ল্যান আছে। আঁধিও একটা কবিতার উপর একটা ছবি বানাচ্ছে। আমিও একটা কবিতা খুঁজছিলাম। ডিসাইড করতে পারছিলাম না। তোমাকে সেদিন রাতে দেখে আমার মনে হল কবিতাটা পেয়ে গিয়েছি। তুমি বদলেয়ার পড়েছ?''

BanglaBook.org

সে মাথা নত করল, ''নাহ্!''

হঠাৎ করে আঁধি উঠে দাঁড়াল, ''আমি একটু আসছি।'' আঁধি চলে গেল কোথায়, আর আঁধি চলে যাওয়ার দিকে তাকাতে গিয়ে কাচের দেওয়ালের ওপাশের অনেক নীচে নেমে আসা কালো মেঘ কবলিত আকাশের দিকে চোখ পড়ল পারঙ্গমার। সে দেখল এই মুহূর্তে অনন্যর চোখ দুটোয় সেই কালো মেঘের ছায়া। অনন্যর চোখ দুটো যেন গমগম করছে, তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে অনন্য।

কোনওদিন এরকম একটা দৃষ্টিপাতের পথে পড়ে যাবে সে, পারঙ্গমার ধারণাও ছিল না। আর তার সমস্ত শরীরে শিহরন জাগবে, তাও তার কল্পনার অতীত। সেও মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইল অনন্যর দিকে। আর ভাবল সে একটা ছেলের দিকে এভাবে তাকিয়ে বসে আছে আর কেউ তাকে বাধা দিচ্ছে না? বারণ করছে না? তার চোখ ঢেকে দিচ্ছে না কালো কাপড় দিয়ে? কাচের ওপারে ফুটপাত দিয়ে চলে যাচ্ছে মানুষ। রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে বাস, গাড়ি, ট্যাক্সি আর সে কাউকেই সেই অর্থে ভয় পাচ্ছে না। বা আমল দিচ্ছে না বাইরের চলমান পৃথিবীটাকে।

অনন্য বলল, ''তোমাকে আমি বদলেয়ার পড়াব। 'ইন্টারসেশন' নামক একটা কবিতা নিয়ে তৈরি হবে আমার ছবিটা, 'Angel full of gaiety, do you know

BanglaBook.org

anguish, shame, remorse, tears, sufferings...? Angel full of goodness, do you know hatred?' পারঙ্গমা তুমি তাতে অভিনয় করবে? অ্যাঞ্জেল?'' অনন্য তার চোখের মধ্যে আঁতিপাতি খুঁজল কী একটা। তারপর তার আঙুল স্পর্শ করে বসে রইল নিজের তর্জনী দিয়ে। আর সে হাতটা সরিয়েও নিতে পারল না। অনেকক্ষণ পরে সে বলল, ''আমি পারব?''

''প্লিজ় রাজি হয়ে যাও,'' বলল অনন্য।

অনন্যর চুলটা কোঁকড়ানো, ঘাড় অবধি নেমে এসেছে, পাতলা পাতলা দাড়িতে মুখ ঢাকা। তার সঙ্গে কথা শেষ করে অনন্য ডান হাতের গার্ডার খুলে চুলে একটা ঝুঁটি বাঁধল। পারঙ্গমা হঠাৎ বলল, ''অনন্য তোমাকে জলদস্যুদের মতো দেখাচ্ছে।''

অনন্য হো হো করে হেসে উঠল।

রবিবার দিনটায় সকাল থেকেই শুরু হল ঝোড়ো হাওয়া। রবিবার সমস্ত শো-রুম খোলা থাকে। বাবা আর পিসি নির্ধারিত সময়ে বেরিয়ে গেল একে একে। পারঙ্গমার মধ্যেও সকাল থেকে যেন একটা ঝড় বইছে। দু'-তিনবার সে চেষ্টা করল বাবার কানে কথাটা তুলতে যে, সে বিকেলে বেরোবে। কিন্তু কিছুতেই বাক্যটার উদ্‌গিরণ সম্ভব হল না তার পক্ষে। এই ক'দিনে বাড়ির পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। ব্রেকফাস্ট টেব্‌লে বা

BanglaBook.org

ডিনার খেতে বসে সেই আগের মতো পারিবারিক আড্ডাটা আর তেমন জমে ওঠে না। ছোট পিসি আর মায়ের মধ্যে তৈরি হয়েছে একটা অদ্ভুত দূরত্ব। দু'জনেই দু'জনের সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনে প্রবৃত্ত হচ্ছে না। তার কারণেই যে বাড়িতে একটা অশান্তির আবহাওয়া তৈরি হল, পারঙ্গমা এটা জানে। কিন্তু একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তার মনোভূমিতে। সে ভাবছে, হয়তো এই পরিস্থিতিটাই তার পক্ষে অনুকূল। সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে গেলে সে রাগ দেখাবে কোথায়? রাগ আর জেদ এখন তো এই তার অস্ত্র। শনিবার দিন পারঙ্গমা বাড়ি ফেরার নির্দিষ্ট সময় পার করে বাড়ি ফিরেছে। আড়াইটে নাগাদ মা যখন তাকে ফোন করল সে বলল, ''আমি কলেজেই আছি। আঁধির সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছি।''

'আড্ডা দিচ্ছি' কথাটা বলতে পারাটাই তার কাছে অনেকখানি দুর্বিনীত হওয়া, আগে হলে সে হয়তো বলত, 'বন্ধুদের সঙ্গে বসে গল্প করছি।' তার পরিবারের পরিপ্রেক্ষিতে 'আড্ডা দিচ্ছি' শব্দটার একটু পুরুষালি গঠন। এ বাড়ির মেয়েরা আড্ডা দেয় না, গল্প করে। 'গল্প করার' মধ্যে একটা ছিমছাম, ধীরস্থির, সভ্যভদ্র গন্ধ আছে। আর 'আড্ডা'র মধ্যে আছে একটা হইহই কাণ্ড, একটা উড়ো উড়ো ব্যাপার, একটা রক, রাস্তার ভাব, যা এ বাড়ির মেয়েকে একেবারেই মানায় না। সত্যি বলতে আঁধির সঙ্গে

BanglaBook.org

এই গত দু'-তিনদিনে যতটুকু মিশেছে পারঙ্গমা, বুঝতে পেরেছে একই বাংলা ভাষায় কথা বললেও আঁধি আর পারঙ্গমার ডিকশনারি আলাদা। খুব ভাবনা-চিন্তা করে নয়, এমনিই, ইনস্টিংক্ট দিয়েই পারঙ্গমা বুঝতে পারছে তার শব্দচয়ন রীতিটার মধ্যে মিশে আছে একটা মেয়েলিপনা আর আঁধি যেভাবে কথা বলে, তাকে মেয়েলি বা পুরুষালি না বলে বলা যায় তার মধ্যে একটা স্বাধীনতার ঝাঁজ আছে! আঁধি 'প্লিজ়' বা 'সরি' জাতীয় শব্দগুলো একেবারেই ব্যবহার করে না। পারঙ্গমাকে না দেখে শুধু তার কথা শুনেই যে-কোনও বিচক্ষণ লোক বলে দেবে পারঙ্গমা রুল্‌ড হতে, গাইডেড হতে, সাজেস্টেড হতেই জন্মেছে। আর আঁধির কথা শুনলেই বোঝা যাবে আঁধিকে কখনও শাসন করা যাবে না, কখনও নির্দেশ দেওয়া যাবে না, পরামর্শ দেওয়া যাবে না। এমনকী আঁধির মতো মেয়ের সঙ্গে 'বাবা', 'বাছা' বলে কথা বলাও মুশকিল। সে আর আঁধি এক ধাতুতে তৈরি নয়। তাদের প্রকৃতি এক নয়। তবু পারঙ্গমার অচেতন মন কোথাও একটা আঁধির মতো হয়ে উঠতে চাইছে। আঁধিকে অনুসরণ করছে। 'বসে বসে আড্ডা দিচ্ছি' বলার পর ও প্রান্তে মা একটু চুপ করে থেকে বলল, ''কখন ফিরছ তা হলে?''

আর সে বলল, ''বেশি দেরি হবে না।'' এই কথাটা

BanglaBook.org

বলার সময় সে আর মুখচোরা মেয়েটা থাকল না। বেশ ক্যাজুয়ালি বলে দিল কথাটা।

"বাই।" বলে ফোন রেখে দিল মা, এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হয়েছিল তাকে নিয়ে বছরের পর বছর ভয়ে ভিতু হয়ে থাকা মাকে সে অকারণে কষ্ট দিচ্ছে। পর মুহূর্তে সে এই চিন্তাকে বাতিল করে দেয়। এবং সে মিথ্যেও বলেনি। আঁধির সঙ্গেই সায়েন্স বিল্ডিং-এর সিঁড়িতে বসে ছিল তখন পারঙ্গমা। আর আঁধি কলেজ ছুটির পর অপেক্ষা করছিল মেহেরুন্নিসার জন্য। মেহেরুন্নিসা গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের ছাত্রী। এই মেহেরুন্নিসা আর প্রতাপ নামের ছেলেমেয়ে দুটোই 'অটাম'কে ইনঅগারেশনের জন্য ভিতরে-বাইরে সুসজ্জিত করে তুলছে। আর এই প্রথম রহস্যের আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখা আঁধি তার সঙ্গে একটু বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করছিল। সে দুম করে জিজ্ঞেস করে বসল আঁধিকে, "সেদিন যখন অনন্য আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি বদলেয়ার পড়েছি কি না, তখন তুমি হঠাৎ রেগেমেগে উঠে চলে গেলে কেন?"

আঁধি বলল, "আমি একটু জেলাস ফিল করছিলাম।"

"কেন?"

"মনে হল ও তোমাকে অকারণে এত গুরুত্ব দিচ্ছে, অকারণে দলে টানছে। মনে হচ্ছিল এই কাব্য, শিল্প, সাহিত্যে মানুষকে এরকম জোর করে দীক্ষিত করে তোলার

BanglaBook.org

কোনও মানে হয় না। বদলেয়ারকে তো নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়। যেমন বাংলা কবিতাকে আমি নিজেই খুঁজে নিয়েছিলাম।''

''কীভাবে?'' খুব উৎসুক হয়ে জানতে চাইল পারঙ্গমা।

''আমার বাবা-মা'র ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পর আমি শিলং-এর একটা কনভেন্ট স্কুলে পড়তে গিয়েছিলাম। ইউ নো বোর্ডিং স্কুল? আর আমার হস্টেল সুপার ছিলেন বাংলা সাহিত্যের পোকা। প্রচুর কবিতার বইও পড়তেন। দ্যাটস দ্য ওয়ে আই স্টার্টেড রিডিং বাংলা কবিতা। প্রথম প্রথম তো মিস বিশ্বাস আমাকে পড়ে শোনাতেন। আর আমি রোজ ওঁকে বিরক্ত করতাম, আরও পড়ুন, আরও, আরও, আরও... দেয়ার হ্যাজ় টু বি আ প্যাশন ফর আর্ট পারঙ্গমা।''

''আর আমার, তোমার কবিতা ভাল লাগাটা কি কিছুই না?''

আঁধি হেসে উঠেছিল তার কথায় আর সেই সময়ই ফোন এল মেহেরুন্নিসার, বাইরে ওয়েট করছে। আঁধি একবারও 'যাই'-ও বলল না। মেহুয়ন ওখানে বসেই ছিল না, এইভাবে উঠে চলে গেল। কোনও বন্ধু বা নিদেনপক্ষে কোনও পরিচিতের পাশ থেকে এভাবে উঠে চলে যেতে পারঙ্গমা কখনও পারবে না।

রবিবার দিন এভাবে ছটফট করতে করতে অপরাহ্ণের পর

BanglaBook.org

ধীরে ধীরে তৈরি হল পারঙ্গমা বেরোনোর জন্য। কী ভেবে একটা শাড়ি পরল সে, হ্যান্ডলুমের শাড়ি। সঙ্গে কালো ব্লাউজ। কানে দুটো রুপোর ঢোল ঝোলাল। এ বাড়িতে রুপোর গয়না পরা কেউ পছন্দ করে না। বলে, 'কী স্টাইল ওটা? দেহাতিদের মতো ভারী ভারী রুপোর গয়না পরা?' দক্ষিণাপণ থেকে কিনেছিল পারঙ্গমা শখ করে, পরেনি কখনও। এ বাড়িতে শাড়ি পরলেই সবাই বলে, 'একটা ছোট্ট টিপ দে কপালে।' সে আজ কোনও টিপ পরল না। তার সাজটা হল অনেকটা বিউটি কনটেস্টের দিন আঁধির সাজের মতো। কিন্তু সে নিজেই বুঝতে পারল এই সাজটায় তাকে সেই একই রকম লাবণ্যে ঢলঢল দেখাচ্ছে। নির্ভীক, চিন্তনশীল নারী দেখাচ্ছে না মোটেও। সেজেগুজে সে ফোন করল রামসহায়কে, ''আমি বেরোব।''

''ঠিক হ্যায় বেবি,'' বলল রামসহায়।

তখন সাড়ে চারটে বাজে। অনন্য তাকে একটু আগেই যেতে বলেছে। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সে মায়ের ঘরে গেল, শুয়ে শুয়ে টিভি দেখছিল মা। তাকে কিছু বলতে হল না। মা তাকে দেখেই উঠে বসল সটান, ''কোথায় যাচ্ছ?''

পারঙ্গমা যতদূর সম্ভব ব্যাখ্যা করল কোথায় যাচ্ছে।

''আগে তো বলিসনি?'' বলল মা।

সে সঙ্গে সঙ্গে রেগে উঠে বলল, ''আমি জানি তোমরা

BanglaBook.org

আমাকে যেতে দেবে না, একটা না একটা ফ্যাকড়া তৈরি করবে। কিন্তু আমি শুনব না, আমি যাব।''

মা বলল, ''এক দঙ্গল ছেলেমেয়ের মাঝখানে তুমি যাবে? বাবাকে বলতে হবে না? এসব করে কী লাভ?''

''লাভ আবার কী?''

''তুমি নাচোও না, গানও করো না, তোমার ওর মধ্যে গিয়ে জোটার কী আছে?''

''ওরা আমার বন্ধু। আমার ওদের সঙ্গে থাকতে ভাল লাগে মা।''

''কে বন্ধু! কী বন্ধু? ছেলেরা তোমার বন্ধু হয় কী করে? আর কবে হল এসব বন্ধুরা?''

''একই কথা বলে যাচ্ছ তুমি। আমি আসছি।''

''তুমি যাবেই?''

''হ্যাঁ।''

''এতদূর স্পর্ধা?''

মা নেমে এল তার পিছন পিছন। মায়ের গলার আওয়াজ কখনও চেঁচামেচির পর্যায়ে পৌঁছোয় না। মা রেগে গেলে আরও চাপা হয়ে যায় কণ্ঠস্বর। তবু মায়ের সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েই ঠামি বেরিয়ে এল নিজের ঘর থেকে। দোতলাতেই বলাকাদির ঘর। বলাকাদিও সিঁড়ির চাতালে এসে দাঁড়াল। পারঙ্গমা বুঝতে পারছিল পুরো ব্যাপারটাই একটু অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। তবু সে নিজের অ্যাটিটিউড

BanglaBook.org

পালটাল না। একতলার সিঁড়িতে মা ধরে ফেলল তাকে। মা হাঁপাচ্ছে, তিনতলা থেকে নেমে আসতে মুখ লাল হয়ে গিয়েছে মায়ের। মা তার হাত ধরতেই সে তীব্রস্বরে বলে উঠল, ‘‘কী হচ্ছে? আমাকে ছাড়ো।’’

মা বলল, ‘‘পারো! তুই কি কারও সঙ্গে প্রেম করছিস? নীলদের আমরা কী বলব?’’

সে ধপাস করে বসে পড়ল সিঁড়িতে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে সে বলে উঠল, ‘‘সত্যি যদি করি, তোমরা কিছু করতে পারবে?’’ বলে দৌড়ে গাড়িতে উঠে পড়ল পারঙ্গমা।

‘অটামে’র সামনে পৌঁছেও সে চট করে গাড়ি থেকে নামতে পারল না। নিজেকে ধাতস্থ হওয়ার সময় দিতে সে রামসহায়কে বলল, ‘‘তুমি গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াও রামসহায়। আমি একটু পরে নামছি।’’ রামসহায় নেমে যেতে পেপার ন্যাপকিন দিয়ে চোখ মুখ ভাল করে মুছল সে। শাড়ি ঠিক করল। সে ভাবছিল এইভাবে বেরিয়ে আসার পর কী কী ঘটতে পারে বাড়িতে। মা কি বাবাকে ফোন করবে? বাবা কি এখানে চলে আসবে রামসহায়কে জিজ্ঞেস করে? কোনও সিন ক্রিয়েট করবে বাবা? তাকে কি জোর করে বাড়ি নিয়ে যাবে? আর তারপর? তারপর কি বাড়ি থেকে বেরোনোই বন্ধ হয়ে যাবে তার? এর বেশি আর কী হতে পারে? ওরা তো কোনওদিন বুঝবে না যে, সে কোনও অন্যায় কিছু করছে না, বাবা-মাকে ঠকাচ্ছে না।

BanglaBook.org

কার কাছে নালিশ করবে পারঙ্গমা বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে? কেউ নেই তার পক্ষে দাঁড়ানোর, তার হয়ে একটা কথা বলার।

দূর থেকেই পারঙ্গমা দেখতে পেল 'অটামে'র সামনে তারই বয়সি অসংখ্য ছেলেমেয়ে ভিড় জমিয়েছে। কী সুন্দর করে সাজানো হয়েছে 'অটাম'কে, আলো দিয়ে! একজন বিখ্যাত পেন্টার, একজন বিখ্যাত কবি, আর-একজন বিখ্যাত রক ব্যান্ড-এর গায়ককে ডেকেছে অনন্যরা ইনঅগারেশনে। তাদের দেখতেই কি রাস্তায় লোকজন উঁকিঝুঁকি মারছে এরকম? পারঙ্গমা আস্তে আস্তে নামল গাড়ি থেকে। রামসহায়কে বলল কাছেপিঠেই গাড়ি রাখতে। সে জানে রামসহায় গাড়ি রেখে ঠিক 'অটামে'র উলটো ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকবে। থাকুক।

সে প্রবেশ করল এর-ওর পাশ কাটিয়ে ভিতরে। কত লোকজন, তাদের মধ্যে দুটো চেনা মুখ খুঁজে পেতে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেল তার কপালে। একা একা সে তো কখনও কোনও গ্যাদারিং-এ যায়নি। সে আঁখিকে দেখতে পেল, একটু দূরে, অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। সেই দিকে এগিয়ে যাবে। অন্য কোথা থেকে এসে হাতটা ধরে ফেলল তার। "অ্যাই পারঙ্গমা? কখন এলে? এসো, এসো, তোমার সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিই।"

আট-দশজন ছেলেমেয়ের একটা জটলার সামনে তাকে

BanglaBook.org

নিয়ে গেল অনন্য। তাদের কারও নাম রূপসা, কেউ ঊর্মিলা, কেউ কৌস্তুভ, সকলেই কবিতা লেখে। অনন্য তার পরিচয় দিল, ‘‘আমাদের কো-অর্ডিনেটর পারঙ্গমা।’’

যত সময় যেতে লাগল, পারঙ্গমা ভুলে গেল বাড়িতে তার জন্য একটা জটিল পরিস্থিতি অপেক্ষা করে আছে। ভুলে গেল যে, সে জেদ করে, ঝগড়া করে বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে। এই সন্ধেটা শেষ হলে তাকে বাড়িতেই ফিরতে হবে। ধীরে ধীরে সে মিশে গেল মানুষজনের মধ্যে। কয়েকটা পোস্টার তখনও টাঙানো বাকি ছিল। সে মেহেরুন্নিসার সঙ্গে হাত লাগাল সেগুলো টাঙাতে। কোমরে আঁচল গুঁজে উঠে গেল টুলে। অনন্য তাকে বলল, ‘‘গেস্টদের সবাইকে কফি দিতে হবে পারঙ্গমা। একটু প্যান্ট্রিতে গিয়ে দেখো প্লিজ়।’’ সে একতলার পিছনদিকের প্যান্ট্রিতে ছুটল। অনন্যর এক বন্ধু আর্কিটেকচার পড়ে। সে দায়িত্বে ছিল কফি বানানোর, পারঙ্গমা সেই অমরজিতের সঙ্গে হাত মেলাল কফি তৈরিতে। তারপর দু’জনে মিলে তারা কফি বিতরণ করল সবার মধ্যে। এই করতে গিয়ে তার শাড়িতে কফি পড়ে গেল। আর অমরজিৎ তাকে প্যান্ট্রিতে নিয়ে গিয়ে ধুয়ে দিতে লাগল শাড়ির কুচি। ওই সহজ সাবলীল, অনায়াস ব্যবহার খুবই মুগ্ধ করল পারঙ্গমাকে। আজ আঁধির ব্যস্ততাই সবচেয়ে বেশি। গেস্টরা এসে পড়ল একে একে। আঁধি গেস্টদের এনে বসাচ্ছে ভিতরে। তাদের

BanglaBook.org

সঙ্গে কথা বলছে, স্বভাবজাত গাম্ভীর্য ভুলে হেসে উঠছে। একসময় আঁধি তাকে ধরে ফেলে বলল, ''পারঙ্গমা তোমাকে কিন্তু অ্যানাউন্স করতে হবে, তুমিই তো কো-অর্ডিনেটর।''

''আমি?'' আকাশ থেকে পড়ল পারঙ্গমা।

''অফকোর্স।''

সত্যি সত্যি সবাই যখন একটু সেট্‌ল ডাউন করেছে, তখন পারঙ্গমাকে ধরিয়ে দেওয়া হল মাইক আর একটা কাগজ। পারঙ্গমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল। কিন্তু শেষ অবধি পারঙ্গমা ঘোষণা করল, ''নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা, আমাদের মাননীয় অতিথি কবি কিংশুক নিয়োগী, চিত্রকর চম্পক অধিকারী, এবং বাংলা ব্যান্ড 'হ্যালুসিনেশন'-এর লিড সিঙ্গার রক্তিম দত্তসহ আমাদের সমস্ত বন্ধুদের, আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের আজ এখানে উপস্থিত থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমি পারঙ্গমা দত্ত। এবং একে একে 'অটাম'-এর মেম্বারদের সবাইকে এখানে আসতে আহ্বান জানাচ্ছি। যারা 'অটাম' নামক এই আর্ট প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছে এবং দিবারাত্র পরিশ্রম করে 'অটাম'কে বাস্তবায়িত করে তুলেছে।'' কোনওরকমে ঘোষণাটা করে একে একে আঁধি, অনন্য, প্রতাপ, মেহেরুন্নিসা, সঞ্জয়, অভিমন্যু, সমরজিৎ, অর্চি, তৈমুর, ইউজিন, এরকম আরও নাম ডেকে সকলকে

BanglaBook.org

জড়ো করে ফেলল তার চারপাশে। হইহই করে শুরু হয়ে গেল 'অটামে'র কার্যক্রম। একসময় অনন্যর হাতে মাইক তুলে দিল সে। অনন্য ব্যাখ্যা করল কেন একজন কবি প্রথমে 'অটামে'র কথা ভেবেছিল। বিশদে বলল, 'অটাম' কী ভূমিকা নিতে চেয়েছে, চাইছে। এরপর আবার পারঙ্গমার হাতে মাইক। সে বিশিষ্ট অতিথিদের কিছু বলার জন্য ডাকল। তাদের বলা শেষ হয়ে গেলে প্রজেক্টরে পাঁচ মিনিটের একটা ছবি দেখানো হল, যার নাম 'অটাম'। পিছনে পাঁচটা কণ্ঠস্বরে কবিতা পাঠ চলছে। যাদের মধ্যে অনন্য আর আঁধির কণ্ঠস্বর চিনতে পারল পারঙ্গমা। নিজের সীমিত বোধ দিয়ে বুঝতে পারল, একটাই কবিতা যেন পাঁচজন মিলে পড়ল ভাগ করে করে। কবিতাটা শুরু হল এইভাবে,

"অচেনা দুটো গাছ পাশাপাশি জর্জরিত হল,
বৃষ্টি শুরু হলে দু'জনেই গোপনে দু'জনকে দেখে,
একজন কলমকারি পাতা, অন্যজন ম্যানগ্রোভ জাত,"

BanglaBook.org

সবাই চুপ করে শুনছে, কেউ কোনও শব্দ করছে না, পারঙ্গমা বুঝতে পারছে না কবিতাটার মানে। কিন্তু দৃশ্য আর কাব্য মিলেমিশে যে ঘোরটা তৈরি হচ্ছে, সে সেই ঘোরের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল ক্রমশ। ছবির মধ্যে বারবারই

একটা মেয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। এই ফুটপাত থেকে অন্য ফুটপাতে যাচ্ছিল। কখনও একা, কখনও অনেকের সঙ্গে। কখনও একজন ট্র্যাফিক পুলিশের হাত ধরে, বারবার এই রাস্তা পার হওয়ার দৃশ্যটা ভেসে উঠছিল পরদায়। ছবিটা শেষ হওয়ার পরও পারঙ্গমার মনের মধ্যে তুফান তুলল শেষ লাইনটা,

"তোমার কুকুরের নাম চেঙ্গিস খাঁ/ আমার কোনও নাম নেই মায়া/ বেজন্মার মতো তোমার গায়ের ঘ্রাণ শুঁকে এ পাড়ায় থেকে গিয়েছি অন্য কারণে!"

রাত বাড়ছিল। 'অটাম'-এর শেষ অনুষ্ঠান হল 'আমার ভিতর ও বাহিরে/ অন্তর অন্তরে/ আছ তুমি হৃদয় জুড়ে' এই গানটা। সবাই সমস্বরে গাইছিল গানটা, হাতে হাতে মোমবাতি জ্বালানো হল। অনন্য তাকে বলল গাইতে। শুনে শুনে সেও গলা মেলাল সকলের সঙ্গে। একে একে তারপর বিদায় নিল সকলে। যে ক'জন রয়ে গেল তারা সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছে ভিতরের একটা ঘরে। হঠাৎ আঁধি তাকে বলল, "অ্যাই পারঙ্গমা, আমরা এখন গাঁজা খাব, তুই খাবি?"

BanglaBook.org

এই ঘটনার পর এক মাস কেটে গিয়েছে। পারঙ্গমা এখন অনেকটাই স্বাধীন হয়ে গিয়েছে বলা যায়। এখন আর

বাড়িতে কেউই তাকে তেমন কিছু বলে না। কদাচিৎ সে কোথায় যাচ্ছে বা কাদের সঙ্গে মিশছে এই নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এখন পারঙ্গমা অনেক সময় গাড়ি ছাড়াই বেরিয়ে যায় পথে-ঘাটে। কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমায় যায় বা সোজা কলেজস্ট্রিট কফিহাউসে যায় অনন্যদের সঙ্গে। কোন বাস কোথায় যাচ্ছে এসব যদিও সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কিন্তু জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়। মেট্রোতেও ইদানীং দিব্যি যাতায়াত করতে পারে সে। লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতে তার ভালই লাগে। এই লাইনে দাঁড়ানোর অনুভূতিটা পারঙ্গমা বেশ এনজয় করে। টিকিট কেটে ব্যালেন্স ফেরত নেওয়ার সময় কেউ তাকে নোংরা নোট দিলে সে বলে ওঠে, 'এটা চেঞ্জ করে দিন তো।' আগে ওই কথা বলতে হলে সে লজ্জা পেত। এই তো সেদিন অর্চিতার সঙ্গে নিউমার্কেটে গিয়ে অনেক ঘুরে ঘুরে সামান্য দু'-একটা জিনিস শপিং করে মেট্রোর গলিতে ফুচকা খেল। ইতিমধ্যে অটামের কো-অর্ডিনেটর হিসেবেও সে যথেষ্ট অ্যাডজাস্ট করে ফেলেছে। এই এক মাসে দুটো বড় ইভেন্ট হয়ে গিয়েছে অটামে। ঠিক যেমনটা ভাবা হয়েছিল, সপ্তাহে তিনটে করে অনুষ্ঠান, তেমনটা ঠিক এক্ষুনি করে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না অটামের পক্ষে। সপ্তাহে তিনটে করে অনুষ্ঠানের জন্য অটামের মেম্বারদের চব্বিশ ঘণ্টাই অটামের পিছনে সময় দিতে হবে। সে তো মুশকিলের কথা, কারণ

BanglaBook.org

মেম্বাররা সবাই কম-বেশি ছাত্র, তাদের পড়াশুনো আছে। তবে চায়ের দোকানটা ভাল মতো জমে গিয়েছে এই এক মাসেই। অনন্যর এক মামাতো দাদার বিরাট ক্যাটারিং-এর বিজ়নেস। তিনি আপাতত লোকজন লাগিয়ে প্যান্ট্রিটা চালু রেখেছেন। এখন দুপুর দুটো থেকেই বারান্দাটার চেয়ার-টেব্‌লগুলো ভরে ওঠে। হট, কোল্ড চা, কফি, চিকেন বা ভেজ স্যান্ডউইচ ছাড়াও আরও দশ-বারোটা খাবারের আইটেম পাওয়া যায়। তবে প্রতিদিন সন্ধে ছ'টা, সাড়ে ছ'টা থেকে কবি, সাহিত্যিকদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায় অটামে। ইভেন্ট থাকুক বা না থাকুক, রাত দশটা সাড়ে দশটা অবধি আড্ডা, গান বাজনা, কবিতা পড়া সব মিলিয়ে জায়গাটা জমজমাট হয়ে থাকে। টিউশন না থাকলে কলেজ থেকে বাড়ি গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে প্রায় দিনই পারঙ্গমা হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে 'অটামে'। এখন পারঙ্গমার বিছানায়, টেব্‌লে, এখানে-ওখানে যত্রতত্র কবিতার বই ছড়ানো-ছিটানো। কবিতা পড়ার আনন্দে সে সারাক্ষণ বুঁদ হয়ে থাকে। দেশি-বিদেশি অনেক কবির সঙ্গেই তার পরিচয় ঘটে গিয়েছে এখন। আঁধির কবিতার বই 'ফস্টিবস্টি' আর অনন্যর কবিতার বই 'চিতাবাঘ' এই দুটো বই তার ব্যাগেই থাকে সবসময়। অন্য বোদ্ধাদের মতোই মাঝে মাঝে তরুণ কোনও কবির কবিতা পাঠ চলাকালীন সে খুব গভীরস্বরে বলে ওঠে,

BanglaBook.org

"রাতুল, তোমার 'অনেকদিন দেখা হয়নি' কবিতাটা আর-একবার পড়বে?"

এরই মধ্যে একদিন অনন্য তাকে বলল, "পারঙ্গমা তোমার হোয়াইট গাউন আছে? প্রেফারেবলি শিফনের?"

সে বলল, "হোয়াইট গাউন? না নেই তো। কেন?"

"পরশু দিন তোমাকে নিয়ে বদলেয়ারের ওই কবিতাটা শ্যুট করব। তোমাকে একটা সাদা গাউন পরাতে চাই। উইথ ফ্রিলস্ অ্যান্ড অন।"

সে বলল, "জোগাড় হয়ে যাবে।"

সেদিন কলেজ থেকে বেরিয়ে ফোরামে ঘুরে ঘুরে তেমনই একটা পোশাক কিনে ফেলল পারঙ্গমা। অনন্য একটা প্রিন্ট আউট দিয়েছিল বদলেয়ারের ওই কবিতাটার, বাড়ি ফিরে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে গাউনটা পরল সে। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কবিতাটা আবৃত্তি করল বিড়বিড় করে,

"Angel full of beauty, do you know wrinkles, and the fear of growing old, and the hideous torment of reading the secret horror of fidality in eyes where our eyes so long drank greedily? Angel full of beauty, do you know wrinkles?"

এখন অনেক রাত, সে ফোন করল অনন্যকে, "অনন্য,

BanglaBook.org

এই কবিতাটা নিয়ে আমার কিছু বলার আছে।”

অনন্য বোধহয় গাঁজা টাজা খেয়েছিল, কেমন ঘুমঘোরে বলে উঠল, “বলো।”

সে বলল, “অনন্য, তুমি প্রথম দিন অটামের সামনে আমাকে একবার দেখেই কি ভেবে নিয়েছিলে এই কবিতাটার জন্য তুমি আমাকে ব্যবহার করবে? কেন তোমার এ কথাটা মনে হয়েছিল?”

অনন্য বলল, “তুমি কবিতাটা ভাল করে পড়ো, তা হলেই বুঝতে পারবে, এখন তো কবিতা তুমি বেশ ভালই বুঝতে পারো। কত ইন্টারঅ্যাক্ট করো আমাদের কবিদের সঙ্গে।”

“অনেকবার পড়লাম তো।”

“তা হলে বোঝা উচিত।”

“আমাকে দেখে তোমার তাই মনে হয়েছিল? এখনও তাই মনে হয়? লজ্জা, বিষণ্ণতা, অশ্রু, যন্ত্রণা, জ্বর, অসুখ, মৃত্যু কিছুই আমি বুঝি না? জানি না?”

“কী করে বুঝবে? সবাই জানে তুমি সহজ, সরল একটা মেয়ে। তোমার মধ্যে দুঃখ-কষ্টের বোধ কিছুই নেই। তোমার জীবনটা এত স্মুদ। ঘাত-প্রতিঘাতহীন। তোমাকে দেখলে প্রতিদিন ওই এঞ্জেলের কথাটাই মনে আসে আমার। আর মনে হয় তোমার ভিতর বয়ে যাওয়া বিশুদ্ধ আলোটা আমি গেলাসে ঢেলে পান করি। এই নির্মলতার

BanglaBook.org

জন্যই তো আমাদের মাঝখানে তোমাকে টেনে এনেছি।

"তুমি কিছু জানো না অনন্য। না আমি বিশুদ্ধ, না আমি নির্মল। আমি শুধু গোপন করতে পারি সার্থকভাবে আমার অন্তরটা! তোমরা তাই আমাকে চিনতে ভুল করো।"

অনন্যর ঘোরটা বোধহয় কেটে গেল, "কী গোপন করেছ?"

"লজ্জা, অসুখ, ভয়।"

"কীসের লজ্জা?"

"আমি একটা বাজে মেয়ে অনন্য। ক্লাস এইটে আমি একটা বস্তির ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলাম। ছেলেটা গুন্ডা, মস্তান টাইপ ছিল। খুব মস্তানি করত আমার স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে। মারপিট করত। আর আমার সেটাই ভাল লাগত। ওই 'র' অ্যাপিলটা। তোমার মধ্যে ওইরকম একটা ব্যাপার আছে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি তোমার প্রেমে পড়ে গিয়েছি। কিন্তু এখন আমি জানি তুমি আসলে জলদস্যুটস্যু নও। ওটা তোমার সাজ। যেমন আঁধি! রুড হওয়া, রুথলেস হওয়া, বোহেমিয়ান হাবভাব, কবিতা লেখা, যেমন খুশি জীবনযাপন। সব কিছুই ভেবেচিন্তে ঘটছে, কিন্তু ভিতরে আঁধির ওয়ে অফ লাইফ তা নয়। আঁধির বাড়িতে একদিন গিয়েছিলাম। ওর ঘরটা টিপটপ করে গোছানো। বইপত্তরের গায়ে কোনও ধুলো নেই। পরিপাটি করে রাখা। ঘরের কোথাও একটা সিগারেটের

BanglaBook.org

ছাই পর্যন্ত পড়ে নেই। ও পাপোশে পা মুছে বিছানায় ওঠে। তোমার বা আঁধির জীবনে কোথাও কোনও ক্রাইসিস নেই। অথচ কবিতায় তোমরা কত প্রলাপ লেখো।''

অনন্য রেগে উঠল, ''এটা কিন্তু ঠিক নয় পারঙ্গমা। তুমি হয়তো ভাবছ তুমি এই ক'দিনেই খুব কবিতা বুঝে গিয়েছ। কিন্তু সেটা তোমার ভুল।''

সে বলল, ''আচ্ছা অনন্য, এঞ্জেল হলেই তাকে সাদা ফুরফুরে গাউন পরতে হবে? তোমার কি মনে হয় না তোমাদের অটামের সামনে দেশপ্রিয় পার্কের বেঞ্চে যে পাগলিটা দিন নেই, রাত নেই, ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে শুয়ে থাকে, যে যায় তাকে দেখেই হাসে, হাতছানি দেয়, ওই আসলে একটা এঞ্জেল। যার মধ্যে সুখ-দুঃখের বোধ নেই, লজ্জা-শরম নেই, জ্বরা, বার্ধক্য, মৃত্যুচিন্তাহীন ওর জগৎ। তুমি কেন ওর মধ্যে সেই আলোটা দেখতে পেলে না?''

অনন্য বলল, ''পারঙ্গমা, এটা আমার প্রজেক্ট। তোমার নয়, সো ডোন্ট সাজেস্ট।''

''আচ্ছা অনন্য, তোমার কী মনে হয়? নীলকে, মানে আমার উড বি হাজ্‌ব্যান্ডকে আমার সব জানানো উচিত? এই আমার ক্লাস এইটের পদস্খলন বিষয়ে... ওরা একটা খুব বড় রেসপেক্টেড ফ্যামিলি। তোমার কি মনে হয় কলঙ্ক লুকিয়েই আমার বিয়েটা করা উচিত?''

BanglaBook.org

অনন্য রাগ রাগ গলায় বলল, "নো, তোমার অনেস্ট হওয়া উচিত। তোমার ওকে সব জানানো উচিত। মিথ্যের উপর সম্পর্ক তৈরি করা উচিত নয়।"

"কিন্তু আমি ঠিক করেছি ওকে কিছুই বলব না। লুকোব, গোপন করব, এই ভয়টা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে যে, নীল বা ওর পরিবার একদিন এটা জেনে যেতে পারে। এই ভয়টা না থাকলে আমি বাঁচব কী নিয়ে অনন্য? একটা তো ক্রাইসিস থাকা দরকার জীবনে। লজ্জার, ভয়ের, দুঃখের!"

ফোন রেখে দেওয়ার আগে পারঙ্গমা বলল, "আই অবজেক্ট অনন্য, আমি তোমার এঞ্জেল সাজার যোগ্য নই।"

এরপর কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই বাবা, মা, ঠামিরা সবাই বুঝতে পারল পারঙ্গমা আবার বদলে গিয়েছে। বদলে গিয়ে আগের মতো হয়ে গিয়েছে, এখন আর সে অটামে যায় না। কলেজে আঁধির সঙ্গে দেখা হলে সে আঁধিকে এড়িয়ে যায়। কলেজ থেকে সোজা বাড়ি ফিরে আসে। কবিতার বইগুলো সে আলমারির এক কোণে গুছিয়ে রেখেছে। আর দিন দশেক বাদেই নীল আসছে কলকাতায়। এই খবরটা সে নিজেই উপযাচক হয়ে বাবা-মাকে জানায়। এবং তারপর লজ্জিত ভঙ্গিতে সরে যায় ওদের সামনে

BanglaBook.org

থেকে। বাড়িতে আবার একটা খুশির পরিবেশ। বাবা একদিন রাতে ডিনার টেবলে বসে পারঙ্গমার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, ‘‘ওরা চাইছে বিয়েটা আগামী বছর জানুয়ারিতে হোক। কিন্তু নীল এলে ওরা আশীর্বাদটা সেরে নিতে চায়। আশীর্বাদের পরে ওরা একটা পার্টি দেবে, আমরা একটা পার্টি দেব। তোর কোনও বক্তব্য আছে পারঙ্গমা?’’

পারঙ্গমা ঘাড় নাড়ল, ‘‘তোমরা যেটা ঠিক মনে করো।’’ আবার সে বলল, ‘‘তবে বিয়েটা শীতকালে হলেই ভাল হয় বাবা।’’

‘‘নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। খুব ভাল কথা।’’ বলে ওঠে বাবা। এর মধ্যে আঁধি একদিন তাকে ধরে ফেলল কলেজে। ‘‘অনন্যর সঙ্গে তোর কথা কাটাকাটি হয়েছে বলে তুই আর অটামে আসবি না? আমার সঙ্গেও কথা বলবি না?’’

সে বলল, ‘‘না, না সে সব কিছু নয়। আমি আসলে এখন একটু ব্যস্ত আছি।’’

আঁধি বলল, ‘‘অনন্য আমাকে সব বলেছে। কিন্তু তুই নিজেকে একটা বাজে মেয়ে কেন ভাবছিস? ছোটবেলায় সবাই এরকম দুষ্টুমি করে থাকে। সে যাই হোক, তোর বর কবে আসছে লন্ডন থেকে? এলে একদিন আলাপ করিয়ে দিস।’’

সে আঁধির হাতটা আলতো করে ধরে বলল, ‘‘আঁধি, তুই কিন্তু এসব কথা কলেজে কাউকে বলে দিস না। তা

BanglaBook.org

হলে আমার ক্ষতি হতে পারে।''

এই কথাটা বলামাত্র পারঙ্গমা কুঁকড়ে গেল কেমন নিজের ভিতরে। কলেজের গেটের বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, সে ধীরে-সুস্থে গাড়িতে গিয়ে উঠে রামসহায়কে বলল, ''বাড়ি চলো।''

অগস্ট মাসের মাঝামাঝি নীল চলে এল লন্ডন থেকে। একটা শনিবার দেখে এ বাড়ি থেকে নীলদের বাড়ির সকলকে নিমন্ত্রণ করা হল ডিনার খেতে আসার জন্য। সেদিন পারঙ্গমা নিজের ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সুন্দর করে সাজছিল। সাজতে সাজতে পাশের জানালা দিয়ে নিজেদের বাড়ির পিছনের বাগানে চোখ রাখতেই দেখতে পেল, মাধবীলতা গাছের কাণ্ডের কাছে একটা লম্বা, সাদা কিংবা ফ্যাকাশে হলুদ রঙের সাপ। সাপটা দেখে পারঙ্গমা মুহূর্তের পর মুহূর্ত নিশ্বাস আটকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সাপটা যেন ঠিক তার দিকেই অপলকে তাকিয়ে আছে। কতক্ষণ এভাবে কেটে গেল কে জানে! বলাকাদি যখন দরজায় বেবি বলে ডাকল তাকে, তখন সংবিৎ ফিরল তার। দরজা খুলে সে বলাকাদিকে বলল, ''বলাকাদি, একটা সাপ!''

''সাপ! কোথায়? কোথায়?'' চিৎকার করে উঠল বলাকাদি।

BanglaBook.org

দু'জনে এসে দাঁড়াল আবার জানালার সামনে। সাপটাকে দেখে বলাকাদি আঁতকে ওঠে "সাপ, সাপ" চেঁচাতে চেঁচাতে ছুট লাগাল নীচে। পারঙ্গমা বুঝতে পারল হুড়মুড় করে বাড়ির সকলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। আর তখনই সাপটা নিজের লম্বা শরীরে একটা মোচড় দিয়ে চলে গেল মাধবীলতা গাছটার পিছনদিকে। পিসি আজ বাড়িতেই ছিল। সর্বাগ্রে পিসিই ঝাঁপিয়ে পড়ল জানালায়। কিন্তু ওরা কেউই সাপের লেজের ডগাটা পর্যন্ত দেখতে পেল না! বলাকাদি খুব চেঁচামেচি জুড়ে দিল এবং সবিস্তারে নানারকমভাবে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলতে লাগল সাপটা কত বড়, কেমন দেখতে। মায়ের ঘরের লাগোয়া একটা ছোট ছাদ আছে। সকলে মিলে ছোট ছাদে জড়ো হয়ে সাপটাকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। কিন্তু তখন সন্ধে নেমে আসছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না তেমন করে। সব শুনে পিছনের বাড়ির শান্তি জেঠিমা বললেন, "সাপ! লেক মার্কেট থেকে এক্ষুনি কার্বোলিক অ্যাসিড কিনে আনাও। ওরে বাবা, এ তো খুব ভয়ের কথা গো! দাঁড়াও, আমাদের বাড়িতেও অ্যাসিড ছড়াতে হবে।"

মা সঙ্গে সঙ্গে রামসহায়কে পাঠাল লেক মার্কেটে। সকলের মুখেই চিন্তার রেখা। বলাকাদি তো কাঁপছে। ঠামি ঠাকুরের নাম নিচ্ছে, "এত বছর কলকাতায় আছি, কোনওদিনও সাপ দেখিনি। এ পাড়ায় কেউ দেখেছে

BanglaBook.org

বলেও শুনিনি!”

মা বলল, “আজই নীলরা আসছে, আর আজই এরকম একটা কাণ্ড হল? মা বলুন তো এটা শুভ না অশুভ ব্যাপার?”

“সাপ তো শুভই জানি!”, বলল ঠামি।

“হ্যাঁ শুভ! ছোবল দিলেই বেরিয়ে যাবে! কে জানে বাবা কী সাপ?”

শম্ভুদাই একমাত্র অত ভয় পায়নি। শম্ভুদা বলল, “না, না, দাঁড়াশ টাঁড়াশ হবে, লেকের জলে তো অনেক সাপ আছে, আমি নিজে দেখেছি। তারই একটা হয়তো চলে এসেছে! অত ভয় পেলে চলে? ও নিজেই চলে যাবে।”

পারঙ্গমার ঘোর যেন আর কাটছিলই না। সে কি ঠিক ভয় পেয়েছিল? এই যে সকলে এখন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, বাগানের সব লাইট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, কার্বোলিক অ্যাসিডের গন্ধ ভেসে আসছে বাগান থেকে। মা একতলার সব লাইটও জ্বেলে দিতে বলল। ওদের সকলের মতোই কি একটা ভয় গ্রাস করেছে পারঙ্গমাকে? ঠিক ভয় নয়, পারঙ্গমার মনে হচ্ছে সাপটা সম্মোহন জানে! কী যেন একটা সুখের বাষ্প ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে তার মাথার মধ্যে। তার চোখের পাতাগুলো টানটান হয়ে যাচ্ছে, যেন ঘুমঘুম ভাব। তার ঘাড়টা কেমন যেন সোজা থাকছে না, ঢলে পড়ছে সামনের দিকে। পারঙ্গমা অর্ধেক সাজ

BanglaBook.org

সেজে জানালা ধরে দাঁড়িয়েই আছে বাগানে মাধবীলতার কাণ্ডের দিকে তাকিয়ে। সাপটাকে দেখার মুহূর্তের ভয়টা, বুকের ভিতর ঝপাং করে অন্ধকার নেমে আসার মতো একটা অনুভূতি হয়েছিল। সেই অনুভূতিটা কী সাংঘাতিক, কী তীব্র! পারঙ্গমা ডুবে গেল একটা ভাবনায়, এরকম অনুভূতি, এরকম একটা ফালা ফালা ছুঁয়ে যাওয়ার মতো আবেগের কোপ তার উপর ইহজীবনে আরও একবার দু'বার এসে পড়েছে। যখন সে পালিয়ে গিয়েছিল চিরঞ্জীবের সঙ্গে, কিংবা বছর দুই আগে গ্যাংটক বেড়াতে গিয়ে পাহাড়ে উঠতে উঠতে তাদের গাড়িটা পিছলে গড়িয়ে থেমে গিয়েছিল খাদের ধারে একদম। তখন এরকম ভয়ের একটা অঞ্চল তৈরি হয়েছিল বুকের ভিতর। পারঙ্গমার ভাল লাগছিল। শুয়ে শুয়ে ভয় পেতে ইচ্ছে করছিল এবার। নীল কলকাতায় নামার পর রোজই কথা হয় নীলের সঙ্গে। কিন্তু দেখা আজই হবে প্রথম। এত লোকজন আসবে। মা বলে গেল, "খবরদার সাপ বেরোনোর কথা ওদের বলার দরকার নেই। ওরাও ভয় পেতে পারে। সমস্ত আনন্দ মাটি হবে। বাবাকেও এখন কিছু জানাচ্ছি না। কাল রবিবার, কাল লোকজন ডেকে বাগান পরিষ্কার করাব। তুই শুয়ে পড়লি কেন? ওঠ, ওঠ, রেডি হ।"

পারঙ্গমার হঠাৎ মনে পড়ল আঁধির কবিতার বই 'ফস্টিনস্টি'-তে সাপ বিষয়ক একটা কবিতা ছিল। কী ছিল

BanglaBook.org

কবিতাটা? কবিতার বইগুলো এ যাবৎ হেলায় পড়ে আছে বুক শেলফের এক কোণে। পারঙ্গমা আইভরি রঙের শিফনের উপর তামাটে জরির কাজ করা শাড়িসুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়ল আঁধির বইটা নিয়ে বিছানায়। ৫২ পাতায় কবিতাটা রয়েছে—

'আমরা কেউ কাউকে আর সহ্য করতে পারছি না!

#

বাবাকে আমি চিৎকার করে চলে যেতে বলছি,
মা আমাকে চিৎকার করে চলে যেতে বলছে,
বাবা, মাকে চিৎকার করে চলে যেতে বলতে-
বলতে মদের বোতল ভাঙছে

#

আমাদের বাগানের সাপিনীটা কোনও পক্ষ নিচ্ছে না
শুধু বছরের পর বছর খোলস পালটাচ্ছে
রোগাটে হয়ে আসছে ওর চলে যাওয়ার দাগ
বালির উপর

#

জীর্ণ সাপ, খ্যাপাটে মন্দির
আমরা আবার আন্দামান বেড়াতে যাচ্ছি!"

BanglaBook.org

ছটফট করতে করতে আঁধিকে ফোন করল পারঙ্গমা। প্রথমবার ফোনটা বেজে বেজে কেটে গেল। দ্বিতীয়বার,

তৃতীয়বার ফোনটা বাজতেই কেটে দিতে লাগল আঁধি। তখন সে একটা মেসেজ পাঠাল আঁধিকে, 'আঁধি, তুমি কি আমাকে ভুলে গিয়েছ?' এর মধ্যে কলেজে যতবার দেখা হয়েছে আঁধির সঙ্গে, পরস্পর পরস্পরকে সন্তর্পণে এড়িয়ে গিয়েছে, কোনও বাক্য বিনিময় পর্যন্ত হয়নি। 'অটমে' যাওয়া তো দূরস্থান, সে ওই রাস্তা পর্যন্ত মাড়ায়নি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল পারঙ্গমা আঁধির উত্তরের। একসময় বলাকাদি এসে বলল, "বাবা এসে গিয়েছে।" আর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই নীলরা চলে এল সবাই। অনেক মানুষের সমাগমে ভরে উঠল বাড়ি। পারঙ্গমার ডাক পড়ল দোতলার হলে। বাগানের জানালা থেকে সরে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে সে নীচে গেল।

তাকে দেখামাত্র হইচই করে উঠল সকলে। নীলের জেঠিমা পাশে ডেকে বসাল তাকে। নীল একবার মুখ তুলে তাকে দেখেই মুখ নিচু করে হাসতে লাগল। পারঙ্গমা লজ্জা টজ্জা পেল না কোনওমতেই।

হঠাৎ নীলের জেঠিমা বলে উঠলেন, "পারঙ্গমার মুখটা আজকে এত শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন?"

সঙ্গে সঙ্গে মা, ঠামি, পিসি সকলে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, "মুখটা শুকনো? কই, না তো!"

বিপুল জলযোগেরও আয়োজন করা হয়েছে নীলদের জন্য, মাছের চপ থেকে শুরু করে মাংসের শিঙাড়া, সব

BanglaBook.org

তৈরি হয়েছে বাড়িতে। চা এসে গেল। গল্পে গল্পে সন্ধে গড়াতে লাগল রাতের দিকে। একসময় অবিনাশ সেন বললেন, "আচ্ছা, নীহার এবার আসল কথায় আসা যাক। নীল চলে যাওয়ার আগেই আমরা কিন্তু ওদের আশীর্বাদটা সেরে নিতে চাই।"

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সকলের মুখ। বাবা বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আমরাও ঠিক এরকমটা ভাবছিলাম। তা নীল এখন কতদিন আছে?"

আশীর্বাদ সংক্রান্ত গরম গরম আলাপ আলোচনায় ভরে উঠল হলঘরটা। তখনই গুরুদেবকে ফোন করল মা, একটা ভাল দেখে দিন দেখে দেওয়ার জন্য। আধঘণ্টা পর সকলে তখন খেতে বসেছে ডাইনিং হলে, গুরুদেব ফোন করে বললেন, "ভাদ্র মাসটা কেটে গেলেই দুই আশ্বিন। খুব ভাল দিন।"

খাওয়াদাওয়ার পর নীলের মা জেঠিমা দু'জনেই বললেন, "আমরা একটু নিজেদের মধ্যে কথা বলি, নীল বরং পারঙ্গমাকে নিয়ে ছোট করে একটু ড্রাইভ করে আসুক একটা। ওদের তো দেখাই হয় না।"

মা, বাবা, পিসি সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। শুধু ঠামি বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাক। দু'জনে একটু ঘুরে আসুক।"

নীলের বউদি অগ্নিমিত্রা বলল, "নীল, যাও। পারঙ্গমাকে কফি খাইয়ে আনো।"

BanglaBook.org

"এত রাতে কফিশপ খোলা থাকবে?" বলল পিসি।

"ফাইভ স্টারের কফিশপ খোলা থাকে," লাফিয়ে উঠে বলল শ্রীতমা।

মা বলল, "তোমরা কিন্তু বেশিদূর যেয়ো না। রাত হয়ে গিয়েছে তো।"

জ্যাঠামশাই বললেন, "নীল পারঙ্গমাকে পৌঁছে বাড়ি যাবে। আমাদের যদি তার মধ্যে কথাবার্তা শেষ হয়ে যায়, আমরা বেরিয়ে পড়ব।"

বাবা বলল, "নীল কি এখানে গাড়ি চালাতে পারবে?"

নীল বলল, "আমার ইন্টারন্যাশনাল পারমিট আছে আঙ্কল।"

"ভেরি গুড, ভেরি গুড"

"তা হলে যাওয়া যাক।", উঠে দাঁড়িয়ে বলল নীল।

পারঙ্গমা বাবা মায়ের মুখের দিকে তাকাল। মা বলল, "যাও, ঘুরে এসো।"

নীল বলল, "আপনারা চিন্তা করবেন না আন্টি।"

পারঙ্গমা একবার উপরে নিজের ঘরে গেল, পার্সটা নিল, ফোনটা নিল। ফোনটা চেক করল সে। নাহ্, আঁধি কলব্যাক করেনি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে নেমে এল নীচে। নীলের পিছন পিছন। একরকম পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সে দেখল নীল তার চেয়ে ভালই লম্বা। অবশ্যই নীলের হাইট সে জানে। কিন্তু নীলের এত কাছাকাছি সে কখনও

BanglaBook.org

যায়নি। দোতলার বারান্দা থেকে সকলে হাত নাড়ল তাদের। দৃশ্যটা প্রায় অবিশ্বাস্য বলে মনে হল পারঙ্গমার। গাড়িতে সে পাশে উঠে বসতেই নীল বলল, "আলিপুরে যাই? কী?"

সে বলল, "কলকাতার রাস্তাঘাট আমি কিছুই চিনি না।"

নীল বলল, "বন্ধ খাঁচার মধ্যে থাকলে না চেনারই কথা। আমি সব চিনি। নর্থ-সাউথ মোটামুটি সব চিনি।"

সে চুপ করে রইল, নীল বলল, "তারপর?"

"কী তারপর?"

"আরে কথা বলো বস, কথা বলো। এত চুপ করে থাকলে তো মুশকিল।"

"কী বলব?"

"যেমন ধরো, তুমি জানো তো, বিয়ের পর বছরখানেক তোমায় আমার বাবা-মা'র কাছেই থাকতে হবে?"

"শুনেছিলাম!"

"আমাকে ছেড়ে থাকতে তোমার ভাল লাগবে?"

"কী আর এমন কষ্ট হবে?"

"আমাকে তুমি ভালবাসো না?"

সে থমকাল, "আমাকে ভালবাসতে বলা হয়নি নীল, বিয়ে করতে বলা হয়েছে।"

"তোমাকে যা বলা হয়, তুমি তার বাইরে কিছু করো না?"

BanglaBook.org

"করার চেষ্টা করেছিলাম, দেখলাম কোনও লাভ নেই। আমার ধরনটাই পোষ মানার।"

"আমি চেয়েছিলাম ভালবেসে বিয়ে করতে, কিন্তু আমার বা তোমার দু'জনের ক্ষেত্রেই, ফ্যামিলির প্রভাবটা এত জোরালো... তবু তো আমি এখান থেকে বেরিয়েই গিয়েছি একরকম।"

"আমি ভেবে দেখেছি, নিজের মতো করে বাঁচা ব্যাপারটা কী! কিন্তু আমার সামনে কোনও উদাহরণ নেই, কেউই শেষ অবধি নিজের মতো করে বাঁচে না!"

"তোমাকে আজ এক মুহূর্তের জন্যও আনন্দিত দেখায়নি। এত স্ট্রেস কীসের তোমার?"

ঠিক এই সময় ফোনটা বেজে উঠল পারঙ্গমার। সে চমকে গেল সেই শব্দে, দেখল আঁধি কল করছে। সে ভেবে পেল না ফোনটা ধরবে কি ধরবে না!

নীল বলল, "ফোনটা ধরো, আই ডোন্ট মাইন্ড।"

ফোন ধরল সে। আঁধি বলল, "আমি একটা শুটিং-এ ছিলাম পারঙ্গমা, তোর ফোনটা এই দেখলাম, অ্যান্ড আয়্যাম প্রিটি সারপ্রাইজ়ড। বল্, কী বলবি?" সে খুব ভেঙে পড়া কণ্ঠস্বরে বলল, "আঁধি, আমার তোর সঙ্গে একটু কথা ছিল, আমি তোর কাছে স্বীকার করতে চাই, আই ওয়াজ় রং!"

"হোয়াট রং?"

BanglaBook.org

বেরিয়েছে।”

নীল ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল তার মুখের দিকে।

আঁধি বলল, “সাপ? ওহ্ গড!”

“তখন আমি তোর কবিতাটা পড়লাম, ওই যে ‘সাপ’ কবিতাটা... ‘আমরা কেউ কাউকে আর সহ্য করতে পারছি না’ ওই কবিতাটা। “এখন তুই নিশ্চয়ই বলবি তোর বাড়িতে কখনও কোনও সাপ দেখিসনি!”

“বাড়িতে দেখিনি, অসমে আমাদের হস্টেলের পিছনে একটা জঙ্গল ছিল, ওখান থেকে সাপ বেরিয়ে অনেক সময় চলে আসত আমাদের হস্টেলে। হস্টেলের একজন কিচেন অ্যাসিস্ট্যান্টকে কামড়েছিল। লোকটা বাঁচেনি।”

“তখন তোর ক্রাইসিস হত না যে, তোকেও কামড়াতে পারে?”

“হত, সবাই ভয় পেত!”

“মানুষের ভিতরে ভিতরে অনেক ক্রাইসিস থাকে। আমি ভেবেছিলাম তোর কোথাও কোন ক্রাইসিস নেই! সব বানানো।”

“তুই তো ওয়েল প্রোটেক্টেড, একটা সাপ তোর কী ক্ষতি করবে?”

“সাপটা একটা ভয় ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছে, আর এই

BanglaBook.org

ভয়টা কেমন গাঢ় হয়ে অন্য একটা ভয়কে ভুলিয়ে দিচ্ছে যেন। আমি যদি ওই ভয়টাকে ভুলে যেতে পারি, আমি নিশ্চিন্ত হই আঁধি। ওই ভয়টা নিয়ে আমি আর বাঁচতে পারছি না। যত দিন এগিয়ে আসছে, তত ওই ভয়টা আমার বুকের উপর চেপে বসছে! ঘুমের মধ্যে আমি আজকাল কত খারাপ খারাপ স্বপ্ন দেখি।"

"তোর যারা অভিভাবক, তারা সব ছেলেমানুষের মতো বিহেভ করছে। তাদেরই তো তোকে সাহায্য করা উচিত ছিল!"

"আমি কী স্বপ্ন দেখি, জানিস?"

"কী স্বপ্ন?"

"একটা কনফেশন বক্সের মধ্যে জোর করে ঢুকিয়ে দিয়েছে আমাকে কেউ আর আমি ঠোঁট টিপে আছি, কিছুতেই কনফেশন করব না আর তখন একটা বামন একটা উঁচু টুলে উঠে আমার চুল কেটে দিচ্ছে, মুখে তেল-কালি মাখিয়ে দিচ্ছে..." বলতে বলতে পারঙ্গমা নীলের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। সে ভুলেই গিয়েছিল কয়েক নিমেষ যে, তার পাশে নীল রয়েছে। নীল সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে একমনে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। হাত থেকে ফোনটা খসে পড়ল পারঙ্গমার। আঁধি বোধহয় ওদিকে কিছুক্ষণ হ্যালো হ্যালো করে ছেড়ে দিল ফোনটা। সে জানালা দিয়ে তাকাল বাইরের দিকে। তার মনে হল

BanglaBook.org

সবই গন্ডগোল হয়ে গেল। নীল নিশ্চয়ই এবার তার কাছে জানতে চাইবে কীসের ভয় তার, কীসের এত শঙ্কা? আঁধিরা কোথাকার ক্রাইসিস কোথায় টেনে এনে কবিতা তৈরি করে ফেলে, সে কি এক জায়গার ভয় অন্য কোনওখানে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা বৃত্তান্ত তৈরি করে ফেলতে পারে না?"

নীল বলল, "পারঙ্গমা, তুমি কি কিছু বলবে আমায়? আমার কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলার আছে।" হোটেলের পার্কিং-এ গাড়ি রেখে নীল তাকে বিশাল লবি পার হয়ে গোল হোটেলের চারতলার ওপেন টেরেসে নিয়ে এল। এই ওপেন টেরেসে পারঙ্গমা আগে কখনও আসেনি। অল্প অল্প আলোয় ভরে আছে ছাদটা। কীরকম একটা রহস্যময় দেখাচ্ছে জায়গাটা। বড় বড় পাম গাছগুলোর আড়াল থেকে আলো বেরিয়ে এসে ছায়া তৈরি করেছে সব অদ্ভুতুড়ে অন্ধকারের। কোথাও কেউ নেই। সুন্দর সুন্দর গার্ডেন চেয়ার পাতা।

নীল বলল, "তুমি বোসো, আমি একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে আসি। তুমি কফি খাবে তো?"

মাথা নাড়ল সে, খাবে। তার কফি এসে গেল তৎক্ষণাৎ। নীল ফিরে এসে গেলাসে মৃদু চুমুক দিল একটা, "চিয়ার্স!"

আজ পারঙ্গমার জীবনে একটা প্রহেলিকাময় দিন।

BanglaBook.org

নীলকে তার কখনও কখনও ভাল লাগছে, ভয় করে উঠছে তার। মনটা চিৎকার করে উঠে বলছে, "না, না, সব গোপন করা উচিত হবে না!" একটু আগে মা এসএমএস করেছে, 'সাবধানে কথা বোলো, তোকে আজ খুবই নার্ভাস দেখাচ্ছে! বুদ্ধি করে চলতে হয় জীবনে, পারো!' এই ভাল লাগা, জীবনে প্রথম একটা ছেলের সঙ্গে ড্রাইভে যাওয়া, এরকম নির্জন জায়গায় এসে বসা, এসব মিলিয়ে তার কষ্টটা শুধু এগোচ্ছে আর পিছোচ্ছে! তাকে শান্তি দিচ্ছে না!

নীল বলল, "চিয়ার্স বললে চিয়ার্স বলতে হয় পারঙ্গমা!"

"আমার তো হাতে গেলাস নেই।"

"কফির কাপেও চিয়ার্স হয়।"

সে বলল, "তুমি কী যেন বলবে?"

"যা বলব, সোজাসুজি বলব। না বললেও চলত, কিন্তু বলব। ধরো, আমি তো লন্ডন ছেড়ে দিচ্ছি। আমি অন্য কোম্পানিতে জয়েন করছি। ইউকের কোম্পানি, কিন্তু আমায় পাঠাচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ায়। আমার লন্ডন আর ভাল লাগছে না। তোমারও লন্ডন খুব একটা ভাল লাগত না। যারা একটু ডিপ্রেসড ধরনের, তাদের পক্ষে লন্ডন মারাত্মক হতে পারে।"

সে বলল, " আমার কাছে ইয়োরোপ, আমেরিকা সবই সমান!"

BanglaBook.org

"তোমার মনখারাপের মাথায় বাড়ি! তুমি একটু হাসো তো?"

"এই তো!" পারঙ্গমা হাসল।

"তোমাকে না বললেও চলত, বিশেষত লন্ডন যখন ছেড়েই দিচ্ছি... কিন্তু মনে হল বলা দরকার। কখনও যদি জানতে পারো কষ্ট পাবে, দোষও দিতে পারো। স্টুডেন্ট লাইফে আমি একটা মেয়ের সঙ্গে থাকতাম, লিভ-ইন করতাম। রাশিয়ান মেয়ে। নাম ভলগা। মেয়েটা খুব ভাল ছিল। আমাকে খুব ভালবাসত। কিন্তু থাকতে থাকতে বুঝতে পারলাম সাদা মেয়েদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত থাকা যায় না। আমার একটা ঠিকঠাক বাঙালি মেয়ে চাই জীবন কাটানোর জন্য। তা ছাড়া মেয়েটার একটা অসুখও ছিল। ভলগার ক্লসট্রোফোবিয়া ছিল। ওকে জড়িয়ে ধরে ঘুমানোও যেত না। ইন্টিমেট অবস্থাতেও ওর ক্লসট্রোফোবিক লাগত। ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত। মারপিটও হত। একসঙ্গে থাকতে না পারা আর ছেড়ে যেতে না পারা দুটো মিলে আমরা দু'বছর ধরে শুধু নিজেদের ছিন্নভিন্ন করে সেপারেটেড হয়ে গেলাম। এসব কেউ জানে না। বাবা, মা বা অন্য কেউ! তোমাকেই বললাম।"

পারঙ্গমা দিশেহারা হয়ে গেল। হাত-পা কাঁপতে লাগল। নীল, নীল এত বড় একটা সত্যি গোপন করে রাখল দু'বছর ধরে? যখন আশীর্বাদের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে তখন

BanglaBook.org

তাকে বলছে। এই দু'বছরে সর্বক্ষণ নীল, নীল, নীল শুনে শুনে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে তার। আর তার বাবা-মা? মেয়ের জীবনের কলঙ্ক ঢাকতে মরিয়া!

বাবা-মা বা কেউ জানেই না এমন একজনের সঙ্গে তার বিয়ে হতে চলেছে যে কি না দু'-দুটো বছর অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে রীতিমতো থেকেছে! পারঙ্গমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল। চিরঞ্জীব ছেলেটা কি খুব খারাপ ছিল? দুটো রাত সে চিরঞ্জীবের মায়ের ইঁট দিয়ে উঁচু করা তক্তপোশে ওর মায়ের পাশেই ঘুমিয়েছে। কিংবা আসলে কিছুমাত্র ঘুমোয়নি। ভয়ে, দুশ্চিন্তায় ক্লাস এইটের একটা মেয়ে কাতর হয়ে কেঁদেছে আর বাবা-মা'র কাছে ফিরে যেতে চেয়েছে। চিরঞ্জীবের মা-ও কেঁদেছেন তার পাশে শুয়ে। তাকে বুঝিয়েছেন,"তোমার বাবা-মা তোমাকে ফিরিয়ে নেবেন। আমি নিজে ফিরিয়ে দিয়ে আসব। ওদের পা ধরে ছেলের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেব। আমার ছেলে মস্তানি করে বেড়ায় ঠিকই। কিন্তু তোমাকে ও তো বাড়ি থেকে বের করে আনেনি। তুমি বুঝিয়ে বোলো বাবা-মাকে।" চিরঞ্জীব তাকে ছাড়তে চায়নি। চিরঞ্জীবের মা-ই তাকে চিরঞ্জীবের অনুপস্থিতিতে বাড়ি থেকে বের করে লেক পর্যন্ত এসে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। তা হলে পরস্পরকে তারা কে বেশি ফাঁকি দিল? সে নীলকে? না নীল তাকে? পারঙ্গমা উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সমস্ত শরীরটা

BanglaBook.org

স্থবির। সে শুধু বলল, "তুমি আগে বলোনি কেন?"

"বলিনি তার কারণ তোমাকে ভীষণ পছন্দ হয়ে গেল! তা ছাড়া বাড়ির সবার মত নিয়ে বিয়ে টিয়ে করলে জীবনটা অনেক স্মুদ হয়। কেরিয়ারে যা চাপ, ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনর্থক কমপ্লিকেশন বাড়িয়ে লাভ কী? আর তুমি তো অনেক কড়াকড়ির মধ্যে মানুষ হয়েছ তাই জানো না বা ভাবতে পারো না। বিদেশে পড়তে গেলে ওরকম হামেশাই হয়ে থাকে।"

"এসব শোনার পর আমি যদি তোমাকে বিয়ে করতে না চাই?"

"তুমি কী ভাবছ, তোমার যার সঙ্গে বিয়ে হবে, তার জীবনে তুমিই হবে প্রথম? বোকার মতো ভেবো না। তুমি আমাকে ভাল না বাসলে কী হবে? আমি কিন্তু তোমার প্রতি কমিটেড।" নীল দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা।

মৃদু মৃদু হাওয়া দিচ্ছে একটা, পামগাছগুলো মাথা নাড়ছে, টেব্‌ল ক্লথ উড়ে যাচ্ছে। একটা ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটায় মাখামাখি হয়ে গেল পারঙ্গমার মুখ। নীল তার ডান হাতটা নিজের দু'হাত দিয়ে ধরল। "দুশ্চিন্তা কোরো না, এখন আমি অনেক ম্যাচিয়োরড। নিজের রেসপন্সিবিলিটিগুলো বেটার বুঝি, তোমাকে ভাল রাখব কথা দিচ্ছি। খাঁচার জীবন থেকে বের করে আনব, আমার বউ হবে স্বাধীন, আমাদের কনজুগাল লাইফে তোমার অনেক স্পেস থাকবে, কোনও

BanglaBook.org

বাধ্যবাধকতা থাকবে না। ইউ উইল বি ফ্রি টু ডু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট। শুধু একটা বছর একটু কষ্ট করে বাবা মায়ের কাছে থেকো, তারপর আমরা আমাদের মতো বাঁচব, উই উইল এনজয় লাইফ টু দ্য ফুলেস্ট! ওকে?"

সে কিছুই বলল না, নীল আবার বলল, "তোমারও কিছু বলার আছে। এত ভয়ের স্বপ্ন, ক্রাইসিস— কী সব বলছিলে ফোনে? কাকে বলছিলে? আমাকে তো কখনও এসব বলো না? আমিও শুনতে চাই, বুঝতে চাই তোমাকে।"

পারঙ্গমা উড়তে থাকা চুল সরাল মুখের উপর থেকে, চুলগুলো আটকাতে পারলে ভাল হত, কিন্তু কোনও ক্লাচ নেই সঙ্গে। অগত্যা চুল আবার হাওয়ায় উড়ে এসে পড়ল চোখে-মুখে, আর তার মধ্যে একটা আড়াল খুঁজে নিল পারঙ্গমা নিজের জন্য। সে খুব ধীরে ধীরে একটু থেমে, অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল অনন্য নামের এক কবির প্রেমে পড়েছিল সে, শুধু তার কবিতা পড়েই, যখন কিনা নীলের সঙ্গে তার বিয়ে একরকম ঠিকই হয়ে গিয়েছে, তখনই আচমকা এই প্রেম। অনন্য তাকে বলত যে বদলেয়ারের কবিতা থেকে উঠে আসা 'এঞ্জেল' সে-ই, আর তাই শুনে পারঙ্গমা কীরকম আপ্লুত হয়ে উঠত, কীরকম মুগ্ধ হয়ে শুনত অনন্যর নিজের লেখা কবিতা!

BanglaBook.org

নীল বলল, "তা সেই কবির সঙ্গে প্রেমটা তোমার কেঁচে গেল কেন?"

সে বলল, "ধুর! ছেলেটা যত কঠিন কবিতা লিখত তার তুলনায় ছেলেটার জীবনটা বড্ড সরল! তা ছাড়া বাবা-মা তো মেনে নিত না।"

"হ্যাঁ, তলে তলে তুমিও? নিষ্পাপ মুখ নিয়ে আমাকে ঝুলিয়ে রেখে এখানে প্রেম করা হচ্ছিল? কনফেশনের গল্পটা কী?"

পারঙ্গমা নীলের চোখে চোখ রেখে বলল, "এই তো, এই মুহূর্তে যেটা করলাম!"

"ব্যস এইটুকুই? চুমু খাওয়া খাওয়ি হয়নি? লাভ মেকিং?"

"তুমি দু'বছর একটা মেয়ের সঙ্গে থেকেছ, নীল, তোমার কাছে এইসব হয়তো তুচ্ছ ব্যাপার! কিন্তু আমার জীবনে এটুকুই অনেক বড় ঘটনা। এখন মনে হচ্ছে এত বিবেক দংশনে ভোগার কিছুই ছিল না, এত ভয় পাওয়ার কিছুই ছিল না! নাহ্! একটা চুমুও খায়নি কখনও অনন্য আমাকে! বিশ্বাস করো!" বলে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল পারঙ্গমা!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG